ব্রহ্মবিদ্যা

(কঠোপনিষদের দার্শনিক ও যৌগিক ব্যাখ্যা)

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তি-বিবৃতা

প্রাপ্তিস্থান,

গ্রন্থকার, ৯-বি, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা ; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়।

প্রকাশক,
শ্রীদেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ ; বি, এস্ সি
৯-বি, রামতনু বসুর লেন
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
মূল্য এক টাকা

প্রবাসী প্রেস,
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ওঁ

শ্রীমদ্‌রামকৃষ্ণপরমহংস-প্রিয়শিষ্যস্য কৈবল্যধাম-

প্রয়াতস্য মদ্‌গুরোঃ শ্রীমৎসারদানন্দ-

স্বামিনঃ পুণ্যস্মরণনাম

জয়তু।

ইতি—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন দেবশর্ম্মণঃ ।

ভূমিকা

অতুলপ্রথিতযশাঃ ও মহানুভাব ব্যক্তির পূর্ণ আনুকূল্য লাভ করিয়া, যখন আমি আমার প্রথম আয়োজন "সাধনা ও পরমানন্দ" সুধীগণের করে অর্পণ করি, তখন আশা করিতে পারি নাই যে, এত শীঘ্র আমি তাঁহাদের দ্বারা উৎসাহে পুরস্কৃত হইব। যিনি আত্ম-মনস্বিতাহেতু ও অতুলস্নেহবশে এই গ্রন্থ-সম্পাদনে আমাকে প্রথম উৎসাহ জ্ঞাপন করেন, এবং যে বিদ্যোৎসাহী ও উচ্চদানশীল মহোদয় এই গ্রন্থ সম্পাদনের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের প্রতি এ গ্রন্থকার স্বীয় অপরিশোধনীয় ঋণভার ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে। তাঁহাদের যশঃ ও শ্রী জয়যুক্ত হউক। ইতি—

কলিকাতা
১০ই শ্রাবণ, ১৩৩৮

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন দেবশর্ম্মণঃ

মুখবন্ধ

সমগ্র বেদান্ত ব্রহ্মকেই নির্দ্ধারণ করে ; তাহার স্বরূপনির্ণয়ে, তাঁহার শুদ্ধত্ব, অপাপবিদ্ধত্ব, নিত্যত্ব ও সর্ব্বগতত্ব, তাঁহার সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ব্যঞ্জনে বেদান্তরাশি পর্য্যবসিত ; সুতরাং বেদান্তরাশি উপলব্ধ° ব্রহ্মতত্ত্ব বিঘোষিত করে, এ বিষয়ে কোনও আশঙ্কা বা আপত্তি থাকিতে পারে না—এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপাদনার্থ মহামুনি বেদব্যাস 'তত্তু সমন্বয়াৎ' এই ব্রহ্মসূত্রটি সূত্রিত করেন। শুদ্ধসত্ব ব্রহ্মষিগণ স্ব স্ব যোগমহিমায় শুদ্ধব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন ; ব্রহ্মানন্দ জ্ঞানসিন্ধুতে দেহবোধবিবর্জ্জিত অবস্থায় তাঁহাদের অবস্থানকালে যে বাক্যরাশি তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহাই বেদান্ত বা শ্রুতি। বেদান্তের তত্ত্ব অনমুমেয়, অতর্ক্য ও কল্পনাতীত—ইহা অনুভূত ও দৃষ্ট সত্যবস্তু। বৈদান্তিক সত্যের অকাট্য প্রমাণ অনুভূতি। অনুভূতিলব্ধ সৎ, চিৎ ও আনন্দ চিরসত্য বস্তু। সকল ব্রহ্মদর্শী ঐ এক সত্য দর্শন করিয়াছিলেন। বেদান্তের তত্ত্ব Theory নহে ; উহা Concrete Truth. ব্রহ্মানুভূতি খাটি সত্যবস্তু। দশেন্দ্রিয়ের দ্বারা, দর্শন, স্পর্শন ও ঘ্রাণাদির দ্বারা পাথিব বস্তু অনুভবের চেয়ে ব্রহ্মানুভব অধিকতর সত্য। বৈজ্ঞানিকের Practical Truth এর চেয়ে অধিকতর সত্য ও প্রত্যক্ষের বিষয় ব্রহ্মজ্ঞান। তবে ব্রহ্মানুভূতি ইন্দ্রিয়গণের অতীত একরাজ্যে ; সে রাজ্য কেবলমাত্র শুদ্ধহৃদয়ের অধিগম্য। যদি আনন্দময়ব্রহ্মজ্ঞানার্থ শুদ্ধহৃদয়কে একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়, তাহা ভুল আখ্যা হয় না। শুদ্ধহৃদয়ে জাগ্রত আনন্দময় ব্রহ্মের যে-প্রেমস্বরূপ অনুভূত হয়, সে-রূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানুভূত পাথিব বস্তু হইতে অধিকতর সত্য (Concrete) বস্তু। শুদ্ধজ্ঞানাধারে অনুভূত আনন্দ, জ্ঞান, জ্যোতি ও চৈতন্য

সকল ইন্দ্রিয়াহৃত পার্থিব জ্ঞান হইতে অধিকতর সত্যবস্তু। এ স্থলেও শুদ্ধজ্ঞানাধারকে ব্রহ্মজ্ঞানার্থ অন্যতম ইন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মাস্তিত্ব ও তাঁহার স্বরূপ নির্ণয়ার্থ বেদান্তরাশি চির-সত্যরূপে বিরাজিত। সুতরাং বেদান্ত-প্রচারিত ব্রহ্মতত্ত্ব নিরপেক্ষ সত্য জ্ঞান। অতএব বেদান্তমন্ত্ররাশির ব্যাখ্যা কোনও মতবাদের উপর নির্ভর করেনা। স্বতন্ত্র সত্যের (Truth Absolute) ব্যাখ্যা করিতে হইলে, তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে দর্শন করিতে হইবে। জড়জগৎ হইতে তাঁহাকে পৃথক্‌, সর্ব্বব্যাপ্ত চিরসত্যরূপে দর্শনজ্ঞাপক ব্যাখ্যাই একমাত্র যথার্থ বেদান্তব্যাখ্যা। কিন্তু অধুনা নানা-মতাবলম্বী ও নানাসম্প্রদায়ভুক্ত প্রচারকবর্গ আপন স্বার্থ, দুর্ব্বলতা ও অসত্যপথ পোষণার্থ এই নিরপেক্ষ সত্য বেদান্ততত্ত্ব নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। তাহারা যে যাহার ইচ্ছামত শ্রুতিস্মৃতির মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া, আপন ভ্রান্ত পথ প্রচার করিতে ব্যস্ত। তাহারা স্ব স্ব অনুসৃত ঐহিকনীতি রক্ষণার্থ এবং তাহাদের জড়বাদ পোষণোদ্দেশ্যে শুদ্ধ বেদান্তমন্ত্রকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়া, লোকসমাজকে জানাইতে চায় বেদান্তও তাহাদের মতসমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। যদি একজন ঐহিক-নীতি-কুশল ব্যবসায়ী "যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্‌" এই গীতামন্ত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া "চালাকিই শ্রেষ্ঠযোগ" ঈদৃশ আত্মমত প্রচার করে, তাহাকে খুব চালাক নীতিবিদ বলা চলে, কিন্তু সে যে গীতার মর্ম্ম কিছুই বোঝে নাই, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এতাদৃশ ভ্রান্তিময় পথবাহুল্যের মধ্যে যথার্থ বেদান্তপথ খুঁজিয়া নেওয়া দুষ্কর। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা পরমহংস শ্রীশঙ্করাচার্য্যদর্শিত পথে যোগীর যোগসহায়কল্পে ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাখ্যা প্রচার করিতে কৃতযত্ন হইয়াছে। তাহার চেষ্টাসাফল্য সুধীবর্গের বিচারের উপর নির্ভর করে।

সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মকর্ম্মাকর্ম্মফলাফল পরিহার করতঃ, নিঃসঙ্গ ও একনিষ্ঠ হইয়া, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক, তাঁহারই প্রসাদে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশার্থ আমরা উপনিষদাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় প্রযুক্ত হইতেছি।

উপ+নি পূর্ব্বক 'সদ্' ধাতু+ক্বিপ্=উপনিষৎ। সদ্ ধাতুর অর্থ—শৈথিল্যসম্পাদন, বিশীর্ণকরণ, বিনষ্টকরণ বা গমন। যে ব্রহ্ম-বিদ্যা মুমুক্ষু জীবের ইহ-পরলোক-ফলভোগেচ্ছা, তাহার সকল বাসনা ও বাসনা-বীজ ও তজ্জনিত সংসার-বন্ধন শিথিল, বিশীর্ণ ও বিনষ্ট করে, এবং সেই মুমুক্ষু জীব একমাত্র যে ব্রহ্মবিদ্যার শরণাগত হয়—সেই ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষৎ। ব্রহ্মবিদ্যা মুমুক্ষু জীবের সমগ্র বাসনাজাল ছিন্ন এবং তাহার ইহামুত্র-ফলভোগ-বন্ধন বিনষ্ট করতঃ, তাহাকে ব্রহ্ম-সমীপস্থ করে।

উপনিষৎ অর্থে ব্রহ্মবিদ্যা বুঝায়। ব্রহ্মবিদ্যাধার গ্রন্থকেও উপনিষৎ বলা চলে।

উপনিষদাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী—পূর্ব্বোক্ত বাসনাবিমুক্ত মুমুক্ষু; উহার প্রতিপাদ্য বিষয়—সর্ব্বভূতাত্মস্বরূপ পরমব্রহ্ম। উহার প্রয়োজন—সংসারের আমূল নিবৃত্তিরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং উক্ত প্রয়োজন-রূপব্রহ্মপ্রাপ্তির সহিত উপনিষদের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক রূপ সম্বন্ধ।

এইভাবে উপনিষদাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া আমরা উপনিষৎ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বেদ সংহিতা ও ব্রাহ্মণে বিভক্ত। সংহিতাকে মন্ত্রও বলা হয়। মন্ত্র বা সংহিতা যাহার সংজ্ঞা করিয়া যায়, ব্রাহ্মণ তাহার ব্যাখ্যা করে। ব্রাহ্মণ বেদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে, সুতরাং কতকগুলি ব্রহ্মপ্রতিপাদক ব্রাহ্মণই উপনিষৎ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদে 'কঠ'

নামে একটি সংহিতা ও একটি ব্রাহ্মণ আছে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের মতে 'কঠোপনিষৎ' যজুর্ব্বেদীয় সংহিতার অংশ।

বিশ্ব চরাচরের অন্তর্নিহিত সৃষ্টিকারণ স্বীয় অজ নিত্য ব্রহ্মসত্যকে আশ্রয় করিয়া ছন্দোময় প্রবাহে চিরবর্ত্তমান। সেই সৃষ্টিকারণ প্রজাপতি নামে বিখ্যাত। তিনি তপস্যার দ্বারা এক মূলকারণকে নানা ছন্দে ছন্দোময় করিয়া বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্বসৃষ্টির কালে যে শব্দময় অভিব্যক্তি প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত হইয়াছিল, তাহাই বেদ। বেদের আদি বীজ প্রণব। যোগকাম ঋষিগণ বিশ্বের সৃষ্টিবিকার অতিক্রম করিয়া উক্ত সৃষ্টিকারণছন্দে আত্মবৈশিষ্ট্য বিলোপ করিয়া থাকেন। যথার্থ ছন্দে বেদপাঠের ঐ একমাত্র উদ্দেশ্য। সমগ্র বেদ অব্যাকৃত ছন্দে ধ্বনিত। ছন্দরাশির আলোচনা এই ক্ষুদ্র মুখবন্ধে অসম্ভব। অব্যাকৃত ছন্দপ্রবাহে ধ্বনিত বেদমন্ত্রে অনেক স্থানে অনুস্বারের 'ং'এর পরিবর্ত্তে ঔঁ (গুঁম) উচ্চারিত হয়। যে-স্থানে অনুস্বারের পূর্ব্বে বা পরে হ্রস্ব স্বর বর্ত্তমান, ছন্দের প্রয়োজন অনুসারে সে-স্থানে অনুস্বার 'ং' না হইয়া ঔঁ (গুঁম) উচ্চারিত হয়।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মবিদ্যা

কঠোপনিষৎ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথমা বল্লী।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অপাত্রে জ্ঞানোপদেশ অফলপ্রদ। শুশ্রূষু ব্যক্তিকেই উপদেশ দান করিবে, নতুবা উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট জ্ঞানের যথাযোগ্য গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে না। আত্মসমাহিত, গুরুনিষ্ঠ এবং উপদেশ্য জ্ঞানে শ্রদ্ধান্বিত শিষ্যকেই গুরু প্রসন্ন ও তদ্গত চিত্তে জ্ঞানোপদেশ দান করেন। শিষ্যের উপযোগী গুণচয় পরীক্ষা করিয়া, গুরুও তাহার প্রতি প্রীতি-স্নেহ-উদারতা-সম্পন্ন হইয়া আপন জ্ঞানভাণ্ডার তাহার সম্মুখে স্থাপন করিবেন; অপ্রসন্ন, অনুদার, বীতশ্রদ্ধ উপদেষ্টার উপদেশ কার্য্যকর হয় না।

ব্রহ্মবিদ্যার্জ্জন পথে আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক অন্তরায়ত্রয় সতত বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রহ্মবিবিদিষুকে প্রতিহত করিতে

চেষ্টিত হয়। এই-অন্তরায়ত্রয় উত্তরণকল্পে সতত পরমতত্ত্বে ভক্তিমান্, বিজ্ঞতরজনমাত্রে শ্রদ্ধাবান্ এবং পার্থিব জগতে অনাসক্ত ও উদাসীন থাকিয়া, ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে ব্রহ্মচর্য্যতপঃ-অর্জ্জিত দৈহিক ও মানসিক বিশুদ্ধি, শক্তি ও নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-পথে অগ্রসর হইতে হয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার্থ সমাসীন গুরু ও শিষ্য সম কণ্ঠ, ছন্দ ও লয়ে তাদৃশ প্রার্থনা ও সঙ্কল্পমূলক শান্তিপাঠ করিতেছেন :—

(বিজিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম) আমাদের উভয়কে (ব্রহ্মনিষ্ঠ করিয়া) রক্ষা করুন। আমাদের উভয়কে তিনি (আত্মপ্রকাশ দানে) পালন করুন। আমাদের উভয়কে তিনি ব্রহ্মোপলব্ধিসমর্থ করুন। আমাদের অধীত জ্ঞান—ব্রহ্মবিদ্যা—আমাদের আত্মস্বরূপে পূর্ণ বিকাশ লাভ করুক। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা-রত আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ, দ্বিধা ও দ্বেষ যেন উপস্থিত না হয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

বেদবিহিত ক্রিয়াকাণ্ড যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানসাপেক্ষ। তাহাদের ফল অভ্যুদয়—স্বর্লোক, সত্যলোক, তপোলোক, ইন্দ্রলোক, বরুণলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদির সম্প্রাপ্তি। ঐ সকল অভ্যুদয়ের চরম লক্ষ্য দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্য্য, নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্পৎ প্রভৃতি। বস্তুতঃ ঐ লোকসমূহ মর্ত্ত্যলোক হইতে স্থায়িতর, অধিকতর সুখদ হইতে পারে বটে, কিন্তু উাহারা কালবিনাশী। সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তিকর ব্রহ্মাত্মবোধ যাগযজ্ঞাদি বা লোক-সম্প্রাপ্তির দ্বারা সম্ভব হয় না। বেদের জ্ঞানকাণ্ডবিহিত দেবতাদির উপাসনাও তদ্রূপ অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ, তাহাদের ফলও ঐরূপ অভ্যুদয়।

কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা কোনও বিহিত অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে না। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার ফল দ্বৈতজ্ঞাননিবৃত্তি, সর্ব্বদুঃখহানি, জন্মমৃত্যুর অবসান ও ব্রহ্মস্বরূপে লয়প্রাপ্তি। ব্রহ্মকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে জানিলে সকল কর্ম্মের অবসান হয়। ব্রহ্ম আনন্দরূপে অনুভূত

হয়েন, চিৎরূপে বিকশিত হয়েন এবং সৎরূপে অবস্থান করেন। তৎ-সম্প্রাপ্তির অর্থ নিত্য চিদানন্দস্বরূপে অবস্থান। উক্ত ব্রহ্মজ্ঞান কোনও বিধানানুষ্ঠানাপেক্ষী নয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে ব্রহ্মজ্ঞানার্থ "ইহা কর" বা "উহা কর" বলিয়া কর্ম্মোপদেশ করিতে হয় না। বিষয় ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইলে যেমন বিষয়সম্বন্ধে মানবের আপনা আপনি জ্ঞানোদয় হয়,—সে জ্ঞান কোনও কর্ম্মবিশেষের উপর নির্ভর করে না,—ব্রহ্মও তেমনি কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া শুদ্ধচিত্তে বিকশিত এবং চিদানন্দস্বরূপে অনুভূত ও জ্ঞাত হয়েন।

বাজশ্রবস মুনি ছিলেন যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে নিরত এবং ঐশ্বর্য্যময়-লোকাদিরূপ-অভ্যুদয়-প্রেপ্সু। আর তাহার পুত্র নচিকেতা ছিলেন সকল সাধ্য-সাধনার, উপাস্য-উপাসনার, কর্ম্ম-কর্ম্মফলের, সুখ-দুঃখ-জন্মমৃত্যু দ্বন্দ্বের অতীত আত্মচিৎস্বরূপের জিজ্ঞাসু এবং চিরামৃতাকাঙ্ক্ষী। নচিকেতা ছিলেন ব্রহ্মচর্য্যতপঃশুদ্ধ, স্বাধ্যায়নিরত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, তপোলব্ধ শক্তিতে বীর্য্যবান্, দীপ্তিমান্ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইহলোকের সুখৈশ্বর্য্যের অকিঞ্চিৎকর পরিণতি এবং স্বর্গ লোকাদির নশ্বরত্ব নচিকেতার নিকট সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিল। মানবজন্মের পরম সার্থকতা যে পরাজ্ঞানে এবং পরানন্দসম্প্রাপ্তিতে, তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণকুমার পূর্ণ অনুপ্রাণিত ও উপদিষ্ট ছিলেন।

বস্তুতঃ চিরামৃতপিপাসুকে ইহজগতের সারমর্ম্ম জানিতে হইবে, ঐহিক সুখভোগে পূর্ণবিরাগসম্পন্ন হইতে হইবে, তদ্রূপ পারত্রিক স্বর্গাদি লোকেও বীতশ্রদ্ধ হইতে হইবে,—তাহাদের সহস্র প্রলোভন-জালেও সংযত, দৃঢ়নিষ্ঠ ও অবিচল হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যতপঃপ্রভাবপ্রসূত শৌর্য্যে ও বীর্য্যে শক্তিমান্ হইয়া, একনিষ্ঠ গতিতে লক্ষিত পথে অগ্রবর্ত্তী হইতে হইবে ;—আত্মস্বরূপপ্রাপ্তিই যে চরম ও পরম এবং

উহাই যে একমাত্র কাম্য, লক্ষ্য, লোভনীয়, লভ্য ও প্রতিষ্ঠাপ্য, তদ্বিষয়ে তাহাকে সম্যক্ প্রবুদ্ধ হইতে হইবে। তীব্রপ্রেরণাবুদ্ধ ব্যাকুলতা, অনুসন্ধিৎসা, ব্যবসায়, তিতিক্ষা প্রভৃতি নচিকেতঃ-সদৃশ গুণরাজিতে শক্তিমান্ ও দীপ্তিমান্ না হইতে পারিলে কোন ব্যক্তিরই ব্রহ্মবিদ্যাপথে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা হয় না।

কৈশোর উৎকৃষ্ট কাল। কৌমারবীর্য্যে বীর্য্যবান্ ব্যক্তি সমাহিত ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া আশু সিদ্ধিলাভ করেন। অনাহত কৈশোর-বীর্য্য সুসংযত ও তপঃশুদ্ধ হইয়া শীঘ্রই ব্রহ্মবিদ্যাক্ষম হয়; শক্তি অপচিত ও বিভ্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই লক্ষ্য পথে চালিত হইলে আর যোগীর বিফলতার ভয় থাকে না। সাধকমাত্রেরই কিশোরোচিত বীর্য্যপ্রভাব অর্জ্জন করিতে হইবে।

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসন্দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥১॥

বাজশ্রবসঃ (বাজশ্রবস মুনি) উশন্ হ বৈ (স্বর্গাদি কামনা করিয়া) সর্ব্ববেদসং দদৌ (সকল সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন)। তস্য হ নচিকেতাঃ নাম পুত্রঃ আস (তাঁহার নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিলেন) ॥ ১ ॥

বাজশ্রবস মুনি ছিলেন ঐহিক-সুখৈশ্বর্য্যলিপ্সু এবং পারলৌকিক-দীর্ঘসুখায়ু-গীতবাদিত্র-অপ্সরঃ-প্রমদা-প্রমোদ-রথ-বাজি-গজাদি-সম্পন্ন-সুখ-স্বর্গসাম্রাজ্যকামী। কামনাসম্প্রাপ্তি সঙ্কল্প করিয়া তিনি দান-মহাযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যজ্ঞবিধি অনুসরণ করিতে হইলে, তাঁহাকে সর্ব্বসম্পত্তি কপর্দ্দকশূন্য হইয়া দান করিতে হইত। কিন্তু ঐহিক আসক্তি হেতু তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ধনসমূহে মমতাপন্ন হইয়া উহা

পরিত্যাগে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারই পুত্রের নাম নচিকেতা। এই নচিকেতার তপস্যা, নিষ্ঠা, বিবেক, বিচারশক্তি, ব্রহ্মবিদ্যানুরাগ, ঐহিক-পারত্রিক ভোগসুখে অলোভ ও দৃঢ় সঙ্কল্প এবং সমাধিবলে পরমাত্ম-স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার অনুসৃত তপশ্চর্য্যা ও ব্রহ্মবিবিদিষুচিত গুণরাজি আত্মজ্ঞানপিপাসু মাত্রেরই অনুকরণীয় এবং সিদ্ধির একমাত্র পথ। "নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। শ্রেষ্ঠ বেদান্তবেত্তা ব্রহ্মদর্শী নচিকেতা সময়সাগরসৈকতে স্বীয় অটল চিরস্ফুট পদাঙ্ক জীব-কল্যাণহেতু পথপ্রদর্শকরূপে পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন, শ্রুতি সেই অমরবার্ত্তা কীর্ত্তন করিতেছে। মুমুক্ষু ও অমৃতপিপাসুমাত্রই সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবে। সেই অমৃতরাজ্য-সন্ধানের অন্য কোনও পথ নাই।

তꣳহকুমারꣳসন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ।
সোঽমন্যত ॥২॥

দক্ষিণাসু নীয়মানাসু (তাঁহার পিতা যখন দক্ষিণাসমূহ যজ্ঞক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছিলেন) তং হ কুমারং সন্তং (তাঁহার এই কুমার বয়সেই) শ্রদ্ধা আবিবেশ (তাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইল)। সোঽমন্যত (তিনি মনে করিলেন) ॥ ২ ॥

নচিকেতার মত কিশোর বালকের নির্ম্মল চিত্তে কর্ম্মে নিষ্ঠা, সত্যে শ্রদ্ধা, চিন্তা ও কার্য্যে উদারতার আবির্ভাব—ইহাতে বিচিত্রতার কিছুই নাই। নচিকেতা সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিতে চলিয়াছেন, সংসারের আবিলতা এযাবত বিন্দুমাত্রও তাঁহার হৃদয়ে আশ্রয় পায় নাই। বিশেষতঃ নচিকেতার সত্ত্ব ব্রহ্মচর্য্য-দম-শম-তপঃ-শুদ্ধ। তাঁহার চিত্তপট তপশ্চর্য্যায় পরম পবিত্রতা লাভ করিয়াছিল,

তাহাতে সন্দেহ নাই। পবিত্র হৃদয়ে ব্রহ্ম অচিরে প্রতিভাত, অনুভূত ও উপলব্ধ হয়। সে পবিত্র হৃদয় নচিকেতার ছিল। সদসদ্বিবেক তাঁহার নিকট অতি সামান্য কথা। অধিকন্তু স্বাধ্যায়নিষ্ঠ নচিকেতার নিকট বৈদিককর্ম্মকাণ্ডের বিধিনিষেধ ও ফলাফল সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিল। সুতরাং পিতার আচরণে অসত্যতা, ভ্রান্তি ও অনুদারতা দেখিয়া নচিকেতা মর্ম্মাহত হইলেন। পিতার আচরিত কর্ম্মের ফল স্বর্লোক-প্রাপ্তি তো নয়ই, বরং দুঃখময় অধোজন্মান্তরপ্রাপ্তি। বেদবেদান্তদর্শী নচিকেতা পিতৃকর্ম্মালোচনা করিয়া ভাবিত হইলেন।

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকা স্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥৩॥

পীতোদকাঃ (যাহারা জন্মের মত বারি পান করিয়াছে, আর পান করিবে না) জগ্ধতৃণাঃ (যাহারা জন্মের মত তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে, আর ভক্ষণ করিবে না) দুগ্ধদোহাঃ (যাহারা জন্মের মত দুগ্ধ দান করিয়াছে, আর দান করিবে না) নিরিন্দ্রিয়াঃ (যাহারা সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-শক্তি-বর্জ্জিত) তাঃ দদৎ (তাহাদিগকে দান করিয়া) অনন্দাঃ নাম তে লোকাঃ (অনন্দা নামক যে লোক) সঃ (সে দাতা) তান্ গচ্ছতি (সেই লোকে গমন করে) ॥ ৩ ॥

বাজশ্রবস মুনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু বা মুমুক্ষু ছিলেন না। তিনি ছিলেন অভ্যুদয়কামী। আবার অভ্যুদয়কাম ব্যক্তির যে স্বার্থত্যাগ, কর্ম্মনিষ্ঠা উদারতা ও দাক্ষিণ্য থাকার প্রয়োজন, তাহাও বাজশ্রবস মুনির ছিল না। বাজশ্রবস যজ্ঞে আহূত ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিবার জন্য, তাঁহার রুগ্ন, বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য গোসকল যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিলেন। এই গো-সমূহের জীবনকাল প্রায় শেষ হইয়াছে, তাহারা

একবিন্দুও দুগ্ধ দান করিবে না। পক্ষান্তরে মুনি সবল ও সুস্থ গো-অশ্ব-গজাদি ও ধনরত্নাদি আপন গৃহে লুকাইয়া রাখিলেন। সেগুলি দান করিবার ইচ্ছা তার আদৌ ছিল না। ঈদৃশ ব্যক্তির অশুভ জন্মান্তর ঘটে; তাহা চিন্তা করিয়া মুনির আত্মজ নচিকেতার মনে অতীব বিষাদ ও উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল। এবং এই অশুভ প্রতীকারের আশু উপায় উদ্ভাবনের চিন্তায় তিনি চিন্তিত হইলেন। একমাত্র আত্মজ নচিকেতা মুনির সর্ব্বস্ব। মুনির অবর্ত্তমানে নচিকেতাই মুনির সর্ব্বস্বের অধিকারী। অথচ সর্ব্বস্ব দানই মুনির সঙ্কল্পিত যজ্ঞের একমাত্র অনুষ্ঠেয় অঙ্গ। নচিকেতা ভাবিলেন, তিনি নিজে যদি কোনও ব্রাহ্মণে দক্ষিণারূপে উৎসৃষ্ট হয়েন, তবেই মুনির সঙ্কল্পিত যজ্ঞের পূর্ণাঙ্গানুষ্ঠান হয় এবং মুনিও আসন্ন অশুভ-লোক হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। সুতরাং নচিকেতার আত্মোৎসর্গ কিরূপে হইতে পারে, তাহাই নচিকেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নচিকেতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তংᳬ হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥৪॥

সঃ পিতরং হ উবাচ (তিনি পিতাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন) তত (হে পিতঃ) কস্মৈ মাং দাস্যসি ইতি (কোন্ ঋত্বিকের উদ্দেশে আমাকে দান করিতেছেন ?) দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং (দুইবার তিনবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন)। তং হ উবাচ (পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া পিতা বলিলেন) মৃত্যবে ত্বা দদামি ইতি (তোমাকে মৃত্যুর উদ্দেশে দান করিলাম)।

পূর্ত্ত, দান, হবন, যাগ, যজ্ঞাদি কর্ম্ম সঙ্কল্পসূক্ত-সম্বলিত হইয়া সমন্ত্রক নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু "তোমাকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম"

বাজশ্রবস মুনির ঈদৃশ উক্তি সসঙ্কল্প, সমন্ত্রক বা দান-বিধি-সম্মত উচ্চারিত হয় নাই। মৃত্যুর উদ্দেশে দান,—মৃত্যুর শাসন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত বটে, কিন্তু উক্ত যজ্ঞক্ষেত্রে তিনি নিমন্ত্রণ, মন্ত্র বা আবাহন দ্বারা আহূত হয়েন নাই। সুতরাং পিতার ঈদৃশ দানোক্তি অসঙ্কল্পিত ও ক্রোধমূলক, ইহা নচিকেতা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিংস্বিদ্ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥৫॥

বহূনাম্ প্রথমঃ এমি (পুত্রশিষ্যাদি অনেকের মধ্যে আমি সেবা, জ্ঞানে ও তপস্যায় প্রথম হইয়া থাকি), বহূণাম্ মধ্যমঃ এমি (পুত্রশিষ্যাদি অনেকের মধ্যে আমি সেবা, জ্ঞানে ও তপস্যায় না হয় মধ্যম হই) ; যমস্য কিং স্বিৎ কর্ত্তব্যং (যমের কি প্রয়োজন হইতে পারে) যৎ ময়া অদ্য করিষ্যতি (যাহা তিনি আজ আমার দ্বারা সম্পাদন করিবেন।)

দানের স্বার্থকতা ও সফলতা দানগ্রহীতার দত্তবস্তু গ্রহণে প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে। যে বস্তুর দানগ্রহণে গ্রহীতার কোন প্রয়োজনই সাধিত হয় না, সেই বস্তুর দানে দাতার ঐহিক বা পারত্রিক কোনও ফল লব্ধ হয় না। নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন দান নিষ্ফল। নচিকেতা ভাবিলেন, "আমার দ্বারা যমের কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে? যমের শাসন সর্ব্বত্র; সর্ব্বজীব তাহার আজ্ঞাবহ; তাঁহার কোন প্রয়োজনই আমার অপেক্ষা রাখেনা। পিতা নিশ্চিয়ই ক্রোধপরবশ হইয়া যমোদ্দেশে নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন দানোক্তি করিয়াছেন। আমাকে যমোদ্দেশে পরিত্যাগ করার কি কারণ হইতে পারে? পিতার সেবাপরায়ণ শিষ্যাদির মধ্যে আমারই

স্থান প্রথম। নাই বা হইলাম প্রথম, মধ্যম তো হইতে পারি? আমি তো সেবা, আচার, বিনয়, বিদ্যা ও তপস্যায় কখনও নিকৃষ্ট নই। তবে পিতার ক্রোধের কারণ কি?" অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবকে স্বকৃত ভ্রম দর্শাইলে, সে অজ্ঞান ব্যক্তি ভ্রমমুক্ত হইবে দূরের কথা, অধিকন্তু ভ্রমপ্রদর্শকের উপর জাতক্রোধ হয়। বাজশ্রবস স্বীয় পুত্রের ধৃষ্টতা দেখিয়া কুপিত হইলেন, নিজের প্রমাদ দেখিলেন না,—ক্রোধ-বশে পুত্রকে বলিলেন, "তোমাকে যমোদ্দেশে দান করিলাম।" কিন্তু নচিকেতা এতদূর সরল, উদার ও পবিত্র-হৃদয় যে তিনি নিজের অপরাধ দেখিলেন না,—বুঝিলেন পিতা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ক্রোধের মূল কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন না। বাস্তবিক মানব হৃদয় যখন পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করে, তখন জাগতিক লোকের দোষ, পাপ ও কালিমার প্রতি তাহার দৃষ্টি যায় না। দৃষ্ট বিষয়ের প্রতি তাহার ভাসা ভাসা দৃষ্টি থাকে মাত্র, দৃষ্ট বিষয়ের অন্তর অনুসন্ধান করিবার মত অশুদ্ধতা ও ধৈর্য্য তাহার হৃদয়ে আসে না। তাহার সমদৃষ্টির নিকট সমস্ত উচ্চাবচ, নির্ম্মলবন্ধুর, কুটিল ও ঋজু পদার্থ একই রকমের বলিয়া অনুভূত হয়। দ্রষ্টার পবিত্র হৃদয়ের আশে পাশে ঐ সকল দৃষ্ট বস্তুর আবিলতার কোনও ছায়া পড়িতে পারে না। নচিকেতা ব্রহ্ম-বিবিদিষু; তাঁহার হৃদয় অতি শুদ্ধ। নচিকেতঃ-সদৃশ বিশুদ্ধ ব্যক্তির হৃদয়দর্পণে পরমাত্মস্বরূপ স্বতঃই স্ফুট হইয়া থাকে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুমাত্রেরই তাদৃশ পূতচিত্ত হইয়া পরমাত্মসন্ধানে যাত্রা করিতে হইবে।

অভ্যুদয়প্রেপ্সুই হউন বা ব্রহ্মবিবিদিষুই হউন, যোগসিদ্ধিকাম ব্যক্তি মাত্রেরই সত্যবাক্, ঋতবান্, ধৃতিমান্ ও ধীমান্ হইতে হইবে। সত্যের উপাসনা ব্যতীত মহান্ সত্যকে পাওয়া যায় না। ঋতের অনুষ্ঠান ব্যতীত বৃহৎ ঋতবস্তু লাভ হয় না। ধৃতির উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ব্যতীত

পরম সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। ধীশক্তির উত্তরোত্তর প্রসার ও বিশালতা ব্যতীত চিৎশক্তি প্রসন্না হয়েন না। সত্যসেবী হইয়া আমরা সত্য হইতে সত্যতর এবং সত্যতর হইতে সত্যতম বস্তুতে উপনীত হই। আমরা সত্যপর হইয়া সত্য হইতে মহান্ সত্যে, মহান্ সত্য হইতে মহত্তর সত্যে এবং মহত্তর সত্য হইতে মহত্তম সত্যে উপনীত হইয়া, অবশেষে পরম সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। সত্যসেবার চরম পরমসত্যাত্মস্বরূপ-প্রতিষ্ঠায়। ঐ প্রতিষ্ঠাপিপাসুর কায়বাঙ্‌মনে— সর্ব্বতোভাবে সত্যানুসরণ করিতে হইবে।

যজ্ঞসম্পাদনে—ঋতসাধনে ব্রতী বাজশ্রবস ক্রোধবশে "তোমাকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম" বলিয়াই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। ধৃতিহারা হইয়া তিনি ক্রোধবশবর্ত্তী হইলেন, এবং ক্রোধবশে এমন বাক্ উচ্চারণ করিলেন, যাহার কার্য্যতঃ অনুষ্ঠান দুষ্কর এবং যাহার অননুষ্ঠানে তিনি অসত্যপরায়ণ হইবেন। অধিকন্তু ইহার সম্পাদনে ধৃতির অভাবহেতু তিনি শোকাভিভূত হইবেন। যাহা কার্য্যতঃ সম্পন্ন হউক বলিয়া তিনি ইচ্ছা করিতে পারেন না, তাহাই তিনি কোপবশে পুত্রের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। পুত্র যদি সত্যই যম সমীপে গমন করেন, তবে তিনি অসহ শোকে অভিভূত হইবেন। তিনি আত্মজ্ঞ নহেন যে তিনি শোকের আচ্ছন্নতা নিরাকৃত করিতে পারেন। আবার পুত্রকে যমসন্নিধানে যাইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া তিনি সত্যভ্রষ্ট হইবেন। বাজশ্রবস স্বীয় আসন্ন উভয়তঃ অধোগতি দেখিতে পাইলেন। অপরিহার্য্য অনুশোচনা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল।

সত্যবিচারবিচক্ষণ নচিকেতা পিতার উভয়-সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ স্থির সঙ্কল্প করিলেন, "আমাকে যমসন্নিধানে যাইতেই হইবে।" পিতার পারত্রিক মঙ্গল সাধন তাঁহার সর্ব্বতোভাবে

কর্ত্তব্য। পারলৌকিক বিষয়ে মঙ্গলকাম হইয়া জীব পুত্র কামনা করিয়া থাকে। প্রেতপুরুষেরা তাঁহাদের বংশধরগণের সৎকর্ম্মদ্বারা তৃপ্ত হইয়া উর্দ্ধলোকে গমন করিয়া থাকেন। আমরা অতঃপর দেখিব, নচিকেতা শ্রেষ্ঠ গতি পরা-বিদ্যা লাভ করিয়া, কুলের পবিত্রতা, পিতৃ-লোকের উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নচিকেতা পিতার শ্রেষ্ঠ মঙ্গলসাধন পথ দর্শন করিয়াছিলেন। পিতা যাহাতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত না করেন এবং নিজেও শোকবিমুক্ত হয়েন, তদুদ্দেশ্যে পিতাকে বলিলেন,—

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে।
শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বে (পূর্ব্ববর্ত্তী বেদজ্ঞ ঋষি, পিতৃপিতামহ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ) যথা (যে প্রকারে সত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন) অনুপশ্য (ক্রমে ক্রমে তাহা আলোচনা করুন) তথা (সেই প্রকারে) পরে (পরবর্ত্তী বর্ত্তমান সাধু মহাপুরুষগণ যে ভাবে সত্যানুসন্ধান করেন) প্রতিপশ্য (তাহাও বিচার করুন) মর্ত্ত্যঃ শস্যম্ ইব পচ্যতে (জন্মমরণশীল জীব শস্যের মত বিনাশ পায়) শস্যম্ ইব পুনঃ আজায়তে (আবার শস্যের মত পুনঃ উৎপন্ন হয়)।

পরবর্ত্তী যুগরক্ষক, যুগপ্রবর্ত্তক, জীবপরিত্রাতা পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধপরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার মানসে পঞ্চবিধ উপায়ে উপদেশ করিয়া অর্জ্জুনের আসন্ন শোক নিরাকৃত করিয়াছিলেন। যথা ;—

(১) ক্লীবতা অনার্য্য-আচরিত ধর্ম্ম ও অকীর্ত্তিকর ; তাহা পরিহার করিয়া আর্য্যোচিত ধর্ম্ম—বীরত্বের সেবা বিধেয়।

(২) সংগ্রামে সম্মুখীন হওয়া এবং প্রাণান্তেও পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করাই ক্ষাত্রধর্ম্ম। তাহাতে স্বর্গলোকাদি শ্রেয়ান্ জন্মান্তর ঘটে।

(৩) জন্ম, শৈশব, বাল্য, কৌমার, যৌবন, জরাও মৃত্যু দেহীর দেহের ধর্ম্ম। দেহীর ধর্ম্ম নহে। দেহ বস্ত্রের মত পরিহিত ও পরিত্যক্ত হয়। শোক-দুঃখাদি দ্বন্দ্বানুভব দেহবুদ্ধি হেতু উৎপন্ন হয়। ধীর ব্যক্তি ইহা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া দেহধর্ম্মে অভিভূত হয়েন না।

(৪) দেহী বা আত্মা একমাত্র সত্য, নিত্য, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অজর, অমর, সর্ব্বগ ও সনাতন। তাহার নিষ্কল স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া, অপরাপর নশ্বর বিষয়ে মমত্ব পরিহার করাই জীবের মুখ্য লক্ষ্য।

(৫) যাগযজ্ঞ-পূর্ত্তদান-যুদ্ধাদি ত্রিগুণাত্মক ধর্ম্ম। উহাদের কর্ম্মফল স্বর্লোক প্রাপ্তি। মুমুক্ষু ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্বে যোগযুক্ত হইয়া, কর্ম্মও কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া, স্বত আগত কর্ম্ম সম্পাদন করতঃ ত্রিগুণাতীত ও শোকবিমুক্ত হয়েন এবং যোগপরাকাষ্ঠায় পরমপদে যুক্ত হয়েন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পরমাত্মতত্ত্বে প্রবুদ্ধ করতঃ শোকমুক্ত ও জীবন্মুক্ত অর্জ্জুনের সর্ব্বস্ব আপনার মধ্যে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষাত্রধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। নচিকেতাও পিতাকে দ্বিবিধ বিচারে শোক পরিহার করিতে অনুরোধ করিলেন,—

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী পূজার্হ ঋষিগণ সতত সত্যানুসন্ধানপর থাকিয়া সকল ত্যাগ, ক্লেশ ও কঠোরতা অবলম্বন করিতেন, তথাপি সত্যপথ হইতে তাঁহারা বিভ্রষ্ট হয়েন নাই। সমসাময়িক সাধুগণ ও তদ্রূপ সত্যপরায়ণ; কথনও তাঁহারা সত্যপথ পরিত্যাগ করেন না। সত্যবাক্ হওয়াই সত্যপ্রতিষ্ঠার পন্থা। অতএব আপনার উচ্চারিত যমোদ্দেশে দান কার্য্যতঃ নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয়তঃ দেখুন, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি দেহীর দেহের অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্ম। দেহের নাশোদ্ভবের সহিত দেহীর সম্বন্ধ বস্তুতঃ নাই। দেহী অজ্ঞানহেতু দেহেতে আপন সম্বন্ধ আরোপ করে। অতএব আমি যম সন্নিধানে গমন করিলেও আমার বিন্দুমাত্র হানি হইবে না। আমি চির বিদ্যমান ছিলাম, চির বিদ্যমানই থাকিব। অতএব আমি যমসমীপে গেলে, আপনার কোনও শোকের কারণ হইতে পারে না।

নচিকেতা আত্মবিবিদিষু বটেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ; সুতরাং তিনি আত্মার শুদ্ধ-ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপন্ন করিয়া আত্মবিজ্ঞানোপদেশের কথা উত্থাপন করেন নাই। অধিকন্তু বেদক্রিয়াকাণ্ডপরায়ণ অভ্যুদয়কাম বাজশ্রবসের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার কথা উপস্থাপিত করা বিফল। সুতরাং উপর্য্যুক্ত দ্বিবিধ বিচার দ্বারা পিতার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনার বিধান করিয়া, নচিকেতা যমের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

যম সর্ব্বপ্রাণনিয়ন্তা। যম জীবের শুক্লা-কৃষ্ণা-গতির নির্ব্বাহক, কর্ম্মফলদাতা এবং কর্ম্মানুবন্ধি-জন্মান্তর-বিধাতা। যম কালাত্মাভিমানী বা কর্ম্মফলবিধাত্রভিমানী; তিনি মুক্ত আত্মা নহেন। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জীবাত্মা যমাধিকার প্রাপ্ত হয়েন। অনিত্য-লোক-পিপাসু হইয়া, অনিত্য দ্রব্যযজ্ঞের দ্বারা অমুক্ত আত্মা কালাত্মা হয়েন, আবার কর্ম্মান্তে ভিন্ন লোকে গমন করেন। (৩৯ শ মন্ত্র) যম সংযমনকারীদের মধ্যে প্রধান এবং তাহাদের গতিবিধায়ক। জীবের সহিত যমের কোথায় সাক্ষাৎকার ঘটে? জীবের প্রাণশক্তি যখন কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া মনের সহিত হৃদয়পুণ্ডরীকে আত্মানুসন্ধানপর হয় এবং আত্মা আপন বন্ধনে সচকিত হইয়া, আপন অমুক্ত অবস্থার চিন্তায় ব্যথিত হইয়া, হৃদয় আকাশ ভিন্ন করিয়া,

বাহিরের মুক্ত আকাশে ব্যাপ্ত আপন স্বরূপ সন্ধানে ধাবিত হইতে চায়, তখন জীবের জীবাত্মবোধ ও মুক্তস্বরূপজ্ঞানের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। দেহ তাহার ইন্দ্রিয়চিত ভোগাভিলাষ লইয়া মুমুক্ষু জীবকে আপন শৃঙ্খলাগারে আবদ্ধ রাখিতে চায় এবং আত্মা বিবেকসম্পন্ন হইয়া সে শৃঙ্খল কর্ত্তনে কৃতচেষ্ট হয়। মুমুক্ষু আত্মাই যখন বিজয়ী রূপে দেহকে পশ্চাতে ফেলিয়া প্রস্থানপর হয়, তখন গতিনিয়ামক যম তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়েন। তিনি ঐ মুক্তিকাম জীবের কর্ম্মানুগতিক ফলাফল এবং তাহার ভোগ ঐ মুক্তিকাম জীবের সম্মুখে স্থাপন করেন। যমের নিয়মনে জীব কর্ম্মফল-ভার লইয়া ভিন্ন জন্মে বা ভিন্ন লোকে প্রস্থান করে। যে জীবের কর্ম্ম-বন্ধন নাই, যে জীব আপন নিষ্কল জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াছে, যম তাহার পথ ছাড়িয়া দেন ; জীব পরমাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধারণতঃ প্রাণবায়ু যখন দেহত্যাগোন্মুখ হয়, তখনই যম জীবাত্মার সন্মুখে আবির্ভাব হয়েন। কিন্তু যোগী দেহে অবস্থান করিয়াও আত্ম-সমাহিত অবস্থায়, দেহবুদ্ধিবিবর্জ্জিত হইয়া যমের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। উক্ত অবস্থায় দেহমধ্যে বিশেষতঃ হৃদাকাশে দেহাত্ম-বুদ্ধি ও দেহবিমুক্তি এই দুইয়ের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলিতে থাকে। জীবের তদবস্থায় যম আবির্ভূত হইয়া, জীবের জ্ঞানপথ প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়ান। জীবের কর্ম্মফলে প্রসন্ন না হইলে যম সত্য আত্মজ্ঞান জীবের নিকট প্রকাশ করেন না। একনিষ্ঠ, ধ্যানপর ও বিষয়নির্ম্মম যোগী আপন অশুদ্ধাবরণ একে একে অপসারণ করিয়া যমের প্রসন্নতা সম্পাদন করতঃ জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করেন। যোগী আত্মস্বরূপ চিন্তন দ্বারা, চিত্তবিশুদ্ধির দ্বারা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসানিষ্ঠার দ্বারা আপন হৃদাকাশে অজ্ঞানাবরণকবাটে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করেন, যেমন,—

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ তেজো। যৎতে রূপং কল্যাণতমং তত্তে
পশ্যামি, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥
ঈশোপনিষৎ ॥১৬॥

হে জগৎপোষক! হে একগতিকালরূপিন্! হে সর্ব্বসংযমকারিন্! হে আকর্ষক! হে সূর্য্যরূপিন্! তোমার আবরক রশ্মি অপসারণ কর; তোমার তেজ সঙ্কুচিত কর। তোমার প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিতে চাই। তুমি যাঁহাকে আবরণ করিয়া দাঁড়াইয়াছ, সেই আমি।

নচিকেতা ঈদৃশ যমের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। নচিকেতা যম সাক্ষাৎকার মানসে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, নিবিড় অরণ্যানীতে প্রবেশ করতঃ, জনমানবগতাগতবিহীন, প্রাণিকোলাহল-বিবর্জ্জিত, নিবাত, নিষ্কম্প বনভাগে যোগাসন রচনা করিলেন। যোগাসনোপবিষ্ট হইয়া, নচিকেতা ইন্দ্রিয়গ্রাম ব্যাবৃত্ত করতঃ আপন হৃৎ-পুণ্ডরীকে আপনার স্বরূপধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। চিন্তাধারা সংযত হইয়া আসিল, ক্রমে একমুখী চিন্তাধারার সহিত প্রাণ সুনিয়ত ও সমপ্রবাহ হইয়া চলাচল করিতে লাগিল। সমপ্রবাহ প্রাণের এবং হৃদাকাশে ধ্বনিত ওঁকার বীজের চিৎসাগরে পুনঃ পুনঃ আঘাতে চিৎসাগরে সুপ্ত জীবাত্মা প্রবুদ্ধ হইয়া প্রাণের সহিত সমগতিতে উর্দ্ধগ হইয়া ধাবিত হইল। জীবাত্মা প্রবুদ্ধ হইয়াই জানিতে পারে, স্বীয় সত্য ও নির্ম্মল স্বরূপ উর্দ্ধে সহস্রদলে সর্ব্বগ ও সর্ব্বব্যাপক নিত্যত্বে বিরাজ করিতেছেন। ঐ বিশুদ্ধ-আত্মস্বরূপলাভপিপাসায় বিপুল প্রেমাবেগে স্ফীত হইয়া জীবাত্মা ক্রমশঃ তৎস্বরূপসান্নিধ্যের প্রতি ধাবিত হয়। নচিকেতা ঈদৃশ প্রাণময় কোষে আরোহণ করিয়া, ক্রমে মনোময় কোষ

অতিক্রম করতঃ, ভ্রূমণ্ডলে বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থিত হইয়া যমসন্দর্শন লাভ করিলেন। ব্রহ্মবিদ্যাবরক যম ব্রহ্মজ্ঞানপন্থা উন্মুক্ত করিলে, নচিকেতা ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এইভাবে তিন দিন, তিন রাত্রি যোগাসনে অবস্থান করিয়া নচিকেতা তৃতীয় দিবস নিশাভাগে যমসাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। নচিকেতার যোগনিষ্ঠায় অন্যান্য দেবতাগণ প্রীত হইয়া যমকে বলিতে লাগিলেন ;—

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথি র্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি, হর বৈবস্বতোদকম্॥ ৭॥

ব্রাহ্মণঃ অতিথিঃ (ব্রাহ্মণ অতিথি) বৈশ্বানরঃ (অগ্নির ন্যায় দাহক হইয়া) গৃহান্ প্রবিশন্তি (অন্যের গৃহে প্রবেশ করেন)। তস্য এতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি (সাধু গৃহস্থগণ পাদ্যার্ঘাদির দ্বারা তাঁহার এরূপ শান্তির বিধান করেন) বৈবস্বত (হে যমরাজ) উদকং হর (এই ব্রাহ্মণ নচিকেতার প্রীত্যর্থে শান্তিবারি আনয়ন কর)।

ব্রাহ্মণের ক্ষুৎ-পিপাসা অতীব তীব্র, অতীব দহনকারী এবং পার্থিব আহরণে অতৃপ্য। সে ক্ষুৎ-পিপাসার গভীরতা অনেক এবং তাহার আন্দোলন বিপুল ব্যাকুলতাপূর্ণ। তাহার পরিণতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় এবং পরিসমাপ্তি ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ-প্রতিষ্ঠায়। বস্তুতঃ কেবল ঐ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তিতেই ব্রাহ্মণের ক্ষুৎপিপাসার পরিনিবৃত্তি হয়। যে পিপাসা যথার্থই প্রবল, তাহা অকিঞ্চিৎকর পার্থিব বারিতে তৃপ্ত হয় না ; পিপাসা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া ব্রহ্মবিবিদিষায় পরিণত হয়। সত্য বলিতে কি, তীব্র ক্ষুধায় পীড়িত না হইলে আত্মস্বরূপপ্রাপ্তি ঘটেনা। ক্ষীণ ক্ষুৎপিপাসা, ক্ষীণ ব্যাকুলতা লইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসার চেষ্টা বৃথা। ইন্দ্রিয়চয়ের অস্তিত্ব-নিঃশোষণকারী দেহাত্মবোধ-বিলোপকারী তীব্র-

দাহী ক্ষুৎপিপাসায় যখন জীব পাগলপ্রায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, পিপাসায় যখন তাহার বক্ষ দগ্ধ হয়, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসে, তখনই তাহার তৃপ্তির জন্য পরমামৃত সিঞ্চিত হয়। ব্রহ্মবিবিদিষুর চাই ব্রাহ্মণের ন্যায় পার্থিবভোগে অতৃপ্য ক্ষুৎ-পিপাসা। দেহাভিমানী ব্রাহ্মণ যখন গৃহস্থভবনে আগত হয়, তখন গৃহস্থ তাহার পার্থিব ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জন্য পার্থিব আহরণ যোগাইয়া তাহার তৃপ্তি সাধন করে। কিন্তু দেহবোধ-বিবর্জ্জিত, মুক্ত-প্রাণবায়ু-আলম্বী, তীব্রদহন-ক্ষুৎপিপাসা-তাড়িত নচিকেতার ন্যায় ব্রাহ্মণ অতিথির তৃপ্তিসাধন হইতে পারে একমাত্র পরমানন্দ-বারি-সিঞ্চনে।

দেবতাগণ জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিষ্ঠাতা, সৃষ্টিস্থিতি-লয়বশ জগতের বিভিন্ন কার্য্যের আজ্ঞাবহ অনুষ্ঠাতা (১১২তম মন্ত্র) ; যথা:—তেজ ও মুখের অধিষ্ঠাতা অগ্নি, মেঘ ও বাহুর অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র ইত্যাদি। তাঁহারা মর্ত্ত্যবাসীদের দান তর্পণ-তপঃ-উপাসনা-যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা তৃপ্ত ও তুষ্ট হইয়া, জীবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত থাকেন। মর্ত্তগণ দীর্ঘায়ু ও সুখী হইয়া দেবগণের তর্পণ করুক, ইহাই দেবগণের অভিপ্রেত। তাঁহারা কখনও চাহেন না যে, মর্ত্তগণের অধোগতি হউক, অথবা তাহারা মর্ত্তজীবস্বভাব হইতে মুক্ত হইয়া দেবত্ব, অথবা জীবস্বভাব হইতে চিরমুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হউক। কারণ উভয়তঃই দেবগণের ক্ষতি সাধিত হয়। মর্ত্তগণের তর্পণেই দেবগণের দেবত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং নচিকেতার দেহ ত্যাগ অথবা ঊর্দ্ধগতি উভয়ই ত্রিদিববাসীদের অনভিপ্রেত ছিল। দেবগণ নচিকেতার অদ্ভুত তপঃশক্তি লক্ষ্য করিয়া, আপনাদের আশু হানি আশঙ্কা করতঃ যমরাজকে অনুরোধ করিলেন, "যমরাজ, সত্বর তুমি নচিকেতার তৃপ্তি সাধন কর।" দেবতাগণ আরও বলিলেন :—

আশা-প্রতীক্ষে সঙ্গতং স্নূনৃতাঞ্চ
ইষ্টা-পূর্ত্তে পুত্র-পশূংশ্চ সর্ব্বান্।
এতদ্ বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥৮॥

ব্রাহ্মণঃ অনশ্নন্ যস্য গৃহে বসতি (ব্রাহ্মণ যাহার গৃহে অনাহারে অবস্থান করে) অল্পমেধসঃ পুরুষস্য (সেই অল্পবুদ্ধি গৃহীর) আশা-প্রতীক্ষে (আশা—অপরিজ্ঞাত ধনরত্নাদি প্রাপ্তির বাসনা, প্রতীক্ষা—জ্ঞাত ও প্রাপ্য বস্তু প্রাপ্তির বাসনা) সঙ্গতং (সজ্জনসঙ্গফল) স্নূনৃতাংচ (মঙ্গল বার্ত্তা) ইষ্টাপূর্ত্তে (যজ্ঞাদিকর্ম্মফল এবং পূর্ত্তকর্ম্মফল) সর্ব্বান্ পুত্র-পশূন্ (সকল পুত্রপৌত্রাদি, গো, অশ্ব গজাদি) এতৎ বৃঙ্‌ক্তে (এই সকল নষ্ট হইয়া যায়)।

পার্থিব গৃহী যদি আগত অতিথির পূজা সৎকারাদির দ্বারা স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন না করে, তবে তাহার ধর্ম্মপথে অনেক প্রত্যবায় ঘটে। অতিথি ব্রাহ্মণ হইলে আরও অধিক ক্ষতিকর। কারণ ব্রাহ্মণের মনোবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি প্রবল। তপস্যাতপ্ত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের ইচ্ছা একদিন না একদিন কার্য্যে পরিণত হইবেই। প্রত্যাখ্যাত অতিথি ব্রাহ্মণের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নানা অনিষ্টকর অদৃশ্য দৈবশক্তি ধারণ করিয়া, সৎকারবিমুখ গৃহীর কৃত পুণ্যরাশির ফলাফলের উপর প্রতিকূল ক্রিয়া করিয়া থাকে। দেবতাগণ যমরাজকে তাহা স্মরণ করাইয়া নচিকেতার সৎকার-সন্তোষবিধানার্থ উপদেশ করিলেন। দেবগণ-প্রেরিত যমরাজ নচিকেতার সমীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন, নচিকেতা সমাধিস্থ এবং বিজ্ঞানময়কোষারূঢ় হইয়া পরবর্ত্তী রাজ্যের অনুসন্ধানে তীব্রব্যাকুলতাসম্পন্ন। যম তদ্দৃষ্টে বিস্মিত ও তুষ্ট হইয়া বলিলেন ;—

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসী র্গৃহে মে
ঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্, স্বস্তি মেঽস্তু,
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥ ৯ ॥

হে ব্রহ্মন্! নমস্যঃ অতিথিঃ (ত্বম্) যৎ মে গৃহে তিস্রঃ রাত্রীঃ অনশ্নন্ অবাৎসীঃ (হে ব্রাহ্মণ, তুমি পূজার্হ অতিথি, যেহেতু তুমি আমার গৃহে তিন রাত্রি অনাহারে বাস করিয়াছ); তস্মাৎ হে ব্রহ্মন্! তে নমোঽস্তু (সেই হেতু হে ব্রাহ্মণ! তোমাকে অভিবাদন করি)। মে স্বস্তি অস্তু (আমার মঙ্গল হউক)। প্রতিত্রীন্ (প্রতি তিন রাত্রির জন্য) বরান্ বৃণীষ্ব (এক একটী বর প্রার্থনা কর)।

সমাহিত মনের অদ্ভুত শক্তি। মনোময় কোষে আত্মার সহিত যুক্ত, ধ্যাননিষ্ঠ ও একাগ্র হইয়া মন অত্যদ্ভুত ক্রিয়াশক্তি সঞ্চয় করিয়া, অত্যদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে। ইহাকেই বলা হয় বিভূতি বা আধ্যাত্মিক শক্তি। অণিমা-লঘিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য বা বিভূতির বলে মানসিক শক্তিসম্পন্ন যোগিগণ নানা অত্যদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করেন। ইহা ভাগবত শক্তি নহে; মনের বিভূতি। আত্মজ্ঞানপিপাসু সাধনপরায়ণ যোগিগণেরও এই শক্তি অযাচিত ভাবেই আয়ত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তর কালে পরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে এই আধ্যাত্মিক শক্তি অতীব হানিজনক বলিয়া, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ যোগিগণ তাহা নিষ্ঠার সহিত পরিহার করিয়া, লক্ষ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। ঈদৃশ শক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগিগণকে পথভ্রষ্ট ও অধোগামী করিয়াছে—ইহাই ইতিহাস, ও পুরাণে দৃষ্ট হয়। জগত্তারণ অবতার ও অবতারকল্প মহাপুরুষগণ

ইহা সতত বর্জ্জন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। জাগতিক বিষয়চয় স্থূল জগতের জীববন্ধন। অষ্টৈশ্বর্য্য সূক্ষ্ম জগতের জীববন্ধন। সূক্ষ্ম জগতের বন্ধন স্থূল জগতের বন্ধনের চেয়ে কঠিনতর। প্রাজ্ঞগণ ইহা জানিয়া সতত সতর্ক পথে বিচরণ করেন।

ত্রিরাত্রি ধ্যানাবিষ্ট নচিকেতার করতলে তাদৃশী আধ্যাত্মিক শক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। আধ্যাত্মিক জগতে উন্নীত হইয়া তিনি দেখিলেন, তথায়ও অনন্ত ভোগৈশ্বর্য্যময় সূক্ষ্ম জগৎ পড়িয়া আছে জীবের কর্ম্মফল ভোগের জন্য,—জীবের মুক্তিপ্রয়াস ব্যর্থ করিবার জন্য। কিন্তু প্রলোভনময় এই সূক্ষ্ম জগতের অন্তরালে ত্যাগপথে প্রবুদ্ধ ও সমাহিত আত্মচৈতন্যের অমৃতজগতে পৌছিবার পথ বর্ত্তমান আছে, তাহাও নচিকেতা দেখিলেন। নচিকেতা ঈদৃশ বিভূতি লাভ করিয়া তিনটি অভীষ্ট পূরণ করিয়া লইবেন। প্রথমতঃ পিতার সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন, দ্বিতীয়তঃ বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ডবিহিত, তাঁহার দ্বারা অননুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদির মর্ম্ম ও ফলাফল জ্ঞাত হওয়া; এবং তৃতীয়তঃ তাহার পরম লক্ষ্য ব্রহ্মবিদ্যালাভ। যম বরদরূপে উপস্থিত হইলে, তিনি প্রার্থনা করিলেন ;—

শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্
বীতমন্যু র্গৌতমো মাভি মৃত্যো।
ত্বৎ প্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতঃ
এতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

হে মৃত্যো (হে যম) গৌতমঃ (আমার পিতা গৌতম) শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনাঃ মা অভি বীতমন্যুঃ (দুশ্চিন্তাশূন্য, প্রসন্নচিত্ত ও আমার প্রতি কোপশূন্য হইয়া), যথা স্যাৎ প্রতীতঃ (আমিই যে নচিকেতা তাহা যেন

জানিতে পারেন) ত্বং প্রসৃষ্টং মা অভি যথা বদেৎ (আপনার নিকট হইতে আমি প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তিনি যেন আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলেন।) ত্রয়াণাং এতৎ প্রথমং বরং বৃণে (তিনটির মধ্যে এইটী আমি প্রথম বর চাই)

শোকসন্তপ্ত পিতা পুত্রের জন্য ব্যাকুল চিত্তে স্বগৃহে অবস্থান করিতেছেন। পিতার ব্যাকুল ইচ্ছা তাঁহার যোগপথে অন্তরায়স্বরূপে দাঁড়াইয়াছে। শোকদুঃখাভিভবহেতু পিতার অধোগতির আশঙ্কা ও বর্ত্তমান, সুতরাং তৎসমস্ত দূরীভূত করিবার মানসে তিনি পিতার কুশলাবস্থান বরস্বরূপ প্রার্থনা করিলেন।

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীতঃ
ঔদ্দালকি রারুণি র্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শায়িতা বীতমন্যু-
স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ॥১১॥

ঔদ্দালকিঃ আরুণিঃ (উদ্দালকবংশোদ্ভব অরুণতনয় বাজশ্রবস) পুরস্তাৎ যথা প্রতীতঃ (পূর্ব্বে যেমন তোমার প্রতি স্নেহবান্ ছিল), মৎপ্রসৃষ্টঃ (আমার নির্দ্দেশে সে) মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং ত্বাং দদৃশিবান্ (আমার কবল হইতে তোমাকে মুক্ত দেখিয়া) বীতমন্যুঃ ভবিতা (কোপশূন্য হইবেন)। রাত্রীঃ সুখং শায়িতা (তিনি নিরুদ্বেগে রাত্রি যাপন করিবেন।)

নাচিকেতা পিতৃপরিসান্ত্বনারূপ বর প্রাপ্ত হইলেন।

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি,
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।

উভে তীর্ত্বা অশনায়া-পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥১২॥

স্বর্গে লোকে কিঞ্চন ভয়ং ন অস্তি (স্বর্গলোকে কোন রকম ভয় নাই) তত্র ত্বং ন (সেখানে তোমার প্রভাব নাই) ন জরয়া বিভেতি (সেখানে জরা-বার্দ্ধক হইতেও কেহ ভয় পায় না)। উভে অশনায়া-পিপাসে তীর্ত্বা (ক্ষুৎ পিপাসা উভয়ই অতিক্রম করিয়া) শোকাতিগঃ (শোক-দুঃখাতীত হইয়া) স্বর্গলোকে মোদতে (স্বর্গপ্রয়াণকারী স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করে)।

সত্বমগ্নিꣳ স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো,
প্রব্রূহি তꣳ শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে,
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥১৩॥

মৃত্যো সঃ ত্বং স্বর্গ্যম্ অগ্নিং অধ্যেষি (হে মৃত্যো! আপনি সেই স্বর্গসাধন অগ্নির তত্ত্ব অবগত আছেন।)। ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্ প্রব্রূহি (শ্রদ্ধাবান্ আমাকে তাহা বিশেষ করিয়া বলুন)। স্বর্গলোকাঃ অমৃতত্বং ভজন্তে (স্বর্গে অবস্থিত দেবগণ অমৃতত্ব ভোগ করেন)। এতৎ দ্বিতীয়েন বরেণ বৃণে (দ্বিতীয় বরে আমি ইহা প্রার্থনা করি)।

বেদবিহিত ক্রিয়াকাণ্ডাদির অনুষ্ঠান করতঃ, কর্ম্মফল ভোগ ও কর্ম্মক্ষয় করিয়া, অনন্তর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইতে হয়। ইহাই আগমব্যবস্থা। নচিকেতা যোগারূঢ় হইয়া ক্রমশঃই ঊর্দ্ধপথে আরোহণ করিতেছেন। যদি তিনি পরমব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চান, তবে তাঁহাকে যোগপথের অন্তরায় কর্ম্ম ও কর্ম্মফলরাশির অবসান করিয়া যাইতে হইবে। নচিকেতা দেখিলেন, বিজ্ঞানময় রাজ্যে উপনীত

হইয়া যাগ, যজ্ঞ, তৎসাধনসহায় অগ্নি ও অগ্নিতত্ত্ব এবং তদনুষ্ঠানের ফল দেব-লোক, ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি জ্ঞাত হওয়া যায়। ভ্রূসন্ধিতে জ্ঞানাগ্নি সতত প্রজ্বলিত। যোগিগণ জীবৎকালে তথায় স্বর্গীয় আনন্দ, জ্ঞান ও জ্যোতিঃ লাভ করেন এবং দেহপাতে দেবলোক, ইন্দ্রলোক ইত্যাদি, অবশেষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করেন। ঐ সকল বিজ্ঞানময় লোকের আধ্যাত্মিক অগ্নির গতি প্রাপ্ত হইবার মানসেই ঋষিগণ ঐহিক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। নচিকেতার ঐহিক অগ্নিসাধন আবশ্যক হইল না। জ্ঞানরাজ্যে যে অগ্নি প্রজ্বলিত, উহাই পার্থিব অগ্নির মূল কারণ। ঐ আধ্যাত্মিক অগ্নি স্বর্গলোকপ্রাপক। স্বর্গলোক সূক্ষ্ম অহংবুদ্ধ আধ্যাত্মিক শক্তিবিশিষ্ট অমুক্ত আত্মার বিচরণভূমি। ব্রহ্মলোক, শিবলোক সত্যলোক, তপোলোক, ইন্দ্রলোক, প্রভৃতি এক এক স্তরের স্বর্গভূমি—বিভিন্নকামনাভূত এবং বিভিন্নকামনাবিশিষ্ট জীবগণের প্রয়াণস্থান। দেবলোকে প্রস্থিত জীবগণের ভোগাবসানে আবার পতন হয়। ঐ স্বর্গলোকের দেয় সুখ মর্ত্ত্যসুখ হইতে স্থায়িতর বলিয়া অমৃত নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা পরানন্দ নহে।

প্র তে ব্রবীমি, তদু মে নিবোধ,
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্ ॥১৪॥

নচিকেতঃ স্বর্গ্যম্ অগ্নিং প্রজানন্ তে প্রব্রবীমি (হে নচিকেতঃ, স্বর্গসাধন অগ্নিতত্ত্ব বিশেষ অবগত হইয়া তোমাকে বলিতেছি)। ত্বম্ বিদ্ধি (তুমি জানিও) এতং অনন্তলোকাপ্তিম্ অথ প্রতিষ্ঠাং

গুহায়াং নিহিতম্ ।(এই দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বর্গলোক প্রাপ্তিকারণ, সর্ব্বলোকস্থিতিকারণ অগ্নি প্রাণিহৃদয়গুহায় নিহিত)।

ঐ স্বর্গলোকপ্রাপক অগ্নি দ্যুলোক ভূলোক সর্ব্বলোকে তেজোরূপে পরিব্যাপ্ত। জীবের জীবদেহে হৃদয়গুহায় উহা নিহিত। ঐ হৃদয়-নিহিত অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া, তাহার দীপ্তশিখায় আরোহণ করিয়া জীব ব্রহ্মলোকাদিতে প্রস্থান করিতে পারে। ঐ অগ্নিই সকল সৃষ্টির আদি-কারণ। নিষ্কল পরব্রহ্ম সৃষ্টিকাম হইয়া যখন তপস্যারত হয়েন, সর্ব্বপ্রথম তেজোময় ব্রহ্মলোক সৃষ্ট হয়। ব্রহ্মলোক হইতে অন্যান্য লোকসমূহের উৎপত্তি। নচিকেতা হৃন্নিহিত অগ্নির সাধনায় অদ্য ব্রহ্মলোকপ্রাপক অগ্নিতত্ত্ব অধিগত করিলেন। হৃদয়ের অগ্নিই সাধন-সহায়। ঐ অগ্নিতে আত্মার আহুতি দিয়া, জীবাত্মা বিশুদ্ধ ও বাসনাবিমুক্ত স্বরূপের নির্ম্মল জ্যোতিঃ-পথে আরোহণ করিয়া, জ্যোতির্ম্ময় লোকের অগ্নি বা জ্যোতির সন্নিহিত হয়। বহিঃ হোমকুণ্ড অন্তর হোমকুণ্ডের বিগ্রহমাত্র। ঐ জ্যোতির্ম্ময়জগতের অতীতে যে নিষ্কল সর্ব্বদ্যোতক সর্ব্বাবভাসক জ্ঞানানন্দ জ্যোতিঃ, উহাই সর্ব্বজীবের চিরানন্দ ধাম।

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত-
মথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥১৫॥

তস্মৈ লোকাদিং তম্ অগ্নিং উবাচ (যম তাহাকে সেই জগৎ-কারণীভূত অগ্নিতত্ত্ব উপদেশ করিলেন) যাঃ যাবতীঃ বা ইষ্টকাঃ যথা বা (যে রকম যতগুলি ইষ্টক যজ্ঞস্থান নির্ম্মাণার্থ আবশ্যক এবং

যে ভাবে অগ্নি চয়ন করিতে হইবে, তাহাও উপদেশ করিলেন) সঃ চ অপি তৎ যথোক্তং প্রত্যবদৎ (নচিকেতা ও সে উপদেশ-বাক্য যথাযথ পুনরাবৃত্তি করিলেন)। অথ মৃত্যুঃ তুষ্টঃ পুনঃ এব আহ (তারপর যম তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন)।

যজ্ঞবেদিকা নির্ম্মাণের জন্য যে আকারের যতসংখ্যক ইষ্টকের প্রয়োজন, বেদিকার আকৃতি ত্রিভুজ কি চতুর্ভুজ বা অন্য রকম হইবে, ঐ বেদিকার ভুজপরিমাণ, উচ্চতা, প্রভৃতি বিচারের জ্ঞান নচিকেতা লাভ করিলেন। ঐ জ্ঞান সম্যক্ অধিগম করিয়া তিনি পুনরাবৃত্তি করিলেন। নচিকেতা মেধা ও মনঃশক্তির অত্যুৎকর্ষফলে আর একটী বর লাভ করিলেন। যথা ;—

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ,
সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬ ॥

মহাত্মা প্রীয়মাণঃ তং অব্রবীৎ (মহাত্মা যম প্রীত হইয়া নচিকেতাকে কহিলেন), ইহ এব অদ্য তব ভূয়ঃ বরং দদামি (এখানেই অদ্য তোমাকে পুনরায় অন্য এক বর দিতেছি); অয়ং অগ্নিঃ তব এব নাম্না ভবিতা (এই অগ্নি তোমারই নামে খ্যাত হইবে), ইমাং অনেকরূপাং সৃঙ্কাং চ গৃহাণ (এই বহু ফলপ্রদ কর্ম্মবিদ্যা গ্রহণ কর)।

নচিকেতা মেধাবলে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া তদতীত পরাবিদ্যার অধিকারী হইতেছেন। নচিকেতার তপোবল, ত্যাগ ও একনিষ্ঠার গৌরবার্থ পরবর্ত্তী ঋষিগণ অগ্নিকে নাচিকেত আখ্যা দিয়াছিলেন।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভি রেত্য সন্ধিং
ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ।
ব্রহ্মজ-জ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥

ত্রিভিঃ (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র, এই তিনের সহায়তায়) ত্রিণাচিকেতঃ (যিনি প্রথমতঃ পরম অগ্নিতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এবং তৃতীয়তঃ তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়াছেন)। সন্ধিং এত্য ত্রিকর্ম্মকৃৎ (ভ্রূসন্ধিতে জীবাত্মাকে স্থাপন করতঃ তথায় অধিগম্য প্রাণাগ্নি তত্ত্ব জানিয়াছেন, তৎসম্বন্ধীয় বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং ঐ অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন তিনি)ইড্যং ব্রহ্মজ্ঞ-জ্ঞং দেবং বিদিত্বা(স্তবনীয় হিরণ্যগর্ভস্থ জ্যোতিষ্মান্ আত্মপুরুষকে অবগত হইয়া) নিচায্য (বিদিত হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে আত্মস্বরূপে জ্ঞাত হইয়া) ইমাং শান্তিং অত্যন্তং এতি (উপলব্ধিভূত শান্তি অতিশয়রূপে প্রাপ্ত হয়েন)।

যিনি আয়ত্ত বিশুদ্ধ প্রাণকে উর্দ্ধে ভ্রূসন্ধিতে স্থাপিত করিয়া, তত্রস্থ প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নিতে সতত আত্মাহুতি প্রদান করেন, তিনি হিরণ্য-গর্ভস্থ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে অবগত হয়েন এবং ঐ জ্যোতিষ্মান্ পুরুষই জীবাত্মার স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হয়েন। জ্ঞেয় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের উপাসনা করিয়া জ্ঞাতা জীবাত্মা অতুল আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করেন। আত্মপুরুষ হৃদয়ে অনুভূত হইবামাত্রই অব্যক্ত আনন্দ প্রবাহ বহিতে থাকে। আত্মানুভূতি যতই উর্দ্ধগ হয়, ততই আনন্দ-তরঙ্গ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। ভ্রূসন্ধিতে অনুভূত আত্মপুরুষের প্রসাদে অতুল-জ্যোতিঃ-ছটা বিচ্ছুরিত হয়, যুগপৎ

আনন্দবন্যার প্রবাহ ঘটে। ঈদৃশ কর্ম্মকুশল জীবাত্মা অতুল চিত্ত-প্রশান্তি লাভ করেন।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাঙ্‌শ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥১৮॥

ত্রিণাচিকেতঃ (পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ে অগ্নির উপাসক) এতৎ ত্রয়ং বিদিত্বা (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র এই তিনের বিধি অবগত হইয়া) এবং যঃ বিদ্বান্ (ঈদৃশ প্রাজ্ঞ যে ব্যক্তি) নাচিকেতং চিনুতে (ধ্যানসমাধিতে অগ্নিকে লাভ করেন)। স পুরতঃ মৃত্যুপাশান্ প্রণোদ্য (তিনি দেহবসানের পূর্ব্বে জরামৃত্যু প্রভৃতি অজ্ঞানবন্ধন পরিহার করিয়া), শোকাতিগঃ (শোকরহিত বিরাট পুরুষকে আত্মস্বরূপে জ্ঞাত হইয়া) স্বর্গলোকে মোদতে (স্বর্গসুখাবহ আনন্দ অনুভব করেন)।

শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছভাবে যোগাভ্যাস করিলে, যোগারোহণ সম্ভব হয় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র এই তিনের অনুশাসন জ্ঞাত হইয়া ও অনুসরণ করিয়া সাধন পথে চলিতে হয়। তাদৃশ পন্থায় সিদ্ধ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জন্মমৃত্যুজরাভয়-বিমুক্ত হইয়া, দেহ ধারণ করিয়াও অতুলানন্দের অধিকারী হয়েন।

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো।
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥১৯॥

হে নচিকেতঃ তে এষঃ স্বর্গ্যঃঅগ্নিঃ যং দ্বিতীয়েন বরেণ অবৃণীথাঃ (হে

নচিকেতঃ, তুমি দ্বিতীয় বরে যাহা চাহিয়াছিলে, এই সেই স্বর্গলোকসাধন অগ্নিতত্ত্ব তোমাকে প্রদত্ত হইল।) জনাসঃ এতং অগ্নিং তব এব (নাম্না) প্রবক্ষ্যন্তি (জনগণ তোমারই নামে অগ্নিকে নাচিকেত বলিবে)। হে নচিকেতঃ তৃতীয়ং বরং বৃণীষ্ব (হে নচিকেতঃ, অধুনা তৃতীয় বর প্রার্থনা কর)।

নচিকেতা অগ্নিতত্ত্ব অধিগম করিয়া দেবাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কিঞ্চিৎ ইচ্ছা বলেই এখন দেবলোকসমুদ্রে আত্মবিস্মৃত হইতে পারেন। দেবতাগণও কামনাবশে স্বর্গসুখে প্রলুব্ধ হইয়া দেবলোকে ভোগ্যরাশির মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া স্ব স্ব কাজ করিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত-ক্ষুৎ-পিপাসাসম্পন্ন ব্রহ্মবিবিদিষু নচিকেতা স্বর্গসুখৈশ্বর্য্যের পূর্ণ অধিকার পাইয়াও, তাহাতে বিন্দুমাত্র প্রলুব্ধ হইলেন না, বরং অধিকতর শক্তিসম্পন্ন ও দৃঢ়তর হইয়া, ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় আত্মনিয়োগ করিলেন; ইহা আমরা পরবর্ত্তী মন্ত্রেই দেখিব। সাধনমার্গে অচল-প্রতিষ্ঠ হইয়া অগ্রসর না হইতে পারিলে, যোগপথের উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত চিত্তাকর্ষক ভোগরাশির প্রলোভনে বিজড়িত হইয়া, যোগীকে পথভ্রষ্ট হইতে হয়। এই কারণেই দেবগণের উদ্ভব। কিন্তু ধীসম্পন্ন ও একনিষ্ঠ যোগিবর্গের সমক্ষে পরমলভ্য ব্রহ্মবিদ্যা চরমগতি বলিয়া পূর্ণ বিকশিত থাকে। তাঁহারা অবিচল গতিতে সেই লক্ষ্যে ধাবিত হয়েন।

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্ট স্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥২০॥

মনুষ্যে প্রেতে (প্রাণিগণের দেহত্যাগের পর) যা ইয়ং বিচিকিৎসা

(এই যে সংশয় বিদ্যমান) অয়ং অস্তি ইতি একে (এক পক্ষ বলে আত্মা আছেন) অয়ং নাস্তি ইতি চ একে (অপর পক্ষ বলে, আত্মা বলিয়া কিছুই নাই) অহং ত্বয়া অনুশিষ্টঃ (আমি আপনার উপদেশ লাভ করিয়া), এতদ্ বিদ্যাম্ (ইহা জানিব)। বরাণাম্ এষঃ তৃতীয়ঃ বরঃ (বরের মধ্যে ইহাই আমার তৃতীয় বর)।

আত্মার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব বিষয়ে বহুমতবিশিষ্ট সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়, যথা ;—

(১) চার্ব্বাক মতে দেহ হইতে অতিরিক্ত পৃথক্ চৈতন্য নাই। জীবদেহই আত্মা। দেহে যে চৈতন্য দৃষ্ট হয়, তাহা দেহের উপাদানে সৃষ্ট।

(২) ঐ চার্ব্বাক মতের অন্যতম সম্প্রদায় বলেন, মনই আত্মা ; মন ভিন্ন পৃথক্ আত্মা নাই।

(৩) বৌদ্ধমতে আত্মা ক্ষণবিনাশী বিজ্ঞানপ্রবাহ মাত্র। ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

(৪) মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ বলেন,—শূন্যই আত্মা, 'অহং-'বুদ্ধি আকস্মিক ও নিরাশ্রয়। এই 'অহং'-জ্ঞানের কোন অবলম্বন নাই।

(৫) প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণের মতে,—আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত বটেন, কিন্তু দেহাশ্রয়ী ও জরামরণশীল। ইনিই কর্ম্ম-নিবহের কর্ত্তা ও কর্ম্মফলভোক্তা।

(৬) সাংখ্যবাদীদের মতে, আত্মা অকর্ত্তা ; তিনি কিছু করেন না ; প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব তাঁহাতে ছায়ারূপে অনুক্রান্ত হয়, তাই তিনি কেবল ভোক্তা, কর্ত্তা নহেন।

(৭) ন্যায়-মতালম্বীরা বলেন, দেহাশ্রয়ী বহু সংসারী আত্মা ছাড়াও অন্য এক স্বতন্ত্র, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর বিরাজমান।

(৮) বেদান্তবাদিগণের মতে, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরাত্মাই ভোক্তাত্মার বা সংসারী আত্মার প্রকৃত স্বরূপ।

ঈদৃশ, বিভিন্ন-মত-পরিপুষ্ট জীবগণ সংসারচক্রে সতত ভ্রাম্যমান। প্রকৃত আত্মজিজ্ঞাসু তাপস তপোমহিমায় জীবস্বভাব হইতে মুক্ত হইয়া, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পরমানন্দ ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সংশয়মুক্ত হয়েন। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়াহৃত প্রমাণ, অনুমান ও শাস্ত্রের মিথ্যা তাৎপর্য্য গ্রহণ হেতু জীবগণের সন্দেহ-জাল উপস্থিত হয়। প্রকৃত আত্মদর্শী হইয়া সংশয়বিমুক্ত হইতে হইলে, জীবকে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া আত্মানুসন্ধান-তপস্যা করিতে হয়। তপস্যা ব্যতীত তর্কের দ্বারা ঐ পরম তত্ত্ব অধিগম করার চেষ্টা বৃথা। ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির অতীত, যোগাধিগম্য ও অনুভবলভ্য চিরসত্য চিদানন্দস্বরূপ ইন্দ্রিয়-বিষয়ে বিচরণশীল জীবগণের নিকট অবোধ্য রহস্য বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ রহস্যের একমাত্র অস্তিত্ব এবং অপর সমগ্রের নাস্তিত্ব জানিতে হইলে, চাই নচিকেতার ন্যায় একনিষ্ঠ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

জ্যোতিষ্মান্ হিরণ্যগর্ভস্থ পুরুষকে দর্শন করিয়া, নচিকেতা তাঁহার যোগারোহণ-গতি-নিয়ামক যমকে বলিলেন, "ঐ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের অতীতে বিদ্যমান যে সত্যবস্তু ব্রহ্মবিদ্যা, তাহাই আমাকে দাও। ইহাই প্রার্থনীয় তৃতীয় বর ॥ ২০ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা,
নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব,
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্ ॥২১॥

দেবৈঃ অপি অত্র পুরা বিচিকিৎসিতং (পুরাকাল হইতে এখনও

দেবতাগণ এই বিষয়ে সংশয়যুক্ত)। ন হি সুবিজ্ঞেয়ম্ (কেহ উত্তমরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই)। ধর্ম্মঃ এষঃ অণুঃ (এই জগদ্ধারক আত্মা সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বিজ্ঞেয়)। নচিকেতঃ অন্যং বরং বৃণীষ (হে নচিকেতঃ, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর)। মা মা অতি উপরোৎসীঃ (আমাকে এ বিষয়ে আর উপরোধ করিও না); মা এনং সৃজ (আমার অনুরোধে ইহা পরিত্যাগ কর)।

পরমব্রহ্মের স্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ। হৃদয়ে আনন্দ-ব্রহ্মের অনুভূতি, তারপর ভ্রূসন্ধিতে চিদানন্দ; অনন্তর সহস্রারে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপে জীবস্বরূপ বিলীন হয়। সহস্রারে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সৎ স্বরূপ অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সম্বন্ধে জীবের সংশয় থাকিবেই। কেবলমাত্র সহস্রারে উপনীত হইয়া, জীব সংশয়মুক্ত হয়। তাহার জৈবস্বভাব যুগপৎ তিরোহিত হয়। দেবলোকারূঢ় নচিকেতা তখনও ব্রহ্মাস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত। দেবলোকের দেবতামাত্রই তৎসংশয়সম্পন্ন। ব্রহ্মবিদ্যা সূক্ষ্মানুভূতি ও নিবিড়াত্মাভিনিবেশের অন্তরালে নিহিত। তথায় দেবগণ কখনও পৌঁছিতে পারেন নাই। দেবলোকে উপনীত নচিকেতা সন্দিগ্ধ হইয়া, অতঃপর কি কর্ত্তব্য ও অধিগম্য তাহা ভাবিতেছিল। আরও ভাবিতেছিলেন, কি এখানেই তিনি তপস্যাবিরত হইয়া স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। আত্মা যখন হৃদয়গুহায় জাগিয়া উঠেন, তিনি জাগেন অতুল আনন্দানুভূতি লইয়া, তৎসঙ্গে তীব্র প্রাণযাতনা লইয়া। আনন্দ ও বেদনার অপূর্ব্ব সম্মেলন! উভয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব মল্লক্রীড়া! আনন্দ যেমন অতুল রসের উৎস, যাতনা ও তেমনি তীব্র হৃদয়বিদাহী! নচিকেতা এই তীব্র যাতনা ও আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া ভাবিলেন "এখানেই কি তপস্যাবিরত হওয়া ভাল নয়?"

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল,
ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥২২॥

মৃত্যো ! অত্র কিল দেবৈঃ অপি বিচিকিৎসিতং (হে যম, দেবগণও এ বিষয়ে সন্দেহান্বিত আছেন সত্য) ; ত্বং চ যৎন সুজ্ঞেয়ম্ আত্থ (এবং আপনিও ইহা উত্তমরূপে বোধ্য নয় বলিতেছেন) ; অস্য বক্তা চ ত্বাদৃক্ অন্যঃ ন লভ্যঃ (অথচ ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে আপনার মত অন্য কোনও বক্তা লাভ করা সম্ভব নয়)। এতস্য তুল্যঃ অন্যঃ কশ্চিৎ বরঃ ন (তাহা হইলে, ইহার তুল্য অন্য কোনও বর হইতে পারে না)।

যোগারোহণ পথে যতই প্রতিকূল তরঙ্গাঘাত আসিয়া নচিকেতাকে চঞ্চল করিবার প্রয়াস পাইতেছে, ততই নচিকেতা বদ্ধপরিকর হইয়া আপন যোগধারাকে সুসমাহিত ও উত্তরোত্তর উর্দ্ধগ করিতেছেন। পরমানন্দের উৎস, পরাজ্ঞানসিন্ধু সামান্য আবরণের পশ্চাতেই উজ্জ্বল বিভাসিত, তাহারই আনন্দ নচিকেতাকে তীব্র আকর্ষণ করিতেছে। জৈবধর্ম্মের প্রতিরোধকারী চেষ্টা বৃথা হইতেছে। এত সন্নিকটতর হইয়া যোগনিবৃত্ত হওয়া নিতান্ত মূঢ়তার কাজ। দেবলোকে যে পরমধন অপ্রাপ্য, যে পরম ধন সকল আনন্দের খনি, এবং সকল জ্ঞানের উৎস, তাঁহাকে লাভ করিতেই হইবে। এই সুযোগ পরিহার করা যায় না। ত্রিজগতে ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ গতি ও শ্রেষ্ঠ পথ আর নাই ॥ ২২ ॥

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তি-হিরণ্যমশ্বান্।

ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব ;

স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥২৩॥

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব (হে নচিকেতঃ ! তুমি শত শত বৎসর আয়ুষ্মান্ পুত্রপৌত্র সন্তানসন্ততি প্রার্থনা কর,) বহূন্ পশূন্ হস্তি-হিরণ্যম্ অশ্বান্ ভূমেঃ মহৎ আয়তনম্ বৃণীষ্ব (এবং প্রভূত গো-গজ-বাজি, ধনরত্ন, বিশাল সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর,) স্বয়ং চ যাবৎ শরদঃ ইচ্ছসি, জীব (এবং নিজেও যত বৎসর ইচ্ছা জীবন ধারণ কর) ॥

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং,

বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।

মহাভূমৌ নচিকেত ত্বমেধি,

কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥২৪॥

যদি এতত্তুল্যং বরং মন্যসে বৃণীষ্ব (যদি ইহাদের মত অন্য কোনও প্রার্থনীয় বর থাকে, প্রার্থনা কর), বিত্তং চিরজীবিকাং চ (বিত্ত ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে পার) ; নচিকেতঃ মহাভূমৌ ত্বম্ এধি (হে নচিকেতঃ ! তুমি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হও), ত্বা কামানাং কামভাজং করোমি (তোমাকে সকল কাম্যবিষয়ের সুখভোক্তা করিতেছি)।

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে,

সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।

ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা

ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।

আভি র্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব,

নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥২৫॥

মর্ত্ত্যলোকে যে যে কামাঃ দুর্লভাঃ, সর্ব্বান্ কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব (হে নচিকেতঃ, মর্ত্তলোকে যে যে কাম্যভোগাদি দুর্লভ, সে সমস্ত ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থনা কর); ইমাঃ সরথাঃ সতূর্য্যাঃ রামাঃ; ঈদৃশাঃ ন হি মনুষ্যৈঃ লম্ভনীয়াঃ (দেখ, এই যে বাদিত্রাদি সহ সঙ্গীত-রতা রমণীগণ রথে অবস্থান করিতেছে, এই সুন্দরী রমণীগণ মনুষ্যের লভ্য নয়); নচিকেতঃ আভিঃ মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব (হে নচিকেতঃ! আমার নিদেশে ইহারা তোমার সেবাপরায়ণা হইবে, তুমি ইহাদের সেবা গ্রহণ কর); মরণং মা অনুপ্রাক্ষীঃ (মরণ বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না)।

যোগপথ-ব্যঘাতকারী ও ব্যর্থকারী বাসনাতরঙ্গ প্রতিমুহূর্ত্তেই যোগীর যোগপথে বিচরণ করিতে থাকে। শক্তিমান্ তাপস তাহা তীব্র বিতৃষ্ণার দ্বারা পরিহার করিয়া আপন লক্ষ্যপথে আরও সোদ্যমে ধাবিত হইয়া থাকে। দুর্ব্বল তাহাদের প্রলোভন-জালে আবদ্ধ হইয়া বাসনা-তরঙ্গে দূর বিপথে নিক্ষিপ্ত হয়! নচিকেতার সমক্ষেও এই বাসনার তরঙ্গ খেলিয়াছিল, তিনিও তীব্র বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া তাহা অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, "আমি এই তপস্যার ফলে দীর্ঘায়ুর্যুক্ত পুত্রপৌত্র, ধনরত্ন, গজবাজিগবাদি, বিশাল সাম্রাজ্য, অতুল সুখভোগ ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি। এই সমস্ত সুখভোগ আমার সামান্য ইঙ্গিতেই আমার করতলগত হইতে পারে। কিন্তু আমি তৎসঙ্গে যোগপথ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইব। আমি সাধনবলে এখন যাহা ইচ্ছা তাহাই লাভ করিতে পারি। এমন ভোগরাশি ভোগ করিতে পারি, যাহা কোনও মানব ভোগ করিতে পারে নাই। বায়ু যেমন জালে আবদ্ধ হয় না, মনকেও রোধ করা প্রায় তদ্রূপ কঠিন। নচিকেতার মন তখনও

দিব্য সুখভোগ, তাহার পরিণাম ইত্যাদির বিচারে নিযুক্ত। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"যে যে কাম্যবস্তু নরলোকে অলভ্য, সে দিব্য ভোগ, দিব্যাঙ্গনা, দীর্ঘায়ু, শোকজরাবিহীন জীবন এই দিব্য জগতে বাস করিয়া লাভ করিতে পারি। মর্ত্যলোক হইতে অধিকতর সুখবাহ ও আনন্দপ্রদ ও অধিকতর স্থায়ী ভোগ্যরাশি ঐ আমার সম্মুখে সুসজ্জিত রহিয়াছে। আমি ক্ষণিক কামনার বশবর্ত্তী হইয়াই ঐ সমস্ত করতলগত করিয়া শত সহস্র বৎসর, শোকজরাবার্দ্ধকবর্জ্জিত হইয়া, ভোগ করিতে পারি। ঐ চারুস্মিতা, চারুদর্শনা ও চার্ব্বঙ্গী কামিনীগণ আমারই প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছে। আমার সামান্য ইঙ্গিত পাইলেই তাহারা আমার শুশ্রূষাপরায়ণা হইবে। তাহাদের যান-সমূহ অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত; তাহারা চিত্তাকর্ষক গীতবাদিত্রাদিতে আসক্ত হইয়া আমারই মন আকর্ষণের জন্য চেষ্টা পাইতেছে।" কিন্তু ইহামুত্রফলভোগবিরাগসম্পন্ন, স্থিরবিচারসক্ষম, ব্রহ্মচর্য্যতেজোদৃপ্ত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ নচিকেতা ঐ সমস্ত ভোগ্যরাশির চিত্তবিনোদক নর্ম্ম-হাস্য-লাস্য দর্শন করিয়াও, তাহাদিগকে ঘৃণার হাসিতে উপেক্ষা করতঃ, আত্ম-মহিমায় পরম লক্ষ্য-প্রতি আরও দৃঢ়নিষ্ঠ হইলেন। তিনি তাঁহার ভ্রান্তি সাধনে চেষ্টাশীল যমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;—

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব,
তবৈব বাহাস্তব নৃত্য-গীতে ॥২৬॥

হে অন্তক শ্বোভাবাঃ মর্ত্ত্যস্য যদেতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং তেজঃ জরয়ন্তি (হে যম, এ সমস্ত ভোগরাশি আজ আছে, কাল নাই; মানবের

ইন্দ্রিয়গণের যে সমস্ত তেজ, সে সমস্ত ইহারা জর্জ্জর ও শিথিল করে)। সর্ব্বং অপি জীবিতং অল্পম্ এব (নর হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলের জীবন ক্ষণিক) বাহাঃ তব এব (অশ্বরথাদি যানসমূহ তোমারই থাকুক) নৃত্যগীতে চ তব (নৃত্যগীত বাদ্যাদি ও তোমার থাকুক)।

ঐ সমস্ত ভোগরাশি অতীব ক্ষণস্থায়ী। তাহারা অদ্য মিথ্যা উজ্জ্বল আলোকে অতি চাক্‌চিক্যময়, কল্য উহাদের অস্তিত্ব কিছুই নাই। ইহারা ক্ষণেকের জন্য আসিয়া মূঢ় মানবের চিত্তে চাঞ্চল্য উৎপাদন করতঃ, তাহাকে আরও মূঢ় করিয়া, তাহার ইন্দ্রিয় শক্তির চিরবিলোপ ঘটায়। যে শক্তিমান্ ঘোটকে চালিত রথে আরোহণ করিয়া সাধক ব্রহ্মপথে যাত্রা করিবে, ভোগমোহে সেই ঘোটকসমূহ দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সাধকের ঘোর বিঘ্ন জন্মায়। অধিকন্তু, মানবজন্ম বল, দেবজন্ম বল, মানব হইতে ব্রহ্মলোকেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেরই জীবন ক্ষণকালব্যাপী মাত্র। ঐ সামান্য আয়ুষ্কালের মধ্যে যে পরমনিধি লাভে চিরানন্দের সন্ধান মিলে, তাহাই অনুসরণীয়। অন্যথা জীবন ব্যয়িত হইলে, জীবনের লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে; লক্ষ্যে পৌছিবার সময়, পরিশ্রম ও কৃচ্ছ বর্দ্ধিত হয়। ঈদৃশবিবেক-সম্পন্ন নচিকেতা বীরের মত পূর্ণবিরাগযুক্ত হইয়া বলিলেন, "ঐ সুখভোগরাশি ওখানেই পড়িয়া থাক, উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও আমার গৌরবের হানিকর।"

বস্তুতঃ নচিকেতার মত দৃঢ়নিষ্ঠ, উচ্চলক্ষ্যানুপ্রাণিত, পূর্ণবিরাগমণ্ডিত, তীক্ষ্ণবিচারধীসম্পন্ন, আত্মপ্রসাদদীপ্ত যোগী ব্যতীত অন্য কাহারও ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপথে যাত্রা বিফলতাময়। যোগপথে বিভিন্ন সিদ্ধভূমিতে নানা বিভূতিময়, নানা ঐশ্বর্য্যময় নানা বিচিত্র ভোগ্যরাশি ক্রমশঃ অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়া সাধকের আশে পাশে বিচরণ করিতে

থাকে। সাধককে মোহিত করিয়া পথভ্রান্ত করাই তাহাদের কায। সাধক যতই ঊর্দ্ধ আরোহণ করে, ততই নিম্ন পতনের আশঙ্কা! কঠিন পতনে আহত হইবার আশঙ্কা! সাধকের রুদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাম কঠোরতর সংযমের ফলে বিষয়কে অধিকতর আকর্ষণ করিবার ও বিষয় প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইবার শক্তি লাভ করে। এবং সংযমের সামান্য চাঞ্চল্যেই,—অসংযমের সামান্য ছিদ্রেই রুদ্ধ ইন্দ্রিয়মনোগ্রাম প্রবল কামনাশক্তিতে পতনের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার বুদ্ধি বিকল হইয়া যায়—তাহার সমস্ত সাধনলব্ধসিদ্ধি লুপ্ত হইয়া যায়। প্রবলপ্রবাহী গিরিনির্ঝর যেমন স্রোতের মুখে উচ্চশৈলাবরোধ পাইয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া, আপন বারিশক্তিসম্পদ্ সঞ্চয় করে এবং সামান্য শৈলপ্রস্তরখণ্ডচ্যুতিতে স্রোতঃপথ উন্মুক্ত করিয়া, যেমন সে নির্ঝর ভীষণ প্রপাতে ও গুরুগম্ভীরনাদে প্রধাবিত হয়, তখন মহাবলী ঐরাবত ও তাহার গতিরোধে অসমর্থ এবং শত শৈল বাঁধাও তাহার পথরোধে অক্ষম; তেমনি অসংযত সাধকের পতন ও পরিণাম। কত উচ্চ দৃঢ়নিষ্ঠা, কত তীব্র আত্মবিদ্যাপরায়ণতা, কত তীক্ষ্ণ বিবেকবুদ্ধি, কত সতর্কত সাধকের প্রতিপদক্ষেপকে সাবধান করিয়া দিবে, তাহা নচিকেতার সাধনসংগ্রামে দৃষ্ট হয়।

যে বিবেকবুদ্ধি নচিকেতাকে আত্মজ্ঞানপর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অচলনিষ্ঠ রাখিয়াছিল, সাধকমাত্রই নিয়ত সেই বিবেকবুদ্ধির উপদেশ পাইয়া থাকেন। কিন্তু সেই বিবেক-বুদ্ধিতে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার মত চিত্তশুদ্ধি ও তদর্পিতমনোবুদ্ধি লাভ করিবার মত সাধনার দৃষ্টি রাখেন কয়জন? যিনি এই শৈশবসাধনায় শক্তিমান্ হয়েন, তিনিই উত্তরকালে পূর্ণসিদ্ধকাম হইয়া থাকেন। দৃঢ় ব্রহ্মনিষ্ঠায় ভিত্তিহীন সাধকের চিত্ত কখনও শুদ্ধ, কখনও বা অশুদ্ধ, কখনও বা শুদ্ধ্যশুদ্ধিমিশ্রণে অভিভূত।

শুদ্ধচিত্তের প্রসাদে ক্ষণপূর্ব্বে সে যাহা লক্ষ্য, যাহা পরম ও যাহা চিরানুসরণীয়—যাহা একমাত্র শরণ, একমাত্র জীবন ও একমাত্র গতি বলিয়া মনে করিত, ক্ষণপরেই সে অশুদ্ধকামনাবশে ঐ পরম লক্ষ্যকে হেয় জ্ঞান করতঃ ঘৃণ্য অসত্য বস্তুকে,—নরকদ্বারকে অতি পরমবস্তু বলিয়া আঁকড়িয়া ধরে। ঈদৃশ চঞ্চলচিত্তের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাহাকে উন্মাদের মত উর্দ্ধে ও অধে সতত যাতায়াত করিতে হয়, এবং এরূপ উত্থানে ও পতনে ক্রমে অবসন্ন হইয়া সে চিরতরে অধঃপথে নিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং যথার্থ আত্মজ্ঞান-পিপাসু ও শুদ্ধ-বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সাধকের বিবেকচক্ষুর সমক্ষে নচিকেতার জীবনাদর্শ সতত উজ্জ্বল আলোকে বিভাসিত থাকার প্রয়োজন।

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো,
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥২৭॥

মনুষ্যঃ বিত্তেন ন তর্পণীয়ঃ (মানব পার্থিব বা দিব্য কোনও ধনে তৃপ্ত হইতে পারে না), ত্বা চেৎ অদ্রাক্ষ্ম, বিত্তং লপ্স্যামহে (আপনার যখন দেখা পাইয়াছি, সব বিত্তই আবার লভ্য, বিত্তবিষয়ক বরের কি আবশ্যক ?) ত্বং যাবৎ ঈশিষ্যসি জীবিষ্যামঃ (আপনি যতদিন যমপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, আমরা ততদিন জীবিত আছি)। স এব বরঃ তু মে বরণীয় (সেই বরই আমার প্রার্থনীয়, অন্য কিছুই নয়)।

ঐহিক সুখসমৃদ্ধি ভোগে মানবের হৃদয় তৃপ্ত হইতে পারে না। মানবহৃদয়ের অন্তরাল গুহায় আনন্দময় পরম পুরুষ আনন্দময়ী

শক্তিকে সতত জাগ্রতা ও কর্ম্মশীলা—সৃজন-পালন-নাশননিযুক্তা রাখিয়া, মানবকে আনন্দময়ীর অনুবর্ত্তী করতঃ, তাহাকে সংসারে সতত ভ্রমণ করাইতেছেন। ঐ ঐশিক আনন্দময়ী শক্তি মানবহৃদয়কে পরম পিপাসায় বিদ্ধ করতঃ, তাহাকে আনন্দের সন্ধানে ধাবমান রাখিয়াছে। পিপাসার উদ্ভব আনন্দময় পুরুষের অবস্থান হইতে—পরিণাম তাঁহার বিজ্ঞানে। ঈদৃশ পিপাসার তৃপ্তি পার্থিব মৃন্ময় বা দিব্য হিরণ্ময় ভোগে সম্ভবপর নহে। পার্থিব ভোগে তৃপ্ত হয় পশুবৃক্ষলতাদি। পশু প্রচুর অমেধ্য ভোগরাশিতে তৃপ্ত, স্থাবর-বৃক্ষলতাদি প্রচুর মৃৎরসে তৃপ্ত। অজ্ঞানতমসাবৃত জীব ভোগমোহে কতককাল তৃপ্ত থাকে—কিন্তু জ্ঞানের আলোকে সে ক্রমশঃ পরম বস্তুর পিপাসায় প্রবুদ্ধ ও ধাবিত হয়। তৃপ্ত থাকে ভোগমুগ্ধ দেবগণ, তাঁহারাও কল্পাবসানে তাঁহাদের পতনের সহিত পরমসত্যবস্তুর পিপাসায় অনুপ্রাণিত হয়েন। বিবেকবুদ্ধ মানব পার্থিব বা দিব্য কোন ও ধনে তৃপ্ত হয় না। মানবহৃদয়ের পূর্ণ তর্পণ হয় ঐ পরমানন্দসাগর পরমপুরুষে চিরবিলুপ্তিতে।

নচিকেতা পার্থিব জগতের কোলাহল ও আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া, দিব্যলোকের মনোহর ও বিচিত্র সুখরাজ্যকে পার্শ্বে রাখিয়া, আপন জীবত্মস্বভাব হইতে পার্থিব ও দিব্য ভোগবাসনার শেষ ছায়াটুকু মুছিয়া ফেলিয়া, অভীষ্টলাভসঙ্কল্পে দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া আপনাকে বলিলেন;—"পার্থিব বা দিব্য ভোগসম্ভারে আমার হৃদয় তৃপ্ত হইবে না। যখন একবার পরমাত্মস্বরূপসন্ধানের অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, তখন অতি দীর্ঘজীবনই বা আবশ্যক কি? আমি চাই, আরও নিবিড় ধ্যান-সমাধি, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই জীবনের অবসান করিয়া ঐ অমৃত-সিন্ধুতে আত্মবিলোপ করিতে পারিব। যখন একবার ঐ সাগরসঙ্গমের

অনুকূল স্রোতে জীবনভেলা ভাসাইতে পারিয়াছি—তখন পরমবিত্ত বা পরমনিধি অমৃতসিন্ধুতে মিলিত হইবই—এখন কোনরূপ বাসনা বা সঙ্কল্পের ছায়াও অপবিত্রতা। আমি চাই সর্ব্বৈষণামুক্ত হইয়া শুদ্ধস্বরূপ দর্শন করিতে। আমার একমাত্র বৃণীত, বরণীয় ও লভ্য ঐ পরম নিধি ॥২৭॥

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতি-প্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥২৮॥

কঃ ক্বধঃস্থঃ জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ (কোন ভূতলবাসী জরামরণতাড়িত জীব) অজীর্য্যতাং অমৃতানাং উপেত্য প্রজানন্ (জরাবিহীন দিব্যজগতে উপনীত হইয়া ও দিব্যলোকের হেয়ত্ব ও জীবাত্মার পরম লক্ষ্য অবগত হইয়া), বর্ণরতিপ্রমোদান্ অভিধ্যায়ন্ (এবং পার্থিব ও দিব্য সৌন্দর্য্য, কেলি ও সুখের পরিণাম বিচার করিয়া) অতি দীর্ঘে জীবিতে রমেত (অতি দীর্ঘ জীবনে অনুরক্ত হয়?)

শাশ্বতামৃতসিন্ধুসৈকতে সমাগত হইয়া যে জীব প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখ হইতে চায়, তাহার মত মূঢ় দ্বিতীয়টী নাই। মানবদেহ ভঙ্গুর ও দ্রুত-ধ্বংসমুখী, সে ব্যক্তি ঘোর মূঢ় যে এইমানবদেহে জীবের শ্রেষ্ঠপ্রাপ্যধন লাভের সুযোগ পাইয়া, আবার তাহা হারাইতে বসে। পার্থিব ভোগে লিপ্ত থাকিয়া জীবনকে কলঙ্কিত ও অপচিত করে ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব। পার্থিব বা দিব্য রম্যনিকেতনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে জানিয়া, বিবেকবুদ্ধ ও বিচারধী ব্যক্তি কি ঐ পার্থিব বিষয়ে আবার কখনও ক্ষণকাল তরে মনোনিবেশ করিতে পারে? সেই অমৃতসিন্ধুর সন্ধান

জানিয়া জীব হয় তীক্ষ্ণধী, স্থিতপ্রজ্ঞ ও সাধননিষ্ঠ। নাচিকেতা তাদৃশ আত্মনিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হইলেন ॥ ২৮ ॥

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥২৯॥

মৃত্যো যৎ যস্মিন্ ইদম্ বিচিকিৎসন্তি (হে যম! যেহেতু আত্মার পরলোকতত্ত্ববিষয়ে, আত্মা আছে কি নাই, লোকসকল এই সন্দেহ করিয়া থাকে), তৎ মহতি সাম্পরায়ে নঃ ব্রূহি (সেই মহান পরলোক সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ করুন)। যঃ অয়ং বরঃ গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টঃ (আত্মতত্ত্ব অতীব গূঢ়তত্ত্ব এবং নিবিড় অভিনিবেশ-গম্য), নচিকেতা তস্মাৎ অন্যং বরং ন বৃণীতে (নচিকেতা সেই হেতু ইহা ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করে না।)।

নচিকেতা কঠিন বৈরাগ্যসাধনে সিদ্ধ ও তপোনিষ্ঠ। বাসনার জাল সতত জীবকে বন্ধন-প্রয়াসে প্রযুক্ত। বাসনার অন্তরালে বাসনা, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম হইয়া জীবাত্মাকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য চেষ্টিত। অন্নময় কোষের স্থূলবাসনা পরিহার করিয়াই জীব মুক্ত হইতে পারে না; প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষেও বাসনা সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম ভাবে প্রবলতর ও প্রবলতম আকর্ষণ শক্তি লইয়া জীবকে যোগভ্রষ্ট করিতে চেষ্টিত থাকে এবং দুর্ব্বল সাধককে যোগভ্রষ্ট করে। কেবল জীব যখন আনন্দময় কোষে আনন্দব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করে, তখন ঐ অমৃতের বিন্দুমাত্র লাভ করিয়াই সে স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারে। এবং যোগপথে কথঞ্চিৎ বিপন্মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ নির্ভয়ে না হইলেও

কথঞ্চিৎ নির্ভয়ে সে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন সে আনন্দময় পুরুষে যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার প্রেমাবেশে, জ্ঞানস্রোতে আত্মস্বরূপ-সাগরসন্ধানে ধাবিত হয়। আবর্ত্তে পতিত হইলেও সে অনুকূল স্রোত পুনঃ খুঁজিয়া পায়। নচিকেতা অনুকূলস্রোতমুখে সাধনতরী ভাসাইয়াছেন, এখন আমরা ব্রহ্মজ্ঞ নচিকেতার ব্রহ্মস্বরূপোক্তি শ্রবণ করিব।

প্রথমাধ্যায়ে প্রথমা বল্লী সমাপ্তা।

দ্বিতীয়া বল্লী

জগতের কোলাহল, বাসনার মোহিনীমায়া, এবং স্বর্গসুখবিভ্রান্তি অতিক্রম করতঃ জ্ঞানসিন্ধুসৈকতে যোগাসীন নচিকেতা দেহ, প্রাণমনঃক্রিয়াকে সংযত, শুদ্ধ, অচলপ্রতিষ্ঠ ও আত্মনিষ্ঠ করিয়া আজ আনন্দময় ভূমিতে আরূঢ়। পরম পুরুষের পূর্ণ প্রেমাবেগে নাচিকেতা ঊর্দ্ধ প্রেরিত সমাধিস্রোতে বাহিত হইয়া, অন্ন-প্রাণ-মনঃ-জ্ঞান-কোষাবরণ একে একে ছিন্ন করতঃ,আজ আনন্দময়কোষে আনন্দময় পুরুষের পদতলে আত্মসমর্পিত। যোগসূত্র শুদ্ধ প্রেম ও পরমাত্মার বিভাসে প্রদীপ্ত জ্ঞানের আলোককিরণ ক্রমশঃ তাহাকে জ্ঞানবুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। সহস্রার-ভূমে নিরবচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ সিন্ধু আনন্দ-জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া প্রশান্তভাবে অবস্থান করিতেছে। ঐ জ্যোতির্লোকের বিমলকিরণপাতে নচিকতা প্রবুদ্ধ ; আরও নিবিড় প্রেমাকর্ষণে নচিকেতা ঐ অমৃতসিন্ধুতে আত্মাহুতি দিবেন। তাহার অধে ত্রিগুণাত্মক কোলাহলদ্বন্দ্বসংগ্রামরত ব্রহ্মাণ্ড, ঊর্দ্ধে চিরশুভ্র আনন্দবারিধি ; উভয় মধ্যবর্ত্তী ভূমে অবস্থিত নচিকেতা বিচার সহকারে উভয় দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; প্রসন্ন পরমাত্মপুরুষের কিরণ ছটায় তিনি দেখিলেন ;—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি, হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥৩০॥

শ্রেয়ঃ অন্যৎ (পরম কল্যাণময় আত্মজ্ঞান পৃথক্ বস্তু); প্রেয়ঃ উত অন্যৎ এব (প্রিয় পুত্রকলত্রবিত্তাদি সম্পূর্ণ অন্য পৃথক্ বস্তু)। তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ (তাঁহারা জীবের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সাধক, এবং উভয়ই জীবকে আকর্ষণ করে।)। তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধু ভবতি (তাহাদের মধ্যে শ্রেয়বস্তু ব্রহ্মজ্ঞান সাধকের কল্যাণ সাধন করে)। য উ প্রেয়ঃ বৃণীতে সঃ অর্থাৎ হীয়তে (আর যে দারাপত্য- বিত্তাদি প্রিয়তম বস্তু প্রার্থনা করে, সে মোক্ষপথ হইতে বিচ্যুত হয়)।

জীব তাহার লভ্যধন ও তাহার ভোগ্যরাশি আনন্দের মাপকাটিতে তুলিত করিয়া লয়। ক্রমে সে অধিকতর আসক্ত হয় সেই ধনে, যে ধন অধিকতর আনন্দদায়ী এবং হীনানন্দ সে ঘৃণায় পরিহার করে। এই ভাবে সমস্ত জাগতিক ভোগ্যরাশি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া, পরম আনন্দদায়ক—শাশ্বত সুখের নিধি সে অনুসন্ধান করে। চরমে সে দেখে—শ্রেষ্ঠ, অক্ষর, অব্যয়, শাশ্বত প্রচুরানন্দ এই পার্থিব জগতে নয়, দিব্যলোকে নয়—পরমসুখসাগর ইন্দ্রিয়াতীত, হৃদয়ানুভূতিলভ্য এবং জ্ঞানাধিগম্য আনন্দময় রাজ্যে চিরবহমান। ঐ আনন্দময় রাজ্যের ক্ষীণ মৃদু হাওয়া আসিয়া জীবের হৃদয়ে যে সাড়া দেয়, সেই সাড়াতে জীব ব্যাকুল হইয়া দারাপত্যবিত্তাদি প্রিয়বস্তুর মাঝে সুখসাগরের সন্ধান করে; সন্ধান তো আদৌ মিলে না, অধিকন্তু জীব সত্যসুখসাগর-সন্ধানপথ হইতে বিভ্রষ্ট হয়। ত্যাগ মহিমায় ও সত্যসন্ধানপিপাসায় প্রবুদ্ধ জীব কালে জানিতে পারে, পরম আনন্দময় ধাম বিশ্বজগতের কোলাহলের অতীতে।

পার্থিব আনন্দরাশি পরস্পর আপেক্ষিক। কিন্তু চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দবন্যা অতুল ও অসীম। তুলনাহীন যে সত্যবস্তু—আনন্দ,

জ্ঞান ও নিত্যতা যাঁহার স্বরূপ—তিনিই শ্রেয় বা পরম। অপরাপর জীবমনোমুগ্ধকারী আনন্দকর ভোগরাশি প্রেয় বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং শ্রেয় ও প্রেয় সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। আলোক আঁধার নয়, আঁধারও আলোক নয়। উভয় বস্তুই মানবকে আকর্ষণ করে। শুদ্ধ-হৃদয় মানব শ্রেয়ের আলোকে উদ্বুদ্ধ হইয়া, শ্রেয়ের আনন্দে আকৃষ্ট হয়। অশুদ্ধাধার মানব প্রেয়ের মোহে বিভ্রান্ত হইয়া নিকৃষ্টজীবসম হয়। শ্রেয় জীবকে আকর্ষণ করিয়া এবং মুক্তি ও আনন্দের স্রোতে বহন করিয়া তাহাকে তাহার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে; প্রেয় জীবকে ইন্দ্রিয়দাস করিয়া কঠিন বাসনাপাশে আবদ্ধ রাখে। শ্রেয়ের পথে প্রেয়ের গন্ধ নাই, প্রেয়ের মধ্যে শ্রেয় বিকাশ পায়না। শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নের চেষ্টা জীবের ভ্রান্তি। একে পাইতে হইলে অন্যকে নির্ম্মম পরিহার করিতে হইবেই।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগ-ক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ৩১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যং এতঃ (শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ই মানুষের নিকট সমান ভাবে উপস্থিত হয়) ধীরঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি (জ্ঞানী-ব্যক্তি সম্যক্ আলোচনা করিয়া শ্রেয়কে মোক্ষদায়ক ও প্রেয়কে বন্ধন-কারণ বলিয়া নিশ্চয় করেন) ধীরঃ প্রেয়সঃ অভি (ধীর ব্যক্তি প্রিয়তম বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া) শ্রেয়ঃ বৃণীতে (শ্রেয়কে বরণ করেন)। মন্দঃ যোগক্ষেমাৎ প্রেয়ঃ বৃণীতে (বিবেকহীন ব্যক্তি দেহ-রক্ষণ-পোষণার্থ প্রেয় গ্রহণ করে)।

তদর্পিতমনোবুদ্ধিবিশিষ্ট, শুদ্ধসত্ব ও অচল-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিই ধীর; তাঁহার প্রজ্ঞাই কেবল আপন কল্যাণাকল্যাণ বিচারে সক্ষম। অপরাপর মূঢ়গণ ভ্রান্তিহেতু অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া বরণ করে। শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ই মানবের নিকট সমভাবে উপনীত হয়। শ্রেয় আসে আগমনিগম ও আপ্তজনের অমৃত-বাণীরূপে—প্রথমতঃ অদৃষ্ট, অননুভূত ও প্রত্যক্ত সত্যবাণীরূপে—পরে শুদ্ধসত্ত্ব জীবের শুদ্ধ হৃদয়ে অনুভূত সত্যরূপে। শ্রেয় আসে শুদ্ধও মহোদার হৃদয়কে অনুপ্রাণিত ও ব্যাকুল করিবার ক্ষমতা লইয়া এবং সুধীজনের ধীশক্তিতে দিব্য দৃষ্টি দানের শক্তি লইয়া। কিন্তু প্রেয় আসে ইন্দ্রিয়গ্রামকে, চঞ্চল ও মুগ্ধ করিবার মোহ লইয়া, ইন্দ্রিয়ানুগত মনঃ ও অশুদ্ধ বুদ্ধিকে মোহিনী মায়ায় অভিভূত করিবার মোহিনী শক্তি লইয়া। আগত শ্রেয় ও প্রেয়কে বিচার করিয়া প্রথমকে বরণ ও অপরকে পরিহার করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান একমাত্র ধীর ব্যক্তির। ধীর ব্যক্তি শ্রেয়কে আলিঙ্গন করিয়া শ্রেয়ঃ-পথে যোগারোহণ করতঃ, আপন বিশুদ্ধ স্বরূপ দর্শনার্থ ব্যাকুল প্রাণে ধাবিত হয়। আর অশুদ্ধ জীব মোহও মায়ায় পাশ-বদ্ধ হইয়া সংসারে বিভ্রান্তির পথে বিচরণ করে। "আমি কি আহার করিব?" "আমি কোথায় আশ্রয় পাইব?" "আমি এই সুন্দর কাম্য বস্তু কোথায় বা কেমন করিয়া পাইব?" ঈদৃশ চিন্তনকারী ব্যক্তি লোভবশ হইয়া শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং প্রেয়ের পশ্চাতে উন্মত্তের মত ধাবিত হয়। শ্রেয়ঃ-পর ব্যক্তি যে পরম পদে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, যাঁহার শরণ ছাড়া তিনি অন্য কিছুই জানেন না, সেই পরম পুরুষই তাহার জীবন পথ সুগম করিয়া দেন।

যোগারোহণ পথে প্রেয়ের প্রতি তীব্র ত্যাগ-বুদ্ধি এবং শ্রেয়ে পূর্ণ আত্মনিবেদন অতি প্রয়োজনীয়।

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্
অভিধ্যায়ন্ নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥৩২॥

নচিকেতঃ স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপান্ চ কামান্ অভিধ্যায়ন্ অত্যস্রাক্ষীঃ (হে নচিকেতঃ, তুমি আমার দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও প্রীতিপ্রদ রমণীয় কাম্যভোগরাশি বিচার করিয়া পরিহার করিলে)। যস্যাং বহবো মনুষ্যাঃ মজ্জন্তি (যাহাতে সাধারণতঃ বহু লোক মুগ্ধ ও নিমগ্ন) বিত্তময়ীং এতাং সৃঙ্কাং ন অবাপ্ত (সেই এই ধনজনপ্রদ কর্ম্মবিদ্যা তুমি গ্রহণ করিলে না!)

নচিকেতার যোগপথনিয়ন্তা, যোগ-পথ বিচলনে চেষ্টাশীল যম নচিকতার দৃঢ়তা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "হে নচিকেতঃ! তোমার সম্মুখে অপর্য্যাপ্ত ভোগ-সুখ-সম্ভার সুসজ্জিত এবং তোমারই সেবার্থ উদ্যত দেখিয়াও তুমি তীব্র-বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়া তাহা পরিহার করিলে! তুমি ব্রহ্মবিদ্যাক্ষম। তোমার তপস্যা আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ। তোমার ত্যাগ অতুলনীয়! কত শত জীব এই কাম্যরাশিতে আসক্ত হইয়া যোগপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই! তুমি সূক্ষ্ম দেবশরীর লইয়া অজরামরবৎ কতদীর্ঘ কাল দিব্য সুখের অধিকারী হইতে—তাহাতে তোমার ইন্দ্রিয় ও মন তৃপ্ত হইত—কিন্তু তুমি বিপুল শক্তিতেও বৈরাগ্যে তাহা অতিহেয়বস্তুজ্ঞানে পরিহার করিলে! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি; তুমি ধন্যবাদার্হ!

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ॥৩৩॥

যা অবিদ্যা জ্ঞাতা (যাহা ঐহিকসুখসাধনমূলক অবিদ্যা বলিয়া জ্ঞাত), যা চ বিদ্যা ইতি (এবং অমৃতসাধনকারণ যাহা বিদ্যা বলিয়া জ্ঞাত), এতে দূরম্ বিপরীতে বিষূচী (ইহারা অতীব বিপরীত-স্বভাববিশিষ্ট এবং বিরুদ্ধফলপ্রসূ)। নচিকেতসং বিদ্যাভীপ্সিনং মন্যে (নচিকেতঃ! তোমাকে বিদ্যাপিপাসু মনে করি), বহব কামাঃ ত্বা ন অলোলুপন্ত (যেহেতু তোমাকে প্রচুর কামভোগ্যরাশি প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই।)

দেখ! ব্রহ্মবিদ্যা ও ঐহিক সুখভোগকামনা সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন—তাহারা পরস্পর পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান করে। ব্রহ্মবিদ্যার সাধককে অবিদ্যার মায়া কাটাইতে হইবে। আর অবিদ্যার পথিককে ব্রহ্মবিদ্যার পথ হারাইতে হইবেই। যাহারা ব্রহ্মবিদ্যা ও অবিদ্যার সমন্বয় করিয়া এবং অবিদ্যাকে কক্ষগত করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যার পথিক হইতে চাহে,—তাহারা মূঢ়, তাহাদের বৃথা প্রয়াস। অবিদ্যার ভার স্কন্ধে বহন করিয়া সূক্ষ্ম ও ক্ষুরধার ব্রহ্মপথে যাত্রা হয় না। ব্রহ্মবিদ্যার্থীকে পরম নিঃসঙ্গ, নিরাবরণ, নিরাশ্রয়, দেহ-দেহ-সঙ্ঘাত-ইন্দ্রিয়াভিভব-ইন্দ্রিয়-বোধ-বিবর্জ্জিত হইয়া, বিশুদ্ধ ও আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি লইয়া যাত্রা করিতে হয়। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবুদ্ধচিত্তে বিন্দুমাত্রও অবিদ্যার লেশ বা কামনার আঁচড় থাকিতে পারে না। দেখিতেছি, তুমি পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছ। তুমি শুদ্ধসত্ত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যাক্ষম।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৩৪॥

অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্ত্তমানাঃ (অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও) স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ (যাহারা আপনাদিগকে ধীমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে), অন্ধেন এব নীয়মানাঃ অন্ধাঃ যথা মূঢ়াঃ দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি (অন্ধের দ্বারা পথপ্রদর্শিত হইয়া অন্ধ যেমন কুটিল পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ সেই মূঢ়গণ কুটিল-স্বভাবাপন্ন ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া জন্মজরামরণসঙ্কুল সংসারে পরিভ্রমণ করে)।

দেখিবে, সংসারে বহু ব্যক্তি আছে, তাহারা আচার, ব্যবহারও বাহ্য সাজসজ্জাতে পরম ধার্ম্মিকের ভাব দেখায়, এবং লোকসমাজে আপনাকে পরম ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া প্রচার করিতে চায়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা অন্তরে অতীব কদাচারসম্পন্ন, জঘন্য ও কুটিল-হৃদয়। আরও অনেক আছে, তাহারা শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রাদির মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া জনসমাজে আপনাদিগকে উচ্চ পণ্ডিত বলিয়া ঘোষণা করে; অন্তরে জঘন্যবৃত্তিসম্পন্ন জঘন্যাচারপর এবং ঘোরতমসাচ্ছন্ন হইয়াও তাহারা পরের ধর্ম্মাচরণ, পরের মতামতের অযথা আলোচনা করে এবং পরের নিন্দায় সতত রত থাকে। যোগপথে কিছুমাত্রও বিচরণ না করিয়া, তাহারা আপনাদিগকে বড় জ্ঞানী, ব্রহ্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠাধিকারী বলিয়া শ্লাঘা করে। তাহারা মনে করে ধর্ম্মমার্গে তাহাদের সমকক্ষ দ্বিতীয়টী নাই, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা পার্থিব তামসিক ভোগসুখে নিতান্ত

আসক্ত ও তাহাতেই নিমগ্ন। বৈরাগ্য বলিতে ইহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও নাই। ধর্ম্মপিপাসা বলিতে ইহাদের মধ্যে তিলমাত্রও নাই। ইহারা অন্ধের দ্বারা চালিত অন্ধের ন্যায়, আপন অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও 'বিকৃত বুদ্ধিতে চালিত হইয়া অন্ধকারময় জঘন্য পথে বিচরণ করে। ইহারা শ্রুতি স্মৃতির কুব্যাখ্যা করে, ঐ সব পবিত্র মন্ত্র কুপ্রয়োজনে প্রয়োগ করে, কদাচারকে শ্রুতিস্মৃতির কুবাখ্যার মিথ্যালোকে উজ্জ্বল করিয়া লোক সমাজে কুদৃষ্টান্ত দেখায়। ইহাদের ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার কূপে পতন ছাড়া আর কিছুই নয়। ঈদৃশ স্বয়ংপণ্ডিত, কদাচারী ব্যক্তিবর্গের উপদেশ জালে ও বাক্যচাতুরীতে অন্ধ হইয়া মুমুক্ষু যোগাভিলাষীকে ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইতে হয়।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥৩৫॥

সাম্পরায়ঃ বালং বিত্তমোহেন মূঢ়ং প্রমাদ্যন্তং প্রতি ন ভাতি (পারলৌকিক তত্ত্ব বালসদৃশ অবিবেকীর নিকট, ধনৈশ্বর্য্যমত্ত মূঢ়ের নিকট এবং উচ্ছৃঙ্খল ও ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয় না।) অয়ং লোকঃ অস্তি, ন পরঃ' ইতি মানী (এই স্থূল মর্ত্ত্যলোকই আছে, পরলোক্ বলিয়া কিছুই নাই, ঈদৃশমতিবিশিষ্ট ব্যক্তি) মে বশম্ পুনঃ পুনঃ আপদ্যতে (পুনঃ পুনঃ আমার শাসনাধীনে আসে—জন্মজরাব্যাধিমৃত্যুর চক্রে নিয়ত বিচরণ করে)।

অশুদ্ধবুদ্ধি ও অবিবেকীর নিকট পারলৌকিক তত্ত্ব ও পরাবিদ্যা কখনও বিকাশ পায় না। তাহার কারণ তাহার কলুষিত চিত্ত ও

বিষয়াসক্ত জটিল বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়তর্পী ঐহিক ভোগে আসক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে পরম জ্ঞানালোকের কথা দূরে থাকুক, পরলোকাস্তিত্ববুদ্ধির ছায়াও পতিত হয় না। পঙ্কিল বারিপাত্রে কখনও আত্মপ্রতিবিম্ব প্রস্ফুট হয় না। ঐ সকল অবিবেকীর চিত্ত সততই চঞ্চল, পঙ্কিল ও ইন্দ্রিয়ব্যাধিবিক্ষুব্ধ। ঐ সকল জীব ঘোরমোহাচ্ছন্ন। তাহাদের নিকট ঐহিক জগৎটাই একমাত্র সত্য; অন্য কোন জগৎ আছে বলিয়া তাহারা বিশ্বাসই করে না। এই সব লোক পুনঃ পুনঃ যমশাসনে বিভিন্ন যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া, জন্ম-জরা-রোগ-শোক-মৃত্যুর তাড়নায় পীড়িত হয়।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ,
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা, কুশলোঽস্য লব্ধা,
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥৩৬॥

যঃ বহুভিঃ শ্রবণায় অপি ন লভ্যঃ (এই আত্মতত্ত্ব অনেকের শুনিতে ও সৌভাগ্য হয় না), শৃণ্বন্তঃ অপি বহবঃ যং ন বিদ্যুঃ (বহুলোক সেই আত্মতত্ত্ব শুনিয়াও বুঝিতে সক্ষম হয় না)। অস্য বক্তা আশ্চর্য্যঃ (আত্মজ্ঞানের উপদেষ্টা দুর্লভ)। অস্য লব্ধা কুশলঃ (যোগকুশল ব্যক্তিই আত্মবিদ্যাধিকারী হয়েন)। কুশলানুশিষ্টঃ জ্ঞাতা আশ্চর্য্যঃ (যোগসিদ্ধ ও আত্মজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও সুদুর্লভ)।

লক্ষাধিক ব্যক্তির মধ্যে দুই একজন মাত্র প্রকৃত আত্মবিদ্যাপিপাসু হইয়া থাকেন। অনেকে আত্মবিদ্যাবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়াও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। ইহার কারণ,—অধিকাংশ ব্যক্তিই দৃষ্ট বাস্তব জগতের অতীতে অন্য কিছুর অস্তিত্ব আছে বলিয়া

বিশ্বাস করিতে পারেনা ; সে বিশ্বাস থাকিলেও তাহাদের সতত সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। পরলোক বিষয়ে তাহাদের নিঃসন্দেহ বিশ্বাস জন্মিলেও, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞানের মত পারলৌকিক জ্ঞান তাহারা লাভ করিতে অক্ষম, যেহেতু তদ্রূপ জ্ঞান লাভ করিবার যোগপন্থা তাহাদের জ্ঞাত নয়। তদ্রূপজ্ঞানোপদেষ্টাও সুদুর্লভ। যে সুনিপুণ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়জ্ঞানের ন্যায় পারলৌকিক জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন, তিনিই কুশল আত্মবিদ্যোপদেষ্টা হইতে পারেন। তিনি আত্মবিদ্যাপ্রাপক যোগপথের দ্রষ্টা, তিনিই উপযুক্ত আধারে আত্মবিদ্যা দান করিলে সে দান কার্য্যকরী হয়। কিন্তু তাদৃশ উপদেষ্টা ও শ্রোতা সুদুর্লভ।

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্য-প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি,
অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥৩৭॥

অবরেণ নরেণ প্রোক্তঃ এষঃ সুবিজ্ঞেয়ঃ ন (প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা উপদিষ্ট আত্মবিদ্যা শ্রোতার বোধ জন্মাইতে পারে না)। বহুধা চিন্ত্যমানঃ এষঃ অত্র অনন্যপ্রোক্তে (নানা তার্কিক, নানামতবাদী কর্তৃক নানা ভাবে উপদিষ্ট আত্মা যখন কেবল মাত্র "পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন" ঈদৃশ উপদেষ্টা কর্তৃক উপদিষ্ট হয়, তখনই) গতিঃ নাস্তি (বিভিন্ন মত ও তর্কের পথ থাকে না)। অণুপ্রমাণাৎ অণীয়ান্ (আত্মবিদ্যা অতি সূক্ষ্মতম হইতেও সূক্ষ্মতর) অতর্ক্যঃ (সুতরাং তর্ক-বিতর্কের অতীত)।

জন্মান্ধ ব্যক্তি কি কখনও পূর্ব্বগগণের প্রভাতরবির বর্ণনা করিতে

সক্ষম হয়? যে কখনও নীলকান্তমণি দেখে নাই, সে কি কখনও সেই নীলকান্তমণির দ্যুতি বর্ণনা করিতে পারে? নিষ্কল, নির্গুণ,আনন্দ-চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম কখনও বিষয়াসক্ত অশুদ্ধ জীবের চিত্তে বিকাশ পায় না, এবং তাহার অশুদ্ধ বাক্যে ব্যক্ত হইতে পারে না। তাদৃশ অজ্ঞানান্ধের ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা প্রলাপমাত্র। ব্রহ্মজ্ঞ ও শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি খুবই বিরল। এবং তাঁহার ব্যাখ্যাত ব্রহ্মস্বরূপ খুব কম শ্রোতাই চিত্তের অশুদ্ধতা হেতু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। ব্রহ্মস্বরূপাভাস পাইয়াও খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই ব্রহ্মবিবিদিষু ও যোগনিষ্ঠ হয়।

যিনি আত্মা ও ব্রহ্মের অপৃথকৃত্ব বা অভিন্নত্ব সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন এবং তৎস্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হইয়া সংসারগতিমুক্ত হইয়াছেন, কেবল তিনিই সেই পরমপদ বর্ণনে সক্ষম এবং সংসারগতি হইতে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিতে নিপুণ।

ব্রহ্মতত্ত্ব শুদ্ধ ও নিত্য বস্তু,—সকল তর্কালোচনার অতীত। তিনি অতীব সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তির দ্বারা পূর্ণ শুদ্ধ হৃদয়ে অনুভূত হয়েন। অতএব তীক্ষ্ণধী ও শুদ্ধহৃদয় ব্যক্তিরই ব্রহ্মবিদ্যা লভ্য। বেদ-বেদান্ত-ন্যায়-তর্কালোচনার দ্বারা, কুটবুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞেয় নহে। ব্রহ্মবিদ্যা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর। ইহা কেবল নির্ম্মলহৃদয়ের ও সংযতপ্রাণের অনুভূত অতুলানন্দের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে লভ্য।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া,
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতি র্বতাসি,
ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥৩৮॥

প্রেষ্ঠ (হে প্রিয়তম), ত্বং যাং আপঃ এষা মতিঃ তর্কেণ ন আপনেয়া

(তুমি যে ব্রহ্মবিবিদিষাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ, এই বুদ্ধি তর্কের দ্বারা লভ্য নয়), অন্যেন প্রোক্তা এব সুজ্ঞানায় (তার্কিক ব্যতীত অন্য—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা উপদিষ্ট হইলেই আত্মা জ্ঞানগম্য হয়)। নচিকেতঃ সত্যধৃতিঃ অসি বত (হে নচিকেতঃ, দেখিতেছি তুমি সত্যসঙ্কল্প) ত্বাদৃক্ প্রষ্টা ন ভূয়াৎ (তোমার মত জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আর হয় না)।

বিশেষতঃ এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা কয় জনের হয় ? কয়জন বিষয়বিরক্ত হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় মতিমান্ হয় ? ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তর্ক হইতে বহুদূরে। আর ব্রহ্মাত্মস্বরূপপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা উপযুক্ত আধারে উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানই ফলপ্রসূ হয়। নচিকেতার মত দৃঢ়নিষ্ঠ, বিবেকবুদ্ধ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সুদুর্লভ। নচিকেতার ধীশক্তি ও সুদুর্লভ। নচিকেতার মত দ্বিতীয়টী দেখা যায় না।

দুর্ব্বল ভিক্ষুকের ব্রহ্মবিদ্যা লভ্য নহে। বিবেকবুদ্ধ বিষয়বুদ্ধিমুক্ত, শুদ্ধসত্ত্ব, সাধনপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরের নিকটই ব্রহ্মজ্যোতি আপনা আপনি নিরাবরণ হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। তাদৃশ বীর যখন বহির্জগৎকে পূর্ণভাবে পরিহার করিয়া আত্মহৃদয়গুহানুসন্ধাননিষ্ঠ হয় এবং অন্তরের বিভিন্ন আবরণগুলি একে একে নির্ম্মমভাবে ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়, কেবল তখনই আত্মজ্যোতি স্বপ্রকাশ-চিদানন্দরূপ-জিজ্ঞাসুর পার্থক্য অপহরণ করিয়া অপরিচ্ছিন্ন জ্যোতিব্রহ্মে বিভাসিত হয় ॥৯॥

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং,
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥১০॥

শেবধিঃ অনিত্যম্ ইতি অহং জানামি (কর্ম্মফল যে অনিত্য তাহা

আমি জানি)। হি ধ্রুবং তৎ ন অধ্রুবৈঃ প্রাপত্যে (যেহেতু পরম শাশ্বত সত্য ব্রহ্ম অনিত্য দ্রব্যময় সাধন দ্বারা লাভ করা যায় না), ততঃ ময়া অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ নাচিকেতঃ অগ্নিঃ চিতঃ, নিত্যং প্রাপ্তবান্ অস্মি (সেই হেতু আমি অনিত্য অগ্নিময় দ্রব্যে যজ্ঞাদি সম্পাদন করায় দীর্ঘ বন্ধন যমত্ব লাভ করিয়াছি)।

আমি কালরূপী আত্মা যম। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমি কালাত্মরূপে, সর্ব্ব পারলৌকিক নিয়ন্তৃরূপে অমুক্ত অবস্থায় সেই পর সত্যস্বরূপের অধীনে ভ্রমণ করিতেছি। আমার এই বন্ধন আমারই কর্ম্মফলহেতু। আমি দীর্ঘকাল স্থায়ী জীবাধিপত্যপিপাসু হইয়া যে অগ্নিময় যজ্ঞ করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে এই দীর্ঘপাশ লাভ করিয়াছি। আমি অধ্রুবের সেবা করিয়া অধ্রুব গতি লাভ করিয়াছি। কর্ম্মান্তে ভিন্ন গতি লাভ করিব। নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত ও ধ্রুবনিষ্ঠ হইয়া ধ্রুবের অনুসন্ধান করিলেই পরম ধ্রুবের সন্ধান ঘটে ॥১০॥

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং,
ক্রতো রনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং, দৃষ্ট্বা
ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥৪০॥

নচিকেতঃ (হে নচিকেতঃ) ধৃত্যা ধীরঃ (শমদমাদি ধৈর্য্যগুণে ধীসম্পন্ন হইয়া) কামস্য আপ্তিং (অভিলাষের পূর্ণ চরিতার্থতা) জগতঃ প্রতিষ্ঠাং (জাগতিক ধনজনদৈববলাশ্রয়) ক্রতোঃ অনন্ত্যম্ (যজ্ঞের অনন্ত ফল), অভয়স্য পারং (নির্ভয়ে দিব্যলোকে বাস), স্তোমমহৎ (অতি প্রশংসনীয় অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত), উরুগায়ং (হিরণ্যগর্ভ

পুরুষের বৈরাজপদ), প্রতিষ্ঠাং (অত্যুত্তমগতি) দৃষ্ট্বা (বিশেষ বিচার করিয়া) অত্যস্রাক্ষীঃ (পরিত্যাগ করিয়াছ)।

নিষ্কল-নিষ্ক্রিয়-চিদানন্দ-স্বরূপ-সন্ধান-পথের পথিক যোগযুক্ত হইয়া সাধননিরত হইলে, তাহার সাধনপথে নানা প্রলোভন, নানা বিপত্তি ও পতনাশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হয় ; অদৃঢ় সাধককে সহজেই তাহারা যোগবিভ্রষ্ট করিয়া, বিভিন্ন ভোগসংসারে নিক্ষিপ্ত করে, এবং অটল ব্যক্তিকেও চঞ্চল করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়া থাকে। এই সকল অন্তরায় বাসনার ক্ষুদ্র ছিদ্র পাইয়া ক্রমে ক্রমে সাধকের চিত্তরাজ্যে প্রবেশ করে, এবং তাহার পতন ঘটায়। নচিকেতাও যোগোপবিষ্ট হইয়া ঈদৃশ বিপত্তি ও প্রলোভনের সহিত বিপুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। যোগপথের এক এক স্তরে এক এক অত্যাশ্চর্য্য সুখসম্পৎময় অধিকার তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহার সমাহিত জীবস্বরূপকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তীব্র-বৈরাগ্য-ধীসম্পন্ন নচিকেতা এমন কি, অনন্ত সুখময়, মহিমাময় ব্রহ্মলোকাধিকার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নচিকেতার মত শুদ্ধ বিবেকবুদ্ধ-আত্মস্বরূপপিপাসু ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী ॥

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্
অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং,
মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি ॥৪১॥

দুর্দ্দর্শং গূঢ়ং অনুপ্রবিষ্টং (দুর্জ্ঞেয়, অব্যক্ত সর্ব্বজগতে অন্তঃপ্রবিষ্ট) গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং (জীবের প্রাণবুদ্ধির অন্তরালে দেহের হৃদয়কন্দরে নিহিত) পুরাণং তং দেবং (সনাতন সেই

স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপকে) অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন মত্বা (আত্মজ্ঞান-প্রাপক সমাধি যোগবলে জ্ঞাত হইয়া) ধীরঃ হর্ষশোকৌ জহাতি (সুধী ব্যক্তি শোক দুঃখ অতিক্রম করেন)।

নচিকেতা দেখিলেন, তিনি যে শুদ্ধব্রহ্মবিদ্যার্থী হইয়া আজ যোগাসীন, সে ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুবিষয়ের জ্ঞানের উপর, এমন কি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। এই শুদ্ধ তত্ত্ব কোন বহিঃ-উপদেষ্টার উপদেশ হইতে লভ্য নয়। এই বিদ্যা বিদ্যার্থীর অন্তরে, হৃদয়গহ্বরে, শুদ্ধচিত্তের অন্তরালে নিত্য বিভাসিত। রাগদ্বেষাদি নানা বৃত্তির, ইন্দ্রিয়াদি নানা বাসনার আবরণে গুপ্ত শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ আপন চিদানন্দস্বরূপ সংগোপন করিয়া জীবের হৃদয় গুহায় সুপ্ত আছেন। তিনি এই গূঢ়ভাবেই বিশ্বচরাচরের অন্তরে অন্তরে অনুস্যূত। তাঁহাকে জানিতে হইবে সমস্ত দেহাবরণ উন্মুক্ত করিয়া,—দেহজ্ঞানের দেহজাত সমস্ত অশুদ্ধ বুদ্ধির নিরাস করিয়া, শুদ্ধচিত্ত ফলকে নির্ম্মল জ্ঞানের আলো জ্বালিয়া। তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে, নির্ম্মল প্রাণের প্রবল আবেগ-স্রোতে সমস্ত অশুদ্ধ রাশি বহিষ্কৃত করিয়া ও জীবাত্মসর্ব্বস্ব শুদ্ধস্বরূপে উৎসর্গ করিয়া। ঐ সমর্পণ-যোগে জীবাত্মাও ব্রহ্মাত্মার ক্রমঃ সান্নিধ্যে যে আনন্দ-বন্যার প্রবাহ উছলিয়া উঠে, তাহাতে স্নাত-শুদ্ধ হইয়া, জীব সকল সুখদুঃখদ্বন্দ্বময় জগৎ অতিক্রম করিয়া চিরামৃত রাজ্যে বিচরণ করে॥

এতৎ শ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেনমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা,
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে॥৪২॥

মর্ত্ত্যঃ এতৎ শ্রুত্বা (মানব এই শুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যায় উপদিষ্ট হইয়া), ধর্ম্ম্যং অণুং প্রবৃহ্য সম্পরিগৃহ্য (সকল ধর্ম্মের সার সূক্ষ্ম আত্মাকে জীবদেহ হইতে পৃথক্ করিয়া দর্শন করতঃ আত্মস্বরূপ জ্ঞাত হইয়া) স (জৈবত্বমুক্ত পুরুষ) হি (নিশ্চয়ই) মোদনীয়ং আপ্য (আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিয়া) মোদতে (আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয়)। লব্ধ্বা নচিকেতসং সদ্ম বিবৃতং মন্যে (হে নচিকেতঃ! তৎ-স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেই জানিবে, ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা-পথ তোমার নিকট উন্মুক্ত)।

বিশুদ্ধাধার ব্রহ্মবিবিদিষু ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মোপদেষ্টার নিকট সম্যক্‌রূপে উপদিষ্ট হইয়া, আপন হৃদয়-ব্রহ্মপুরে আত্মস্বরূপসন্ধানে অভিনিবিষ্ট হয়। যে পরমাত্মস্বরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বোধাতীত, সকল পার্থিব জ্ঞানের অতীত এবং কেবল শুদ্ধচিত্তের অনুভূতি-লভ্য, সেই দুরধিগম্য ব্রহ্ম একমাত্র আপন গোপন ব্রহ্মপুরেই প্রাপ্য, ত্রিলোকের অন্য কোথাও নহে। সকল যুগে, সকল আত্মদ্রষ্টা ঐ হৃদয়পুরে সনাতন ব্রহ্ম পুরুষকে যোগযুক্ত হইয়া দর্শন করিয়াছিলেন। এবং ঐ ভাবেই সকল ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুকে ব্রহ্মানুসন্ধান করিতে হইবে। পরমাত্মস্বভাব জীববুদ্ধিও দেহাত্মবোধের সহিত জড়িত ও বিকৃত হইয়া জীবাত্মরূপে বিচরণ করে। শুদ্ধ পরমাত্মার স্থিতি হেতুই দেহের চৈতন্যাভাষ, অহং-বুদ্ধির আস্ফোট। পরম শুদ্ধ আত্মস্বরূপকে দেহবোধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হইলেই, আনন্দ ও চিৎ প্রকাশ পায়। দেহ-বোধ বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিলেই পরমানন্দ উৎস আত্মস্বরূপ ও আত্মজ্যোতিতে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া, জীবের সুখ-দুঃখাত্মক জীবস্বভাব লোপ করিয়া, অমৃতের প্রতিষ্ঠা আনয়ন করে। তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অভেদ পরমাত্ম-স্বরূপে চিদানন্দ-সাগরে চির প্রশান্তি লাভ করে।

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মা-
দন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ
যত্তৎ পশ্যসি, তদ্বদ ॥৪৩॥

ধর্ম্মাৎ অন্যত্র (শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পৃথক্) অধর্ম্মাৎ অন্যত্র (অধর্ম্ম হইতে পৃথক্), অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অন্যত্র (এই কার্য্য-কারণ-সঙ্ঘাত হইতে পৃথক্) ভূতাৎ চ, ভব্যাৎ চ অন্যত্র (অতীত অনাগত বর্ত্তমান বস্তু হইতে পৃথক্) তৎ যৎ পশ্যসি (সেই যে বস্তু আপনি দেখিতেছেন) তৎ বদ (তাহা বলুন)।

ব্রহ্মস্বরূপ লাভে কি অব্যক্ত, অতুল আনন্দ ও চিৎ সাগরে নিমগ্ন হইয়া চির শান্তি লাভ করা যায়, তাহা বর্ণনা করিলেই ত চলিবে না,—কি ভাবে ঐ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা জানিতে হইবে। ঐ ভাবে ব্রহ্মবিদ্যার অতুল মহিমা আলোচনা করিয়া ও সম্যক্ অবগত হইয়া, সর্ব্বদুঃখবিনাশন, সর্ব্বসংসারহারক অতুলানন্দবিভাস আত্ম-বিদ্যার মহিমায় আপনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া, ব্রহ্মপ্রেক্ষী নচিকেতা আপন যোগপথের অন্তর্দৃষ্টিমানসে যমকে কহিলেন, "যে বস্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যাপুণ্য কৃতাকৃত কালাকালের অতীত, যে বস্তু সর্ব্ব ব্রহ্মবিবিদিষুর নিকট সর্ব্বকালে লভ্য, যাহা চির বর্ত্তমান, সর্ব্বজাগতিক স্বভাব-বর্জ্জিত, আত্মস্বভাবে বিরাজমান, তাঁহার অধিগমপন্থা বিবৃত করুন।" ॥১৫॥

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥৪৪॥

সর্ব্বে বেদাঃ যৎ পদমামনন্তি (বেদরাশি যে পদ শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য নিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করে), সর্ব্বাণি তপাংসি যৎ বদন্তি চ (সমস্ত যাগ-জপ-তপস্যাদি যাঁহার উদ্দেশ্যে আচরিত হয়) যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি (যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্রহ্মবিবিদিষুগণ ব্রহ্মচর্য্য সাধনার দ্বারা উর্দ্ধরেতঃ হয়েন) তৎপদং তে সংগ্রহেণ ব্রবীমি 'ওঁ' ইতি এতৎ (আমি সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি—সেই পদ 'ওঁ')।

ঈক্ষতি-কর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ। ১।৩। ১৩

ব্রহ্মসূত্র

ওঁ কার দ্বারা যাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে তিনি পরমাত্মা। কারণ ধ্যাতব্য পুরুষ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত উপাসকের ঈক্ষণীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

"এতদ্বৈ সত্যকাম, পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ, তস্মাদ্বিদ্বানেতে-নৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি"

সত্যকাম, এই যে ওঁকার ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম। এই ওঁকারকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া, ও ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিয়া, উপাসক আয়তনের দ্বারা—প্রণবসোপান দ্বারা একতর ব্রহ্ম সম্প্রাপ্ত হয়।

"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষ-মভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্।"

যিনি এই ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঁকারে পরম পুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যলোকে উপনীত হইয়া ওঁকারছন্দে ব্রহ্মলোকে নীত হন। ব্রহ্ম, ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান, ব্রহ্মস্বরূপানুভূতি, ব্রহ্মানন্দ-স্বভাব ব্রহ্ম-সৎস্বভাব ঐ 'ওঁ'। 'ওঁ' ব্রহ্মের শুদ্ধ বিকাশ। 'ওঁ' নাদে আনন্দময় ব্রহ্ম আনন্দ-প্লাবন লইয়া আপ্লুত হয়। ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ 'ওঁ' নাদ তরঙ্গ তুলিয়া আনন্দ-বন্যা বহায়। 'ওঁ' নাদে চিন্ময় ব্রহ্ম—অচেতন জড়ে সুপ্ত ও

অনুস্যূত ত্রিগুণাত্মক বিকৃতচৈতন্যময় জগতে কারণরূপে অন্তর্নিহিত শুদ্ধ অখণ্ডচৈতন্য পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। ওঁ-নাদ জড়ের জড়ত্ব ছিন্ন করিয়া, অশুদ্ধ চৈতন্যের অশুদ্ধি হরণ করিয়া, পূর্ণ-জ্ঞান-জ্যোতিঃ-ছটা বিকীর্ণ করে। ওঁ-নাদে সদ্‌ব্রহ্ম সন্দেহকে নিরাকৃত করিয়া, মিথ্যাকে লুপ্ত করিয়া, অস্থিরকে অচল-প্রতিষ্ঠ করিয়া, অধীরকে সুধী করিয়া, অজ্ঞানকে স্থিত-প্রজ্ঞ করিয়া, ভীত ও ত্রস্তকে নির্ভীক করিয়া স্ব-প্রতিষ্ঠরূপে স্থাপন করে। 'ওঁ' নাদ জীবের জীবত্ব মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে নিজস্ব আনন্দ, চিৎ ও সৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করে। সুতরাং 'ওঁ'-ই ব্রহ্ম। 'ওঁ' ব্রহ্মের প্রতীক। 'ওঁ' ব্রহ্মের পূর্ণ বিগ্রহ। 'ওঁ' সাধনায় পূর্ণব্রহ্মস্বভাবের প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।

ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির আদি যদি কল্পনার মধ্যে আনা যায়, তবে দেখা যায়, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় পূর্ণ ব্রহ্ম 'ওঁ' নাদের সহিত আকাশ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, প্রাণছন্দে ছন্দোময় ছিলেন। ওঁ-ছন্দে, ওঁ-তরঙ্গে বিভাসিত ছিল সমগ্র বিশ্বের সাররূপ পরম জ্যোতিঃ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ঐ ওঁ-ছন্দে বহমান ছিল। সকল আনন্দের, সকল রসের কারণ ও সার রসময় বা আনন্দময় ব্রহ্ম ঐ ওঁ-ছন্দে নৃত্যপরায়ণ ছিল। 'ওঁ' অব্যাহত পূর্ণছন্দে সঙ্গীতময় ও নৃত্যশীল ছিল। সৃষ্টিকাম সগুণ সোপাধিক ব্রহ্ম বা প্রজাপতি ওঁ-নাদে তপস্যা করিলেন। জীব তপস্যার দ্বারা প্রাণ উর্দ্ধগ করিয়া মুক্ত হয়। সগুণ ব্রহ্ম তপস্যার দ্বারা প্রাণ নিম্নগ করিয়া সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড-রূপে, জীবরূপে অমুক্ত স্বভাব ও বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হইলেন। প্রজাপতি নাদিত 'ওঁ', ওঁ এর অ, উ, ম্ নানা ভাবে নানা দিকে বিভাজিত হইয়া সকল স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের তরঙ্গ ও বীচিমালা তুলিয়া, নানা স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। ইহাই ব্রহ্মের প্রবৃত্তি বা বহিঃ প্রকাশ হেতু তপস্যা। আবার তিনি ইচ্ছা করিলে

সকল বর্ণ সংগ্রহ করিয়া পূর্ণ 'ওঁ' এর তপস্যা করিয়া ব্যাবৃত্তি বা অন্তর্লয় করিতে পারেন।

জীবের মুক্তি ঐ অন্তর্লয় সাধনায়। তাহা সম্ভবে ওঁকারের নির্বাধ নিরবচ্ছিন্ন ছন্দোময় নাদে। ক্রমে সমগ্র বিভিন্নমুখী বিভিন্নাভিলাষী ছন্দ একীভূত হইয়া যখন পূর্ণ ছন্দে ওঁ-নাদ করিতে সমর্থ হয়, তখন জীবের সমস্ত জীবস্বভাব লুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার পূর্ণ ব্রহ্মস্বভাব বিকাশ লাভ করে।

'ওঁ' কার সাধনায় ব্রহ্মপদ সম্প্রাপ্তি ঘটে। 'ওঁ' হৃদয়কন্দরে সুপ্ত ব্রহ্মের সহিত গুপ্ত থাকিয়া, জীবস্বভাবের নানা বিকৃত, বিকট, মৃদু, মধুর, ও হাস্য ব্যঙ্গ বিষাদময় শব্দে প্রকাশ পাইতেছে। 'ওঁ' হৃদয়ের ক্ষুদ্র আকাশে অস্ফুট নাদিত; তাই জীবের জীবত্ব। জীব সাধনা বলে, প্রাণের পূর্ণ প্রবাহে হৃদয়পুরে ক্ষুদ্র আকাশে আবদ্ধ ওঁ-কে নাদিত করিয়া, অনন্ত নিরবচ্ছিন্ন আকাশের স্বতঃ-নাদিত পূর্ণ ওঁ-নাদের সহিত মিলিত করিয়া, আপন জৈব ধর্ম্মের অবসান আনয়ন করে। 'ওঁ' হৃদয়ে ছন্দোময় হইয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিলেই আনন্দময় ব্রহ্ম ব্রহ্মপুরে সজাগ, স্পন্দনশীল-ক্রমে নৃত্যশীল হইয়া উঠেন। উত্তরোত্তর শুদ্ধতর প্রাণের ওঁ-সাধনায়, ক্রমে আনন্দময় ব্রহ্ম পূর্ণানন্দ-তরঙ্গ-প্রবাহে জ্ঞানভাণ্ডার চিন্ময় ব্রহ্মে উপনীত হয়। চিদানন্দের সম ওঁ-কার-নাদে নিষ্কল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সম্প্রাপ্তি ঘটে। ওঁ-নাদে হৃদয়ে অতুল আনন্দধারা উদ্বেলিত হইয়া ক্রমে ভ্রূ বা জ্যোতির্লোকে জ্ঞানজ্যোতির সহিত মিলিত হয়। জীবাত্মার বিশুদ্ধ স্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ ওঁ-নাদে বিভাসিত হয়। নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে 'মুণ্ডক শ্রুতি' ঐ তথ্যই ঘোষণা করিতেছে :—

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসা-নিশিতং সংদধীত।

আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা

লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥

হে প্রিয়দর্শন! উপনিষদের সারার্থ মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া, উপাসনারূপ তীক্ষ্ণ শর যোজিত করিয়া সকল ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ ও বিষয়বিমুখ করিয়া, উদ্গতচিত্তে লক্ষ্য সেই অক্ষর ব্রহ্ম অবগত হইও ॥

প্রণব 'ওঁ' তোমার ধনু, চিদাভাস আত্মা শর, আর পরব্রহ্ম সেই শরের লক্ষ্য বলিয়া কথিত হয়। প্রমাদশূন্য হইয়া শরের ন্যায় একাগ্র হইতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

বস্তুতঃ নামকীর্ত্তনের মহিমাও 'ওঁ'-নাদের সহিত জড়িত। ওঁ-নাদে যেমন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি ঘটে, নামকীর্ত্তনেও গোলকবিহারী হরি, ব্রহ্মরূপা আনন্দময়ী, বা পরমজ্ঞান শিবপদ প্রাপ্তি ঘটে। ওঁ-নাদ ও নামকীর্ত্তন উভয়েরই তত্ত্ব একই ব্রহ্মপদে নিহিত।

এই পরম পবিত্র, সকল তপস্যার সার ওঁকার-ধ্বনির যোগপ্রথা দ্রষ্টব্য বিষয়। পরবর্ত্তী স্মৃতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত আছে:—

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।

মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।

যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

এই মন্ত্রদ্বয়ের সারার্থ এই:—একাদশ দ্বারবিশিষ্ট এই দেহপুরকে আত্মচৈতন্যাভিমুখী করিতে হইবে (৮৭তম মন্ত্র)। স্বভাবতঃ বিষয়প্রবণ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়বিরাগদ্বারা শুদ্ধ করিয়া ব্যাবৃত্তিপথে

আত্মহৃদয়গুহায় নিহিত পরমচৈতন্যের স্বরূপ-সন্ধান-পরায়ণ করিতে হইবে। ক্রমে ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনের ক্রিয়াও আপন হৃদয়পুরে আত্মস্বরূপ-চিন্তনে নিযুক্ত হইবে। সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোনিরোধে চিন্তাধারা সংযত হইলে, প্রাণ ক্রমশঃ হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধবাহী হইয়া প্রথমে ভ্রূ, তৎপর মূর্দ্ধায় আসিয়া, পরমচিৎস্বরূপের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল-প্রয়াস হইবে। তৎসঙ্গে হৃদয় হইতে ওঁ-ধ্বনি হৃদয়দেশ স্ফীত করিয়া সমগতিতে, সম তাল, লয়ে, মূর্দ্ধাভিমুখী সতত নাদিত হইতে থাকিলে অচিরে ব্রহ্মাত্ম-স্বরূপ পূর্ণবিকাশ লাভ কবিয়া জীবের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেয়। ওঁ-কার মহিমায় পরম ব্রহ্মপদ ঘটে। নামকীর্ত্তনও ঐভাবে আচারিত হইলে, পরমপদ লভ্য হয়।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম, এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥৪৩॥

এতৎ অক্ষরং এব হি ব্রহ্ম (এই অক্ষরই অপরব্রহ্ম) এতৎ এব অক্ষরং পরম্ (এই ওঙ্কারই পরব্রহ্ম) এতৎ এব হি অক্ষরং জ্ঞাত্বা যঃ যৎ ইচ্ছতি (যোগাচরণ দ্বারা এই ওঙ্কারের মহিমা অবগত হইয়া, যিনি যেরূপ প্রার্থনা করেন) তস্য তৎ (তিনি তদ্রূপ সিদ্ধিলাভ করেন)। *

নিষ্কাম হইয়া ওঁ-কার সাধনা করিলে পরম ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি ঘটে। সকাম হইয়া ওঁ-কার সাধনা করিলে অপরব্রহ্ম অর্থাৎ শিবলোক, ব্রহ্ম-লোক, প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় দিব্যলোক প্রাপ্তি ঘটে।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৪৬॥

এতৎ আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ (অপরব্রহ্ম-প্রাপ্তিকারণ রূপে ওঁ-কারই শ্রেষ্ঠ) এতৎ আলম্বনং পরম্ (পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি যোগরূপে ওঁ-কারই শ্রেষ্ঠ)

এতৎ আলম্বনং জ্ঞাতা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে (এই পরম আশ্রয় ওঁ-কার-তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মার ন্যায় পূজ্য হওয়া যায়)

ওঁ-কার শ্রেষ্ঠ যোগ, সকল মন্ত্রের আশ্রয় 'ওঁ'। সকল জপের শ্রেষ্ঠ জপ 'ওঁ'। সকল নামের শ্রেষ্ঠ নাম 'ওঁ'। যে যেই ভাবে ওঁ-সাধনা করে, সে সেইভাবে সিদ্ধিলাভ করে। ওঁ-কার-মহিমজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকাধিপের সদৃশ ॥ ৪৬ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ,
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥৪৭॥

বিপশ্চিৎ ন জায়তে ম্রিয়তে বা (আত্মজ্ঞ আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করে না, বা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় না); অয়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব (আত্মা কোনও বস্তুবিশেষ হইতে উদ্ভূত হয় নাই) অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ অয়ং (জন্ম-রহিত সনাতন নির্ব্বিকার এই আত্মা) শরীরে হন্যমানে (দেহ বিনিষ্ট হইলেও) ন হন্যতে (নাশপ্রাপ্ত হয় না) ॥ ৪৭ ॥

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুꣳ হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥৪৮॥

হন্তা হন্তুং মন্যতে চেৎ (যে ঘাতক মনে করে 'আমি হনন করিব') হতঃ হতম্ মন্যতে চেৎ (যে হত ব্যক্তি 'আমি হত হইলাম,' মনে করে), তৌ উভৌ ন বিজানীতো (তাহারা উভয়েই আত্মাকে জানে না)। অয়ং ন হন্তি, ন হন্যতে (আত্মা কাহাকেও হনন করে না, হতও হয় না)।

যোগী ওঁকার কার্ম্মুকে জীবাত্মরূপী শরকে স্থাপিত করিয়া

পরমাত্মস্বরূপ লক্ষ্য করিবে এবং সুসমাহিত জীবাত্মা পরমাত্মস্বরূপে বিলীন হইবে। নচিকেতা ওঁ-নাদে জীবাত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ স্বরূপে অনুভব বা দর্শন করিয়া স্থির জ্ঞানে উপনীত হইলেন ;— এই আত্মা জন্ম গ্রহণ করে না, স্থান পরিবর্ত্তন দ্বারা অন্যত্র গমন করে না, বৃদ্ধি পায় না, বিপরিণত হয় না, ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না, এবং বিনষ্ট হয় না। জনন, মরণ, হনন, ছেদন, শোষণ, দহন ইত্যাদি কথা আত্মার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। আত্মা সকল রকম কার্য্যা-কার্য্যের অতীত নিত্য নির্ব্বিকার বস্তু। জীবগণ যে দেহের উৎপত্তি-নাশাদি ধর্ম্ম আত্মার উপর আরোপ করে, উহা তাহাদের ভ্রম। দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য অনুভূত হইলেই উক্ত সত্যজ্ঞান জীবাত্মাতে বিকাশ পায়। জীবাত্মা আপন পার্থক্য ও গৌরব অবগত হইয়া আপন স্বরূপ আনন্দ ও চিতের প্রতিষ্ঠা হেতু যোগমার্গে আরোহণ করে॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু-প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥৪৯॥

অণোঃ অণীয়ান্ (সূক্ষ্ম অণু হইতে সূক্ষ্মতর) মহতঃ মহীয়ান্ (আকাশ প্রভৃতি মহৎ বস্তু হইতেও মহত্তর) আত্মা অস্য জন্তোঃ গুহায়াং নিহিতঃ (আত্মা জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থান করিতেছেন) অক্রতুঃ বীতশোকঃ ধাতু-প্রসাদাৎ (বীতরাগ শোক-রহিত ব্যক্তি শুদ্ধ বীর্য্য-মহিমায়) আত্মানঃ তং মহিমানং পশ্যতি (আত্মার সেই নির্ব্বিকারত্ব-মহিমা দর্শন করে)।

নচিকেতা দেখিলেন বিশাল হইতে বিশালতর ও সর্ব্ববিশ্বব্যাপী যিনি, তিনিই আত্মা। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সূত্রাকার জীবাণুতে অন্তর্প্রবিষ্ট যিনি, তিনিও সেই আত্মা। এক অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বগ সর্ব্বব্যাপক আত্মা অণু ও মহান্ রূপে বিরাট্ বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন। হৃদয়নিহিত আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ দৃষ্ট হইয়াই নচিকেতার জ্ঞানভাণ্ডারে উক্ত জ্ঞানের বিকাশ আনয়ন করিল। আত্মা বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করুন, কিন্তু বিশ্ব ভ্রমিয়া তাহাকে জানিতে পারিবে না। তোমারই হৃদয়ে যে সূক্ষ্ম জীবরূপে আত্মা বিরাজ করিতেছেন, তাহাকে দেহ হইতে পৃথক আত্মরূপে জান, তখন আত্মা নিশ্চিতভাবে আত্মস্বরূপে বিকশিত হইবেন।

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥৫০॥

আসীনঃ দূরং ব্রজতি (অচলভাবে অবস্থান করিয়াও তিনি দূরগামী) শয়ানঃ যাতি সর্ব্বতঃ (নিরিন্দ্রিয়, নিষ্ক্রিয় হইয়াও তিনি মন উপাধি আরূঢ় হইয়া, সর্ব্বত্র গমন করেন) মদামদং দেবং তং (সেই আত্মা যখন বিজ্ঞাত হন তখন তিনি আনন্দময়, যখন অবিজ্ঞাত থাকেন, তখন তিনি সংসার উপাধিহেতু নিরানন্দময়, তাদৃশ স্বপ্রকাশ আত্মাকে) মৎ অন্যঃ কঃ জ্ঞাতুম্ অর্হতি (আত্মজ্ঞ পুরুষ বা আত্মজ্ঞ আমি ব্যতীত অন্য কে জানিতে সক্ষম হয়?)

আত্মজ্ঞ নচিকেতার জ্ঞানচক্ষুর নিকট আত্মার আশ্চর্য্যময় স্বরূপ-রহস্য উদ্ঘাটিত হইল। নিরুপাধিক আত্মা পরমব্রহ্মস্বরূপে নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী ও অচল; তিনিই আবার সোপাধিক হইয়া কর্ম্মশীল, সর্ব্বত্র গমনশীল, নানা বিকারাভিভূত;—ঈদৃশ বিরুদ্ধ-স্বভাব-বিশিষ্ট

আত্মার নিরুপাধিক বিশুদ্ধস্বরূপ—আনন্দময় চিন্ময় সত্তা এক আত্মজ্ঞ পুরুষই জানিতে সক্ষম হয়েন। যখন তিনি বিজ্ঞাত হয়েন তখনই তিনি আনন্দস্বরূপ ও স্বয়ম্প্রভ ; এবং যখন তিনি অবিজ্ঞাত, তখন তিনি সংসারী ও শোক-দুঃখ-জরাদি দ্বন্দ্ব-স্বভাব-জড়িত।

অশরীরꣳ শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৫১॥

অনবস্থেষু শরীরেষু অবস্থিতং অশরীরং (বিনাশশীল জীবদেহে নিত্য অবস্থিত অশরীর) মহান্তং বিভুং আত্মানং (দেশকালগুণাতীত মহান্ স্বয়ং বিরাজমান আত্মাকে) ধীরঃ মত্বা ন শোচতি (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞাত হইয়া শোকদুঃখাতীত হন।)

নচিকেতা গতিশীল, কর্ম্মরত, জন্ম-জরা-ব্যাধি-শোক-দুঃখ-মরণাভিভূত নানা-বিকার-সম্পন্ন, নানাভিব্যক্তি, নানা-পার্থক্যযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি ব্যাপিয়া পৃথক স্ব-স্বরূপে অবস্থিত এক আত্মাকে দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, জীবজগৎ শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া অতীব মুহ্যমান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ শোকদুঃখের অস্তিত্ব কিছুই নাই। আত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলেই আত্মজ্ঞের শোক-দুঃখ থাকে না॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূꣳস্বাম্ ॥৫২॥

অয়ং আত্মা প্রবচনেন ন লভ্যঃ (কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যার

দ্বারা এই আত্মজ্ঞান লাভ হয় না) মেধয়া ন, বহুনা শ্রুতেন ন (কেবল ধারণা শক্তি বা বহু শাস্ত্র শ্রবণেও আত্মজ্ঞান লাভ হয় না) । এষঃ যম্ এব বৃণুতে তেন লভ্যঃ (এই আত্মা যেই একাগ্র যোগনিষ্ঠ সাধককে প্রসন্ন হইয়া দর্শন দেন, তাহার দ্বারাই আত্মা গোচরীভূত হয়েন) এষঃ আত্মা স্বাম্ তনূং তস্য বিবৃণুতে (সেই সাধকের প্রবুদ্ধ আত্মদৃষ্টির সম্মুখে এই আত্মা স্বকীয় অতুল রূপ প্রকাশিত করেন) ।

নচিকেতা দেখিলেন, "বহুশাস্ত্র পাঠ, বহুশাস্ত্রালোচনা, বহু দর্শন, বহুতর্ক দ্বারা আত্মজ্ঞানের লেশমাত্র আমার দ্বারা লভ্য হয় নাই। শাস্ত্রে বা তর্কে কেহ কখনও তাঁহাকে পায় নাই, পাইবেও না। বৃথা পাণ্ডিত্য। বৃথা তার্কিকের তর্কশাস্ত্র। একাগ্র সাধনপরায়ণ, ভক্তিপরায়ণ আত্মজিজ্ঞাসুমাত্র আত্মার দর্শন পায়েন। আত্মা ধন নয়, বিত্ত নয়, ভোগ্য বস্তু নয় যে, আত্মাকে ধন বিত্তাদি, ভোগ্যবস্তুর মত লাভ করা যাইতে পারে। আত্মা বিশ্ববিরাজিত জগদতীত জগৎপ্রভু। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সাম্রাজ্য, তাহার অন্তরে, অতীতে, অণু পরমাণুতে নানা ঐশ্বর্য্যে নানারূপে, নানা বিভূতিতে ও নানা ছদ্মরূপে তিনি সতত বিরাজমান। তিনি যাহার একনিষ্ঠা, ভক্তি, বিশুদ্ধতাতে প্রসন্ন হন তাহাকেই তিনি দর্শন দেন। সকলেই সম্রাটের দর্শন পায় না। সম্রাট্ যাহার রাজ-ভক্তিতে ও গুণরাশিতে প্রসন্ন হন, তাহাকেই সম্রাট দর্শন দেন। বিশ্বাত্মাও শুদ্ধাত্মস্বরূপে তদ্রূপ কেবল আত্মনিষ্ঠ যোগীকে দর্শন দিয়া থাকেন। একরূপী, চিরানন্দ, চিরজ্ঞান. চিরস্থিতি সর্ব্বত্র বিরাজমান যিনি তিনিই বহুরূপী হইতে পারেন, অতুলানন্দমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন ও নানাভাবে জ্ঞানগম্য হইতে পারেন। কেবল আত্মদৃক্ ভাগ্যবান্ পুরুষের নিকটই ঐ মায়াতীত শুদ্ধ তনু, শুদ্ধস্বরূপ নানারূপে নানৈশ্বর্য্যে আবির্ভূত হয়েন। যোগীর আবশ্যক আত্মনিষ্ঠার দ্বারা আত্মাকে প্রসন্ন করা।"

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥৫৩॥

দুশ্চরিতাৎ অবিরতঃ ন (শাস্ত্রনিষিদ্ধ নিন্দিত পথ হইতে যে নিবৃত্ত হয় নাই, সে তো তাঁহাকে পাইবেই না) অশান্তঃ ন (শ্রবণ-স্মরণ-মনন-ধ্যানাদির দ্বারা যে আত্মনিগ্রহ করে নাই, সেও পাইবে না), অসমাহিতঃ ন (যে একাগ্রচিত্ত হয় নাই সে তো পাইবেই না), অশান্তমানসঃ ন অপি বা (এমন কি সমাহিত হইয়াও যে বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, সেও পাইবে না। এনম্ আত্মানং প্রজ্ঞানেন অপ্নুয়াৎ (এই বিশুদ্ধ আত্মাকে বিষয়-বিরাগ-সম্পন্ন ও বিবেকবুদ্ধ তত্ত্বজিজ্ঞাসার দ্বারা জানিবে)।

সত্যধর্ম্মাচরণ পথ একটী। তাহার বহু শাখা নাই, বহু মত নাই, বহু পথ নাই। অতি সূক্ষ্ম সে আত্মজ্ঞান পথ। শাণিত সূক্ষ্মক্ষুরধার-পথের শেষে আত্মদর্শন মিলে। বিশুদ্ধ শাস্ত্র যে সত্যবাক্যের নির্দ্দেশ করিয়াছে সেই সত্যবাক্য—আত্মনিগ্রহ, আত্মনিষ্ঠা, আত্মানুসন্ধিৎসার দ্বারা আত্মদৃষ্টি লাভ হয়। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খল, শাস্ত্রপথবিরোধী যাত্রীর সেই পথ লভ্য হয় না। সতত শুদ্ধ আত্মার স্মরণ-কীর্ত্তন-ধ্যান দ্বারা শুদ্ধ হইয়া, যে আত্মসমাহিত হইয়াছে, তাহারই আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভবে। শুধু আত্মসমাহিত হইলেই চলিবে না, সমাহিত অবস্থায়ও বিষয়কালিমা চিত্তে লিপ্ত থাকিতে পারে; সমাধি যোগে বিশুদ্ধ চিত্তে একাগ্র ব্যাকুলতায় তাঁহার অনুসন্ধান করিলেই, তিনি লভ্য হয়েন। আবশ্যক তীব্র-ব্যাকুলতা-সম্পন্ন, প্রেমাবেগপূর্ণ একনিষ্ঠ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥৫৪॥

ব্রহ্ম চ ক্ষএং চ উভে (ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশেষ কিছুই নাই, বিশ্বমানবজাতি,—বিশ্বচরাচর) যস্য ওদনঃ ভবতঃ (খাদ্যরূপে যাহার উদরে অবস্থান করে), মৃত্যুঃ যস্য উপসেচনং (সর্ব্বজীব সংগ্রাহক মৃত্যু যাঁহার অহারের সামান্য লক্ষণ মাত্র), কঃ বেদ সঃ ইত্থা যত্র তিষ্ঠতি (কাহার এতদ্‌রূপ সর্ব্বব্যাপক দৃষ্টি আছে যে, তাঁহার সেই বিরাট্‌রূপ যুগপৎ দর্শন করিতে পারে ?)

নচিকেতা ব্রহ্মাত্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আনন্দরূপে, চিদ্রূপে ও সদ্রূপে তাঁহাকে দর্শন করিলেন, তাঁহার বিপুল আনন্দ স্রোত নচিকেতা স্বরূপ হইল, অতুল জ্ঞান জ্যোতিঃ নচিকেতার বিভাস হইল ; সর্ব্বব্যাপক যুগযুগসত্য স্থিতি অনুভূত হইল, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য বিশ্বব্যাপী বিরাট্ রূপ একমাত্র অনুভবগম্য হইতে পারে, এতদতিরিক্ত দৃষ্টি কোন্ ব্যক্তি লাভ করিতে পারে।

প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী সমাপ্তা।

তৃতীয়া বল্লী

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে,
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি,
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥৫৫॥

লোকে সুকৃতস্য ঋতং পিবন্তৌ (এই দেহে কর্ম্মফল ভোক্তৃদ্বয়) পরমে পরার্দ্ধ্যে গুহাং প্রবিষ্টৌ (হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ প্রদেশে গুহায় অবস্থান করিতেছেন)। যে চ ব্রহ্মবিদঃ, পঞ্চাগ্নয়ো, ত্রিণাচিকেতাঃ (যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁহারা পঞ্চাগ্নির উপাসক ও তত্ত্বজ্ঞ, এবং বেদের অধ্যয়ন, অধিগম ও অনুষ্ঠান দ্বারা ত্রিণাচিকেত হইয়াছেন, তাঁহারা) ছায়াতপৌ বদন্তি (ঐ গুহাধিষ্ঠিত ভোক্তৃদ্বয়কে ছায়া ও আলোক সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করেন)।

মানবদেহের উত্তমাঙ্গ হৃদ্দেশ হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত। হৃদয়ে সতত আত্মানুভূতি বিদ্যমান বলিয়া, হৃদয় শ্রেষ্ঠাংশ। জীবের ধর্ম্মজাগরণ হয় হৃদ্দেশ হইতে। জীব যে দেহাতিরিক্ত, দেহবিচ্ছিন্ন ও শুদ্ধ অন্য নিত্য বস্তু, সেই জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হৃদয় হইতে, হৃদয়-বিশুদ্ধি হইতে। হৃদয় হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধতর প্রদেশে আত্মানুভূতির সহিত জীবের বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া আইসে। ক্রমে সে মূর্দ্ধাতে শুদ্ধাত্মার পূর্ণবিকাশ দর্শন করিয়া জীবলীলার অবসান করে। হৃদয়ের যে স্থলে আত্মার বা আত্মচৈতন্যের স্পন্দন ও অনুভূতি হয়, তাহার আখ্যা গুহা বা ব্রহ্মপুর বা পুণ্ডরীকবেশ্ম (পদ্মগৃহ)।

সেই ব্রহ্মপুরে ভোক্তৃদ্বয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা ছায়াও আলোকের ন্যায় বর্ত্তমান। "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ।" (বেদান্তসূত্র ১।২।১১)। "কঠ শ্রুতিতে যে দুইজনকে গুহানিহিত বলা হইয়াছে, তাঁহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা; কারণ শ্রুতি সর্ব্বত্র ঐ দুইজনকেই গুহানিহিত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন।" ঐ দুইয়ের মধ্যে জীবাত্মা কর্ম্মফলভোক্তা, কিন্তু পরমাত্মা ভোক্তা নহেন। কিন্তু ব্যাখ্যেয় মন্ত্রে কর্ম্মফলভোক্তৃদ্বয় (ঋতং পিবন্তৌ) বলিয়া যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা ছত্রিন্যায়ের দ্বারা বুঝিতে হইবে; যথা,—দলবদ্ধ বহু পথিকের মধ্যে একের মাথায় ছাতা থাকিলেও দূরস্থ দর্শকেরা বলে "ঐ ছত্রধারীরা যাইতেছে।" এই ক্ষেত্রেও জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোক্তা এবং পরমাত্মার সন্নিধানে অবস্থিত। সেই হেতু জীবাত্মাও পরমাত্মা উভয়কেই কর্ম্মফল ভোক্তা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ পরমাত্মা শুদ্ধ নিলিপ্ত, নিষ্ক্রিয়; তিনি কর্ম্মফলভোক্তা নহেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ প্রতিষ্ঠাতে মুক্তি এবং সত্যতঃ জীবাত্মাই স্বরূপতঃ পরমাত্মা। সুতরাং হৃদ্দেশে এক পরমাত্মাই বিরাজমান বলা উচিত ছিল। উক্ত শ্রুতিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ প্রতিপাদিত হয় নাই; ভেদ নিবারণের জন্যই কেবল উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে। ঐ পার্থক্য আলোক ও ছায়ার ন্যায়। ছায়ার নিজ স্বরূপ বা অস্তিত্ব কিছুই নাই, আলোকের স্বরূপই ছায়ার স্বরূপ। পরমাত্মা হৃদয় পুণ্ডরীকে বর্ত্তমান থাকায় তাহার চৈতন্য সমস্ত জীবদেহে আলোক-রশ্মির ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই বিকীর্ণ চিদাভাস পাইয়া জীব সতত চঞ্চল ও বিষয়লোলুপ। হৃদয়স্থ পরমাত্মাচৈতন্য বিশ্বব্যাপক অখণ্ড চৈতন্যের অবিচ্ছিন্নঅণুমাত্র· সেই অণু পরিমাণ শুদ্ধ চৈতন্য জীবদেহে জীবস্বভাবে ব্যক্ত হইতেছে। তাড়িত শক্তি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, বিশ্ব

আকাশ ব্যাপিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলে ; তবুও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধাতু-বিশেষে কিয়ৎ তাড়িতশক্তি সংগৃহীত হইয়া, স্বীয় অভিব্যক্তি দেখায় ; এবং তাড়িত যন্ত্রাদির স্থান বিশেষে অধিকতর শক্তি সংগৃহীত থাকে। চুম্বকশক্তি ও সর্ব্ব আকাশ বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। তবুও পৃথিবী গ্রহাদির স্থান বিশেষে চুম্বক শক্তি কিয়ৎ সংগৃহীত থাকিয়া আকর্ষণ ক্রিয়া সম্পাদন করে এবং মেরু প্রদেশে অধিকতর শক্তির খেলা ব্যক্ত করে। তদ্রূপ আলোক ও উত্তাপের অভিব্যক্তি। জীবদেহে পরমাত্মার ও সম্পূর্ণ তদ্রূপ অভিব্যক্তি। জীবের হৃদ্দেশ অধিকতর চৈতন্যাভিব্যক্তির যন্ত্রবিশেষ, বা মেরু প্রদেশ বিশেষ। জীবের সমস্ত-দেহ-ব্যাপক চৈতন্য, বৈজ্ঞানিক তাড়িত যন্ত্রাদির ন্যায়, জীবদেহের অন্যান্য অঙ্গ হইতে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়প্রদেশে পূর্ণভাবে সংগৃহীত করা যায়। জীবের চিৎশক্তি তাহার দেহের মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া অপান দেশ হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত চলাচল করে। অশুদ্ধ জীবদেহে ঐ শক্তি অপান অথবা নাভিদেশেই সংগৃহীত থাকিয়া অপচিত হইয়া যায় এবং তাহার পরমাত্ম স্বরূপ বিকাশ পায় না। কিন্তু শুদ্ধচিত্ত জীবের চিৎশক্তি হৃদ্দেশে সংগৃহীত হইয়া, জীবের আপন শুদ্ধ স্বরূপানুভূতি জাগাইয়া দেয়। তখন হৃদয়দেশে জীবচৈতন্য ও শুদ্ধ পরমাত্ম-চৈতন্যের মাঝে বাসনা-সম্ভূত অশুদ্ধাবরণ বর্ত্তমান। ঐ বাসনাবরণ ছিন্ন হইয়া গেলে, আর ছায়ার অস্তিত্ব থাকে না। শুদ্ধ পরমাত্মা আপন শুদ্ধস্বরূপ জীবদেহের মূর্দ্ধায় অভিব্যক্ত দর্শন করিয়া প্রাক্ মিথ্যা জীববন্ধন বিস্মৃত হয়।

মুণ্ডক-শ্রুতি এই তথ্যই অতি সুললিত মন্ত্রে উপদেশ করিতেছে ;—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরান্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥৪৬॥

সংযুক্ত ও সমানস্বভাববিশিষ্ট দুইটী পক্ষী (পক্ষীসদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষে সংসক্ত হইয়া বাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একটী প্রিয়কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটী কিছুই ভোগ না করিয়া কেবলমাত্র দর্শকরূপে অবস্থান করে॥

জীবাত্মা (পরমাত্মার সহিত) একই বৃক্ষে অবস্থান করিয়াও স্বীয় ঐশ্বর্য্যের অজ্ঞানতাহেতু মোহগ্রস্ত হয়। সে জীবই যখন ধ্যান-পরায়ণ হইয়া যোগিজনদৃষ্ট আপন বিশ্বব্যাপী মহিমা দর্শন করে, তখন সে সংসারক্লেশ হইতে বিমুক্ত হয়॥

আত্মজ্ঞ নচিকেতা ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপ্রণোদিত যোগ-প্রবাহে পরমাত্ম-স্বরূপসন্নিকৃষ্ট, পরমানন্দপ্রেমাকৃষ্ট, ও পরমচৈতন্য-প্রবুদ্ধ হইয়া, স্বীয় অসত্য পার্থক্য ও তাহার কারণ উপলব্ধি করিলেন। তাহার আত্ম-চৈতন্য হৃদ্দেশে সংগৃহীত স্বীয় স্বরূপ দর্শনে ব্যাকুল হইয়া মূর্দ্ধাভিমুখে ধাবিত হইল। তখন হৃদ্দেশ হইতে ব্রহ্মতালু ব্যতীত অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসার জড়বৎ পড়িয়া রহিল। জ্ঞাতা জীবাত্মা জ্ঞেয় পরমাত্মা উভয়ের সন্নিকর্ষণের মাঝে যে ব্যবধান ও ব্যবধানকারণ, তাহা নচিকেতার নিকট করতলস্থ আমলকের ন্যায় অনুভূত হইল। তিনি এ পর্য্যন্ত পরমাত্মচৈতন্যের জীবদেহে প্রতিবিম্বিত জীবচৈতন্যেই পরমাত্মার এতাদৃশ সন্নিধানে আগত হইয়াছেন। স্বল্প আবরণ উন্মোচনেই তিনি জ্ঞেয় অখণ্ডচৈতন্যে স্বীয় জ্ঞাতৃ-পার্থক্য বিসর্জ্জন করিবেন!

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥৫৬

ঈজানানাং যঃ সেতুঃ, নাচিকেতং শকেমহি (যাজ্ঞিকগণের শোক-দুঃখ পারের সেতু বা উপায়স্বরূপ যে নাচিকেত নামক অগ্নি, আমি তাহা চয়ন করিতে সমর্থ)। তিতীর্ষতাং অভয়ং পারং যৎ অক্ষরং পরং ব্রহ্ম (সেতুর পরপারে নির্ভয়, নিঃসংশয়, অক্ষর পরব্রহ্ম-রাজ্য তাহাও লাভ করিতে আমি সমর্থ)।

আত্মজাগরণে, শুদ্ধাত্মস্বরূপাকর্ষণে, আকর্ষণানন্দধারায় নচিকেতা পূর্ণ প্রবুদ্ধ, আত্মবিশ্বস্ত, নির্ভয় ও শক্তিমান্। দেহ-বিচ্ছিন্ন আত্ম-চৈতন্য আত্মস্বরূপলাভসাফল্যে কৃতনিশ্চয়। নচিকেতার পশ্চাতে সমস্ত জীবলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি ; সম্মুখে নির্ভয়, শুদ্ধ জ্ঞানানন্দ নিত্যধাম। এই জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের ব্যবধান তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে। সেই অতিক্রম পন্থা নচিকেতা অবগত হইয়াছেন। প্রজ্বলিত প্রাণাগ্নি ভ্রূ-সন্ধিতে তীব্র দাহ্যমান হইয়া নচিকেতার সকল কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও বাসনারাশি ভস্মাবশেষ করিয়াছে। ঐ অগ্নির দুই উজ্জ্বল শিখা, জ্ঞান ও ভক্তি রূপে সেতুর ন্যায় পরপারে অক্ষর, অব্যয়, নিষ্ক্রিয়, চিদানন্দ পরাবর রাজ্য সম্প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিতেছে। ঐ পরাবর রাজ্যই অভয়গতি। ঐ রাজ্যসম্প্রাপ্তি—ঐ রাজ্যে পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিষ্ঠা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের জীবত্বের আশঙ্কা—জীবত্বে পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা নিরাকৃত হয় না। প্রাণকোষেই ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপঅনুভূত হয়, বিজ্ঞানময়কোষে জ্ঞানোন্মেষ হয়, কিন্তু আনন্দময়কোষে চিদানন্দসাগরে পূর্ণাত্মাহুতি দিয়া স্বরূপ-প্রতিষ্ঠায় সফল না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ সৎস্বরূপের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব ভয়ের মোচন হয় না॥

আত্মানꣳ রথিনং বিদ্ধি শরীরꣳ রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৫৭॥

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি (ছায়াসদৃশ জীবাত্মাকে রথের অধিকারী বা দেহী বলিয়া জানিবে) শরীরং তু রথম্ এব (দেহকে রথ বলিয়া জানিবে)। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি (বুদ্ধিকে রথচালক বলিয়া জানিবে)। মনঃ প্রগ্রহং এব চ (মনকে রথঘোটক সংযমন রজ্জু বলিয়া জানিবে।)

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু র্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহু র্মনীষিণঃ ॥৫৮॥

মনীষিণঃ ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্ আহুঃ (প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ চক্ষু শ্রোত্র ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণকে রথের অশ্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন), বিষয়ান্ তেষু গোচরান্ (শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয়াশ্বগণের বিচরণস্থান) আত্মেন্দ্রিয়-মনোযুক্তং ভোক্তা ইতি (শরীর-ইন্দ্রিয়-মনো বিশিষ্ট আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন)।

যে দেহের বিচ্ছেদ ও দেহের ধর্ম্মবিলোপের জন্য নচিকেতার এত প্রয়াস, এবং যে দেহের অভিমান হইতে পরপারে পরাবর রাজ্যে যাইবার উৎকৃষ্ট সেতু পথ তিনি লাভ করিয়াছেন, সেই দেহ যে ঘৃণিত বস্তু নয়, সেই দেহ যে সাধন পথে নিতান্তই প্রয়োজনীয়, তাহা নচিকেতা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিলেন, যথা :—

জীবাত্মা দেহাধারে প্রতিবিম্বিত পরমাত্মস্বরূপের অখণ্ডচৈতন্য। দেহাধার হইতে প্রতিবিম্বিত জীবচৈতন্যকে দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া দর্শন করিতে সক্ষম হইলেই জীব জৈবধর্ম্মমুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যে দেহাধার হইতে আত্মচৈতন্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া অখণ্ড-চৈতন্যাভেদে দর্শন করিতে হইবে, সেই দেহ যোগোপকরণ ও যোগ-সহায়। কীদৃশ দেহাধারে যোগসহায়তা লাভ হয়, তাহা বিশেষভাবে

লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেহ ও দেহগুণসকল আলোচনা করতঃ তাহাদের প্রয়োজনীয়তা দেখিবার বিষয়। শরীর রথ, আত্মা বা জীবচৈতন্য রথাধিষ্ঠাতা। রথ ও রথকর্ত্তা এক নয়, তদ্রূপ শরীরও আত্মা পৃথক্ পৃথক্। জীব দেহ ও দেহগুণে আত্মচৈতন্য বিস্তার করিয়া, তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যে বিচারক্ষমতা লাভ করে, সেই বিচারক্ষমতা-, বুদ্ধিই রথচালক হইয়া দেহকে বিষয়রাজ্যে চলিত করে, এবং দেহের সহিত সম্বদ্ধ ইন্দ্রিয়চয় অশ্বের মত বিষয়সমূহে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রথোপরি স্তূপীকৃত করে। রথ অশ্বাহৃত বাসনারাশিতে ভারাক্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥৫৯॥

যঃ তু অযুক্তেন মনসা সদা অবিজ্ঞানবান্ ভবতি (যে বুদ্ধি-সারথি অসংযত মনে সদসদ্বিবেকবিহীন হইয়া বিচরণ করে) তস্য ইন্দ্রিয়াণি সারথেঃ দুষ্টাশ্বাঃ ইব অবশ্যানি (তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় হইয়া থাকে)।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥৬০॥

যঃ তু সদা যুক্তেন মনসা বিজ্ঞানবান ভবতি (কিন্তু যে বুদ্ধি সারথি পরমাত্মপুরুষে সতত মন অর্পণ করিয়া শ্রেয়ঃপ্রেয়োবিজ্ঞান-সম্পন্ন হয়) তস্য ইন্দ্রিয়াণি সারথেঃ সদশ্বাঃ ইব বশ্যানি (তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথির সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় সতত নিয়মাধীন থাকে) ॥৬০॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥৬১॥

যঃ তু অবিজ্ঞানবান্ অমনস্কঃ সদা অশুচিঃ ভবতি (যে বুদ্ধি-সারথি বিবেকবিহীন, অসংযতমনা, অতএব সতত অপবিত্র থাকে) স তৎ পদং ন আপ্নোতি, সংসারং অধিগচ্ছতি চ (সে-সারথিবিশিষ্ট রথী সেই পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু জরামরণসঙ্কুল সংসারে বিচরণ করে) ॥৬১॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে ॥৬২॥

যঃ তু বিজ্ঞানবান্ সমনস্কঃ সদা শুচিঃ ভবতি (পক্ষান্তরে যে রথী বিজ্ঞানসম্পন্ন সংযতমনা অতএব সতত পবিত্র থাকে), যস্মাৎ ভূয়ঃ ন জায়তে (যে পদ হইতে চ্যুত হইয়া কেহ জন্মগ্রহণ করে না) সঃ তু তৎ পদম্ আপ্নোতি (সেই রথী সেই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়)।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৬৩॥

যঃ তু নরঃ বিজ্ঞানসারথিঃ মনঃ-প্রগ্রহবান্ (যে ব্যক্তি বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারিমনোবিশিষ্ট) সঃ অধ্বনঃ পারং আপ্নোতি (সে যোগপথের অন্তে পৌঁছিতে পারে) তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ (সেই পার বা অন্ত বিশ্বব্যাপী পরম ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-রূপ)।

যাহার বুদ্ধি শ্রেয়ঃপথ দেখে না, প্রেয়ের মোহে মূঢ়, যাহার মন সতত উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত হইয়া সতত প্রেয়ের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি-পরায়ণ, জানিবে তাহার ইন্দ্রিয়গণও উচ্ছৃঙ্খল রথযোজিত উচ্ছৃঙ্খল অশ্বের ন্যায় বিপজ্জনক, রথীর প্রাণঘাতক। দুষ্টাশ্বযোজিত রথের প্রতিমুহূর্তেই পতনাশঙ্কা, অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তির তদ্রূপ প্রতিপদে অধোগমনপথ উন্মুক্ত থাকে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সদসদ্-বিচার-বিচক্ষণ, শ্রেয়োলাভে প্রবুদ্ধ, তদ্ধেতু যাহার মন সতত সুসংযত হইয়া আত্মকল্যাণকাম হয়, তাহার ইন্দ্রিয়গণও সংযত মনের বশবর্ত্তী হইয়া, মনের শ্রেয়ঃ পথের জন্য শুদ্ধাহরণ সংগ্রহ করে।

যে ব্যক্তি বিবেকবুদ্ধ নয়, যাহার মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত নয়, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে অসংযত ইন্দ্রিয়কে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেয়, যাহার চিত্ত সতত বিষয়কর্দ্দমে লিপ্ত, তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারাবর্ত্তে পড়িতে হইবেই।

পক্ষান্তরে, যিনি মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে বৈরাগ্য দ্বারা বিষয় হইতে সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত করিয়াছেন, বিষয়কে কাকবিষ্ঠাজ্ঞানে পরিহার করিয়াছেন, যিনি সংযত মন ও ইন্দ্রিয়গণকে চিত্তনিহিত অন্তর সৌন্দর্য্যে যুক্ত রাখিয়াছেন, এবং হৃদয়াধিষ্ঠিত পরমপুরুষের স্মরণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনে তাহাদিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তিনিই যে পরমানন্দ রাজ্য হইতে আর কখনও জীবাবর্ত্তে প্রত্যাবর্ত্তন হয় না, সে-ই রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন।

সুতরাং যিনি আপন বিবেকবুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠধনলাভে তীব্র প্রণোদিত করিয়া ব্যাবৃত্ত ইন্দ্রিয়মনোগ্রামকে আত্মধ্যানপর রাখিয়াছেন, নিশ্চিতই তিনি পথের পরপারে—সেতুর পরপারে সচ্চিদানন্দ নিত্যধামে গমন করিবেন॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥৬৪॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥৬৫॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্, পায়ু, উপস্থ হইতে) অর্থাঃ (রূপ, শব্দ, ঘ্রাণ, রস, স্পর্শ ও ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়) পরাঃ (শ্রেষ্ঠ) অর্থেভ্যঃ চ মনঃ পরং (ঐ বিষয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ) মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা (মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ), বুদ্ধেঃ মহান্ আত্মা পরঃ (বুদ্ধি হইতে দেহাভিমানী জীব শ্রেষ্ঠ) মহতঃ অব্যক্তং পরং (জীবাভিমানী আত্মা হইতে পরম ব্রহ্মের চিদাভাসে চিন্ময়ী মূল-প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ) অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ (সেই মূল-প্রকৃতি হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ) পুরুষাৎ ন কিঞ্চিৎ পরং (সেই পরম পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই)। কাষ্ঠা সা, পরাগতিঃ সা (ইহাই—সেই পুরুষই চরম, সেই পুরুষই একমাত্র গতি)

পরম পুরুষের চিদাভাস জড়দেহাধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবাখ্যা লাভ করিয়াছে, সেই জীবের স্বীয় সত্যস্বরূপদর্শনপন্থা নচিকেতা যোগবলে লাভ করিলেন। জীবের দৃষ্টি বহির্মুখী, আত্মদর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া সে স্বভাবতঃ বহির্জগতেই আত্মদর্শন করিতে চায়। তাদৃশ বহির্দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্মুখী করিবার নিতান্ত প্রয়োজন। তদর্থে বহির্দৃষ্টি-সম্পন্ন ইন্দ্রিয়গণ, দৃষ্টি-আকর্ষণকারী বিষয়সমূহ, ইন্দ্রিয়চালক মন, মনের পুষ্টিদাত্রী বুদ্ধি, বুদ্ধির অধিষ্ঠান জীবাত্মা, জীবাত্মার জীবত্বের কারণ চিদাভাসবিশিষ্টা মূলপ্রকৃতি প্রভৃতি সকলের হেয়ত্ব ও অসত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া জীবাত্মার আত্মজিজ্ঞাসু হইতে হইবে। "সত্য আত্মা কি?" ঈদৃশ শুদ্ধচিত্তে জাগ্রত প্রশ্নের সমাধান হয় "ইহা নয়, ইহা নয়, ইহা নয়," এতদ্রূপ আত্মবিশ্লেষণ, আত্মপৃথক্করণ ও হেয় ইন্দ্রিয়, অর্থ, মন, বুদ্ধি, জীবাভিমান ও মূল প্রকৃতির নিরসন দ্বারা। কেবল ঈদৃশ যোগ-পথেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে সমর্থ হয়। অন্যথা নহে।

সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গণকে চঞ্চল ও আকর্ষণ করিতে পারে না; বিষয়বিশেষে ইন্দ্রিয়গণ আকৃষ্ট হয়, তদ্ধেতু ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ। মন ইন্দ্রিয়গণকে সঞ্চালন না করিলে, অতি মনোহর বিষয়ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতে পারে না; তদ্ধেতু মন বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ। বিষয়সংস্পর্শজাত সুখস্বাদ বুদ্ধিই মনকে দান করে, তদ্ধেতু মন হইতে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব। চিদাভাসবিশিষ্ট জীবাত্মা হৃদয়ে নিহিত না থাকিলে বুদ্ধির চৈতন্যবৎ কার্য্যসম্পাদন হয় না, জীবাত্মা তদ্ধেতু শ্রেষ্ঠ। যেহেতু জীবাত্মার জীবত্বের কারণ মূল-প্রকৃতি, সুতরাং জীবাত্মা হইতে মূল-প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। মূল-প্রকৃতি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এতাদৃশা শক্তিশালিনী ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-ঘটনপটীয়সী, সেই বিশুদ্ধ-চৈতন্য পরব্রহ্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সেই পরমব্রহ্মকেই জানিতে হইবে। সেই হেতু অপরাপরের অবরত্ব প্রতিপাদিত, দৃষ্ট ও দর্শিত হইল। ঐ পরমপুরুষকে দর্শন করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পিত না হইতে পারিলে, জীবের জীবত্বমোচন হয় না, সংসার বিনষ্ট হয় না, শোকজরামৃত্যুর অতীতে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না—সুতরাং তিনিই চরম, তিনিই পরম।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥৬৬॥

সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়ঃ এষঃ আত্মা ন প্রকাশতে (সকল স্থাবর জঙ্গমে গূঢ়ভাবে নিহিত আত্মা জীবের নিকট প্রকাশ পান না—জীবের জীবস্বভাবমোচনার্থ প্রকাশ পান) সূক্ষ্মদর্শিভিঃ অগ্র্যয়া সূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা তু দৃশ্যতে (পরন্তু তিনি সূক্ষ্মদর্শীর নিকট তাহার অনুসন্ধানপর শাণিত আত্মানুসন্ধান-বিজ্ঞান সহায়ে দৃষ্ট হন)।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে পরম পুরুষ ব্যতীত অপরাপর বিষয়ের হেয়ত্ব এবং হেয় বিষয় হইতে শুদ্ধাত্মাকে পৃথক্-করণ-দ্বারা দর্শনপন্থা দর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই আত্ম-দর্শন অতি কঠোর সাধনার বিষয়ীভূত। কারণ আত্মা জীবহৃদয়ে জীবভাবাপন্ন হইয়া অতি গোপনে নিহিত আছেন। তাঁহার চৈতন্য সর্ব্বাধারে সমভাবে বিকাশ পায় না; জীবাধারে যে বিকাশ পায় সেই বিকাশের কেন্দ্র হৃদয়নিহিত আত্মা—তাঁহার স্বরূপ দর্শন দেহেন্দ্রিয়বিকার হেতু সুগম হয় না। সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কেবল সূক্ষ্মাত্মদর্শী দেখিতে পারেন পূর্ব্বোক্ত হেয়ও অবর বিষয়সমূহে তীব্র অনাসক্তি ও বৈরাগ্যের দ্বারা, শুদ্ধ ও শাণিত বিশ্লেষণ দ্বারা, বিচার ও সূচীভেদ্যপথে আত্মানুপ্রবেশ দ্বারা, এবং আত্মা ব্যতীত অপরাপর বিষয়ের অসত্যত্বে দৃঢ়নিশ্চয় ও আত্মানুসন্ধানযোগে কৃতনিশ্চয় যোগারোহণ দ্বারা। তখন যোগসিদ্ধ আত্মা সকল ভূতে নিজের অবস্থান, নিজের অতুল আনন্দ, অতুল জ্ঞানও চিরনিত্যত্ব দর্শন করেন।

আত্মানুসন্ধানযোগে ঈদৃশ আত্মাভিনিবেশ-আত্মবিশ্লেষণ-পন্থা নচিকেতা দর্শন করিলেন।

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥৬৭॥

প্রাজ্ঞঃ বাক্ মনসী যচ্ছেৎ (বিবেকবুদ্ধ ব্যক্তি বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ও আহৃত করিয়া মনেতে অবস্থাপন করিবেন), তৎ আত্মনি জ্ঞানে যচ্ছেৎ (পুনরায় সেই মনকে ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির আত্মস্বরূপ বুদ্ধিতে সংলগ্ন রাখিবেন), জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি (বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্বে সংলগ্ন জীবাত্মায় আস্থাপন করিবেন) তৎ শান্তে আত্মনি যচ্ছেৎ (সেই

মহত্তত্বে সংলগ্ন জীবাত্মজ্ঞান নিষ্ক্রিয় পরমাত্মার স্বরূপসন্ধানে নিযুক্ত রাখিবেন)।

স্বায় নির্ম্মলস্বরূপ-দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, জীবাভিমান ও হিরণ্যগর্ভাভিমান হইতে আত্মপুরুষকে বিশ্লিষ্ট করতঃ, স্বীয় অনাদি সত্য নির্ম্মল স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহারই যৌগিক উপায় দর্শন করিয়া নচিকেতা তাহা উক্ত মন্ত্রে ব্যক্ত করিলেন। কঠোর আত্মসংযমের প্রয়োজন। "ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে বিচরণ করিতে দিবে না"—এই উপদেশ-বাক্য কোনই কার্য্যকরী হয় না যে পর্য্যন্ত না উপদেষ্টা দেখাইয়া দিতে পারেন যে, সেই ইন্দ্রিয়গণকে আহৃত করিয়া কোথায় বিচরণ করিতে দিতে হইবে, অথবা কোন্ উৎকৃষ্টতর বিষয়ে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তাই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াই বিরত হন না, অধিকন্তু তাহাদিগকে আত্মকল্যাণার্থ তাহাদের প্রতিষ্ঠা মনের স্বরূপ সন্ধানে নিযুক্ত রাখেন। চঞ্চল ও চিন্তনপরায়ণ মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আহরণ না পাইয়া কি চিন্তায় নিযুক্ত থাকিবে ? মন ইন্দ্রিয়ও ইন্দ্রিয়াহরণ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া আপন পরিপোষক বুদ্ধির স্বরূপ-সন্ধানে নিযুক্ত থাকিবে। বুদ্ধিতে আরোহণ করিয়া, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন বুদ্ধিকেও অতিক্রম করতঃ, জীবের জীবস্বভাবকারণ জিজ্ঞাসায় ব্যাপৃত থাকিবে ; জীবাত্ম-কারণ-অনুসন্ধানপর হইয়া মন জীবাত্মাকেও ছাড়িয়া মূল-প্রকৃতির যথার্থ তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইবে। মহত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় সিদ্ধ ও সমনস্ক জীবাত্মা নিষ্ক্রিয়-নির্ম্মল-পরমাত্ম-স্বরূপে সকল আত্মাভিমান বিসর্জ্জন করতঃ এবং সকল উপাধির অবসান করতঃ, স্বীয় স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করিবে। ব্রহ্মবিদ্যার ইহাই একমাত্র পন্থা—অন্য কোনও পন্থা নাই। অতএব বিষয়ে সুখাকাঙ্ক্ষী ইন্দ্রিয়চয়কে সংগ্রহ করিয়া

আপন মনে প্রতিষ্ঠা কর, মনোরাজ্যে অধিকতর সুখদ শান্তি পাইবে। ইন্দ্রিয়বশকারী মনকে বুদ্ধির সহিত যুক্ত কর, আরও অধিক জ্ঞানবিকাশ হইবে এবং সমনস্ক বুদ্ধিকে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত কর, আত্মা আনন্দস্পন্দনে জাগ্রত হইয়া, আপন শুদ্ধানন্দ-স্বরূপ-প্রয়াসী হইবে। তাদৃশ প্রবুদ্ধ আত্মাকে মহত্তত্ত্বে সংলগ্ন কর, প্রবল আনন্দ-বারিধি জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া জীবাত্মাকে অচ্ছেদ্য আকর্ষণে প্রশান্তও নির্ম্মল আনন্দও চিৎ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥৬৮॥

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, বরান্ প্রাপ্য নিবোধত (হে মুমুক্ষুগণ, তোমরা উঠ, তোমরা জাগ, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যের সমীপে উপনীত হইয়া আত্মজ্ঞও প্রবুদ্ধ হও)। পথঃ কবয়ঃ বদন্তি (সেই ব্রহ্মবিদ্যা পথের অন্তর্দ্রষ্টৃগণ বলেন যে) তৎ নিশিতা দুরত্যয়া ক্ষুরস্য ধারা (ইব) দুর্গং (সেই ব্রহ্মজ্ঞান শাণিত সূক্ষ্ম ক্ষুর-ধারের ন্যায় দুরতিক্রম ও দুরধিগম)।

ব্রহ্মদর্শী নচিকেতা দুরতিক্রম পথ অতিক্রম করিয়া, ক্ষুরধারের ন্যায় সূক্ষ্মও বিপদসঙ্কুল পথে যোগারোহণ করিয়া ও দুরধিগম ব্রহ্মাত্মস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, অনুবর্ত্তী ও সহযাত্রী মুমুক্ষুগণকে আশার বাণী শুনাইলেন—পথশ্রমে ক্লান্ত ও নিরাশ সাধকগণকে পূর্ণাশ্বাসে উদ্দীপিত করিলেন, "হে মুমুক্ষুগণ আরও সতর্কতা, নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হও, শ্রেষ্ঠ অতুল রত্ন লাভ করিবে। পথ বড়ই বন্ধুর, অতীব সূক্ষ্ম, অতীব বিপৎ-

সঙ্কুল। পূর্ণ আত্ম-সমর্পণে ও দৃঢ় পদক্ষেপে অনুসরণ কর। অভয়-পার লাভ করিয়া চিদানন্দসাগরে ভাসমান হইতে পারিবে।"

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥১৭॥

যৎ অশব্দং অস্পর্শং অরূপং অব্যয়ং তথা অরসং নিত্যং অগন্ধবৎ চ (যে পরমব্রহ্ম শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস বা গন্ধের দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়েন না, কারণ, তিনি রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাতীত নির্ম্মল পরমাত্মস্বরূপ এবং যিনি নির্ব্বিকার ও নিত্য) অনাদি, অনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং তৎ নিচায্য (আদি-অন্তবিহীন, মূল-প্রকৃতি হইতে উৎকৃষ্ট, নিত্যসত্য সেই ব্রহ্মপুরুষকে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও বিকার-জন্ম-নাশ-বিশিষ্ট প্রকৃতি হইতে পৃথক্ দর্শন করিয়া) মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে (মুমুক্ষু অমৃতত্ব লাভ করে)।

চিদানন্দ-পুরুষসন্ধান অতি দুরধিগম কেন এবং দুরধিগম পথ অতিক্রম করিয়া মুমুক্ষু সেই পরম পুরুষের কি স্বরূপ দর্শন করেন, নচিকেতা তাহা স্বয়ং পরিজ্ঞাত হইলেন।

শব্দ অপরের নিকট শব্দময় কিন্তু নিজের নিকট নিঃশব্দ; স্পর্শ অন্যের স্পর্শসুখময়, কিন্তু নিজের নিকট স্পর্শসুখ-বিহীন; রূপ অন্যের নিকট রূপময়, কিন্তু নিজের নিকট রূপহীন, রস অন্যের নিকট রসময় কিন্তু নিজের নিকট নীরস, গন্ধ অন্যের নিকট গন্ধময় কিন্তু নিজের নিকট নির্গন্ধ;—সেই পরমব্রহ্ম সর্ব্ব

রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের আশ্রয়-কারণ হইয়া ও স্বরূপতঃ স্বয়ং অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস ও অগন্ধ। রূপময়ের রূপচ্ছটায় জগদুদ্ভাসিত, তাঁহার রূপচ্ছটা জগৎ মোহকারী। ঐ মোহ পরিহার করিয়া, রূপ-কিরণ বিশ্লিষ্ট করিয়া, রূপের অন্তিম বা চরম কারণের সন্নিকটে উপনীত হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞ দেখেন, সেই রূপ-কারণ, অরূপ বা রূপাতীত এক-জ্যোতি মাত্র। স্পর্শসুখদ জগৎ আনন্দব্রহ্মের বিকার। এই বিকার-সুখ-মোহ পরিহার করিয়া, বিকার-কারণ প্রকৃতি পশ্চাতে ফেলিয়া, সুখ-কারণ পরমানন্দে পৌঁছিয়া ব্রহ্মজ্ঞ দেখেন, তিনি অস্পর্শ পূর্ণানন্দ। তিনি সকল রসের কারণ হইয়া ও অরস। এইরূপে তিনি অশব্দ ও অগন্ধ। তিনি চিরকাল ঐ স্বরূপেই আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন।

বিশ্ব-বিকারের অতীতে তিনি নির্ব্বিকার, জন্ম-মরণশীল জগতের অতীত এক সৎ বস্তু। ঐ সর্ব্বাতীত ব্রহ্মকে প্রকৃতির বন্ধন অতিক্রম করিয়া দর্শনপূর্ব্বক, আত্ম-বিভিন্নতা তাঁহাতে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। পথ বড় দুর্গম—তাই বলি, উঠ, জাগ, ব্রহ্মোপদেশে প্রবুদ্ধ হও ॥৬৯॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৭০॥

মেধাবী মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনং নাচিকেতং উপাখ্যানং উক্ত্বা শ্রুত্বা চ (স্মৃতিমান্ ব্যক্তি নচিকেতার ব্রহ্মজ্ঞান ও উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া, স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তন দ্বারা) ব্রহ্মলোকে মহীয়তে (ব্রহ্মবক্তা ব্রহ্মার সমতুল ও মহীয়ান্ হইয়া, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন)।

শ্রুতিপাঠ যজ্ঞস্বরূপ, নাচিকেত নামক তিন প্রকার অগ্নির এক প্রকার অগ্নি। শ্রুতি যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া, স্মৃতিমান্ ব্যক্তি মর্ত্তলোক অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকে অধিষ্ঠান করিতে পারেন।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে॥
তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি ॥৭১॥

যঃ প্রযতঃ পরমং গুহ্যং ইমং ব্রহ্মসংসদি শ্রাদ্ধকালে বা শ্রাবয়েৎ (যিনি সংযতচিত্ত হইয়া এই গূঢ় তত্ত্ব ব্রহ্মকীর্ত্তন ব্রহ্মবিদ্যার্থীদিগকে বা পিতৃপুরুষের তর্পণ কালে শ্রবণ করান) তৎ আনন্ত্যায় কল্পতে, তৎ আনন্ত্যায় কল্পতে ইতি (তাহা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে শ্রোতা ও বক্তা অনন্ত ফল লাভ করেন, তর্পণাদি অনন্ত-ফল-বিশিষ্ট হয়)।

নচিকেতার ব্রহ্মবিদ্যা পিতৃপুরুষের তৃপ্ত্যর্থে শ্রবণ করাইলে পিতৃ-পুরুষের অনন্ত-ফল তর্পণ করা হয়।

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

প্রথমা বল্লী

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥৭২॥

স্বয়ম্ভূঃ খানি পরাঞ্চি ব্যতৃণৎ (স্বয়ংপ্রকাশ পৃথক্‌বিরাজমান পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বহির্বিষয়ে সুখান্বেষী করিয়া হেয়রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন)। তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি অন্তরাত্মন্ ন (সেইজন্যই জীব বহির্বস্তুই দেখে, অন্তর্নিহিত সত্য দর্শন করে না)। কশ্চিৎ ধীরঃ আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ (কোন কোন সুধীর ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শাশ্বতামৃতপিপাসু হইয়া, ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখী করিয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন)

সর্ব্বভূতহৃদয়নিহিত গূঢ় আত্মা, সকলের জ্ঞানচক্ষু সমীপে উদ্ভাসিত হয়েন না। তাহার কারণ ইন্দ্রিয়গণের বহিঃ প্রবৃত্তি। ইন্দ্রিয়গণ কাঙ্গালের ন্যায় বহির্বিষয়ে সুখের সন্ধান খুঁজিয়া বেড়ায়। প্রবুদ্ধাত্মা তাহাদিগকে অন্তর্মুখী না করা পর্য্যন্ত, তাহারা বহির্বাসনাতেই তৃপ্তি অনুসন্ধান করে। ইন্দ্রিয়গণের ঈদৃশ বহির্দৃষ্টির কারণ স্বয়ম্ভূ পরমাত্মা ইন্দ্রিয়গণকে কুৎসিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, পরমাত্মা কি হিংসা করিয়া থাকেন? না, হিংসা বা কোনও ত্রিগুণা-

ত্মক ভাব তাঁহাতে নাই। তিনি কাহাকে হিংসা করিবেন? আত্মাকে আত্মা হিংসা করিতে পারেন না। নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় এক সত্য একই থাকে। তবে, হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ, ক্রোধ, কামাদি রজঃ-তমঃ-গুণাত্মক বৃত্তি জীবেন্দ্রিয়সমূহে তাঁহার সৃষ্টি-বিকার আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান। বিশালাম্বুধিতে তিমি তিমিঙ্গিলাদি হিংস্রজীব অবস্থান করিতেছে, সেইহেতু বারিধি হিংস্র নয়। হিংস্রজীব বারিধির বিকৃত কৃমি মাত্র। বারিধি হিংসা করিয়া হিংস্রজীব সৃষ্টি করে নাই, উহা বারিধির আশ্রিত বিচিত্র বিকার।

শিল্পী যেমন শুদ্ধ পটে রঙের উপর রঙ্ ফলাইয়া নানা ভাবে নানা ছায়ায়, নানা বৈচিত্র্যে দৃশ্যাবলী সৃষ্টি করেন; রঙের বা দৃশ্যের কোন অংশই যেমন শিল্পীর নিকট হেয় বা ঘৃণ্য নয়, তেমনি চতুর বিশ্ব-শিল্পী শুদ্ধ আত্মপটে—আকাশপটে নানা ভাব, ত্রিগুণাত্মক নানা বৃত্তি ও নানা বাসনার রঙ্ ফলাইয়া ব্রহ্মাণ্ড দৃশ্যপটটী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে আপন চৈতন্য বিস্তৃত ও অনুস্যূত করিয়া, আপন জ্ঞানে ও আপন আনন্দে আপনি মগ্ন আছেন। বিশ্বের কোনও দৃশ্য বহির্ভাবপ্রকাশক, কোনও দৃশ্য অন্তরজ্ঞাপক; কোনও দৃশ্য হেয় ও কুৎসিত, কোনও দৃশ্য মোহনীয় ও বরণীয়—অবশ্য জীবচক্ষুর নিকট। কিন্তু তিনি পূর্ণ বিশ্বমাঝে নির্ব্বিকার পূর্ণচিদানন্দ নিত্যধাম।

অচিন্ত্য ও অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া অগণিত ও অভাবিত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অণুতে অণুতে অগণিত ভাবরাশির সম্ভব। জীবের ধারণাগত ও ধারণাতীত সে সকল ভাবরাশি ধারণ করিয়া ভাবাভাব-বিনির্ম্মুক্ত স্বয়ম্ভু বিরাজমান। ঐ ত্রিগুণাত্মকভাবরাশিরূপ রঞ্জিত ও মলিন কাচকপালের ভিতর দিয়া স্বয়ম্ভুকে দেখিতে গেলে, কাচরাগে রঞ্জিত বিকৃত জড়বৈচিত্র্যই দৃষ্ট হইবে, স্বয়ম্ভুর সত্য রূপটীর দর্শন

মিলিবে না। জড়বৈচিত্র্যকে পৃথক্ করিয়া ভাবাভাববিনির্ম্মুক্ত দৃষ্টির দ্বারা দর্শন করিলে, ভাবাভাববিনির্ম্মুক্ত শুদ্ধ চিদানন্দ সৎস্বরূপের দর্শন ঘটে। ঐ জড়ভাবরাশিকে হীনভাবে সৃষ্টি করা তাঁহার যথেচ্ছ অবিচার নয়, জড়ের অবস্থান ও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে, ঐ ভাবরাশি হেয় ভাবেই অবস্থান করিবে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাম সৃষ্টিবৈচিত্র্যের অনন্ত জড়বিকারের কোনও ক্ষুদ্রতম বিকৃত ভাবমাত্র। তাহাদের গতি জড়স্বভাবগত বহিঃর্ম্মুখী। যাহার যে ভাবে সৃষ্টি, তাহার সেইভাবেই গতি। ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব কোনও চৈতন্য নাই যে তাহারা ইচ্ছা করিলেই বিপরীত গতিতে ধাবিত হইতে পারিবে; যে অন্তর্নিহিত শুদ্ধ পুরুষ আত্মচৈতন্যে সকলের চেতনা সম্পাদন করিতে পারেন, কেবল তিনিই ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রিয়গণের গতি অন্তর্ম্মুখী করিতে পারেন।

বিপরীত-মুখী, বিপরীত-দৃষ্টি ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্ম্মুখী হইয়াও গূঢ় গুহায় জ্ঞেয় স্বয়ম্ভুর দর্শন করিতে অক্ষম। বহির্দৃষ্টিপরায়ণ বহিঃতৃপ্তিপিপাসু ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও অন্তর্-সুখোৎস-পিপাসু করিয়া, শুদ্ধহৃদয় পটে আবদ্ধদৃষ্টি করতঃ, চিত্তের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম আবরণরাশি একে একে নিরাকৃত করিয়া, জীবাত্মা স্বয়ং বিরাজমান, স্বয়ং জ্যোতিষ্মান্, স্বয়ং জ্ঞান, স্বয়ং আনন্দ ও অনন্তাকাশানুস্যূত স্বয়ম্ভুর দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকেই আপন স্বরূপ বলিয়া পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

তাদৃশ অন্তর্দৃষ্টি সকল জীবের সম্ভবে না। অন্তর্দৃষ্টিলাভ হেতু অন্তঃশুদ্ধিমূলক তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ইহামূত্রফলভোগ বিরাগ ও তপোলব্ধ ব্রহ্মবীর্য্যের অপরিহার্য্য প্রয়োজন। ঈদৃশ তপঃসিদ্ধ ব্যক্তিই ধীর। তাদৃশ ধীর ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টিপর ও যোগযুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ,
তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥৭৩॥

বালাঃ পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়বিভ্রমকারী বহিঃ বিষয়ের অনুসরণ করে)। তে বিততস্য মৃত্যোঃ পাশং যন্তি (সেই হেতু তাহারা সর্ব্বকালব্যাপী সর্ব্বজড়বস্তু-বিধ্বংসী মৃত্যুর বন্ধন জরামরণাদি ক্লেশে আপতিত হয়)। অথ ধীরাঃ অমৃতত্বং বিদিত্বা ইহ অধ্রুবেষু ধ্রুবং ন প্রার্থয়ন্তে (পক্ষান্তরে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহিঃ বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত থাকিয়া, যোগযুক্ত হইয়া শাশ্বতানন্দের সন্ধান লাভ করতঃ, আর মর্ত্তলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল অনিত্য লোকের দেয় কোন লোক বা বস্তু কিছুই প্রার্থনা করেন না।)

ইন্দ্রিয়তৃপ্যবিষয়ে বহিরাকৃষ্ট জীবমাত্রই মূঢ়। তাহারা কালাবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া জন্মজরামৃত্যুর বন্ধনে আত্মবিস্মৃত হয়। এই বন্ধন তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত। স্বেচ্ছায় বহিঃদৃষ্টি প্রসার করিয়া তাহারা পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে। আবার তাহারা ইচ্ছা করিলেই আত্মনিগ্রহ, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও স্বরূপজিজ্ঞাসার দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সেব্য চিত্তহারী সৃষ্টিবিকারকে অতি পরম ও পরমার্থ জ্ঞানে আকর্ষণ করিয়া, তাহাতে মূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; তদ্ধেতু জন্ম-জরা-শোক-দুঃখ-মৃত্যু-শঙ্কা-তাড়িত হইয়াও তাহারা বিবেকবুদ্ধি লাভ করে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃ বিকৃতসুখের চেয়ে যে শতসহস্রগুণ সুখাবহ চিরানন্দ ও চিরামৃত হৃদয়ের অন্তর্নিহিত গুহায় বর্ত্তমান আছে, তাহার বার্ত্তা তাহারা জানে না। হৃদয়ে নিহিত যে বিশুদ্ধ অতুল আনন্দ-

ধারা; তাহা বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে নিহিত আনন্দসিন্ধুর সহিত সমভাবে—অবিচ্ছিন্নভাবে—বিস্তৃত ও প্লাবিত। ঐ আনন্দোৎসের বার্ত্তা যাঁহারা পাইয়াছেন এবং সেই বার্ত্তা পাইয়া যাঁহারা বাহিরের মিথ্যা সুখবিকারকে অতীব অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে পরিহার করিয়া, ঐ আনন্দোৎসসন্ধানের জন্য আপন হৃৎসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই ধীর। যিনি ঐ অমৃতসিন্ধুর সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না; যিনি বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, যিনি বাহিরের ভোগবিলাসে আকৃষ্ট হয়েন, জানিবে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি এখনও হয় নাই, তিনি আপন গোপন অমূল্য ধনের সন্ধান এখনও পান নাই।

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৭৪॥

যেন এতেন এব রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্ মৈথুনান্ চ বিজানাতি (যে ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিয়া রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-মৈথুন-জাত সমস্ত জ্ঞানও সুখের তত্ত্ব জানা যায়) কিম্ অত্র পরিশিষ্যতে (জানিবার কি বাকী থাকে? অর্থাৎ জানিবার কিছুই বাকী থাকে না) তৎ এতৎ বৈ (এই সেই ব্রহ্মবিদ্যা)।

বস্তুতঃ, আত্মজ্ঞানে যদি শাশ্বত ও অতুল আনন্দ-প্রবাহ না থাকিত, জীব আত্মজিজ্ঞাসু হইত কি না, সন্দেহের বিষয়। শুধু অনন্ত জ্ঞানে কে তৃপ্ত হয়, অনন্ত প্রতিষ্ঠায় কে স্থির হয়, যদি সে না যুগপৎ অনন্ত অমৃত সিন্ধুতে ভাসিতে পারে? যদিও ব্রহ্মবিদ্যার চরমে পরমজ্ঞান, তবুও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু আনন্দপিপাসু হইয়া ধাবিত হয়। বহির্দৃষ্টি অন্তরে নিহিত হইলেই শুদ্ধ চিত্তাধারে বিষয়বিরক্ত আত্মা সজাগ হইয়া আত্ম-স্বরূপজিজ্ঞাসুরূপে স্পন্দিত হন। সেই জাগরণ, শিহরণ, স্পন্দন

বিকাশ পায় শুদ্ধ প্রেমরূপে ; প্রেম চায় শুদ্ধ সঙ্গম ; একমাত্র সত্ত্ব আত্মা আবার কাঁহার সহিত সঙ্গত হইবেন! আপনার হৃদয়-অবস্থানে আপনি প্রবিষ্ট হইয়া, আত্মা আপন স্বরূপের দর্শন-স্পর্শন-সঙ্গম-বিলাসী হয়েন। তাহাতে যে প্রবল, অতুল ও অপূর্ব্ব আনন্দবন্যা প্রবাহিত হইয়া, জীবের জড়দেহকেও আচ্ছন্ন করে, সে আনন্দের সহস্রাংশও প্রিয়-প্রিয়ার দেহসঙ্গমে লভ্য হয় না। ঈদৃশ অভাবনীয় আনন্দের সন্ধান আত্মজিজ্ঞাসু প্রথমতঃ হৃদয়েই প্রাপ্ত হন এবং ক্রমশঃ যোগারোহণে ভ্রূসন্ধিভূমে হৃদ্দেশ হইতেও শতগুণাধিকতর আনন্দ লাভ করেন ; তৎপর ক্রমে যখন আত্মার জীবত্বলোপের সময় উপস্থিত হয়, যখন সহস্রারে জীব আত্মাহুতি দিবার জন্য উদ্যত হয়, তখন সে আরও অত্যধিক আনন্দ লইয়া আপন জীবলীলার অবসান করে।

স্পর্শ ও স্পর্শানুভূতি যতই সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর, ততই অধিক ও অধিকতর সুখদ। শুদ্ধ চিত্তাধারের অনুভূতির বিষয়ও অতি সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মানুভূতিগম্য আত্মার জাগরণে সূক্ষ্ম স্পর্শজ্ঞান এবং তজ্জনিত অধিকতর আনন্দ লভ্য হয়। হৃদয়ের শুদ্ধির সহিত—জ্ঞানোন্মেষের সহিত রূপজ্ঞান ও ক্রমশঃ সূক্ষ্মানুভূতির বিষয় হয়। আত্মহৃদয়ে জ্ঞাত আত্মার জাগরণের সহিত অচিন্ত্যরূপরাশির উদ্ভব হইতে পারে। শিল্পী যে-রূপের কল্পনা করিতে পারে না, আত্মজ্ঞ আপনার শুদ্ধ প্রেমরস দ্বারা, সূক্ষ্ম জ্ঞানানুভূতির দ্বারা সেই অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব রূপের সৃষ্টি করিয়া, অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতে পারেন। এইভাবে আত্মজ্ঞ অতুল সৌরভ ও অতুল রসের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্ত্যানন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"—"এই সমগ্র ভূত ও ভাবসমূহ আনন্দ হইতে জন্মিতেছে, আনন্দের দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়া জীবনধারণ

করে, আবার আনন্দেই প্রয়াণ করিয়া লীন হইয়া যায়।”—এই “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, এই “আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ” (ব্রহ্মসূত্র) অর্থাৎ এই আনন্দময় পুরুষকে জানিলে, সকল জানা হইয়া যায়, সকল আনন্দলাভ হয় ; কিছুই প্রাপ্যাপ্রাপ্য, অজ্ঞাত ও জ্ঞাতব্য থাকে না।

“রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি, কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ” “তিনিই রস ; এই রস লাভ করিয়া জীব আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, যদি আকাশবৎ নিরবয়ব নিরবছিন্ন আনন্দময় পুরুষ না থাকিতেন, তবে কে জীবিত থাকিত ? কে জীবের প্রাণে সাড়া দিত ?”

“আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন” “ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ জ্ঞাত হইলে আর কোনও ভয় থাকে না।”

সর্ব্বসুখসার, অভয়পার ও সর্ব্বজ্ঞানাধার সেই ব্রহ্মানন্দ।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৭৫॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং উভৌ যেন অনুপশ্যতি (যে আত্মজ্ঞানপ্রভায় জীব স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্য, জাগ্রদবস্থায় দৃশ্য সমস্ত বিষয় দর্শন করে) মহান্তং বিভুং আত্মানং মত্বা ধীরঃ ন শোচতি (সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী শুদ্ধাত্মাকে আত্মস্বরূপে জ্ঞাত হইয়া, জীব সকল শোক দুঃখ অতিক্রম করে)।

যাঁহাকে লাভ করিলে, আর লভ্যালভ্য, প্রাপ্যাপ্রাপ্য কিছুই থাকে না, অজ্ঞাত ও জ্ঞাতব্য, অদৃষ্ট ও দ্রষ্টব্য বলিয়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, বাস্তব, স্বপ্নগত, কাল্পনিক, পার্থিব বা দিব্য সকল বস্তুই জ্ঞাত ও অধিগত

হয়, তিনি শুদ্ধ পরমাত্মা। এই সেই পরমাত্মা। ইঁহাকেই নচিকেতা লাভ করিয়াছিলেন।

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৭৬॥

যঃ ইমং মধ্বদং জীবং আত্মানং ভূতভব্যস্য ঈশানং অন্তিকাৎ বেদ (যে যোগারূঢ় ব্যক্তি এই কর্ম্মফলভোক্তা জীবাত্মাকে শুদ্ধাত্মস্বরূপে এই দেহেই অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্য সকল কালের প্রবর্ত্তক, ধারক এবং সর্ব্বকালে একমাত্র স্থিতিশীল জানেন), ততঃ ন বিজুগুপ্সতে (তিনি সেই জ্ঞান লাভ করিয়া আর বিষয়সমূহে আত্মগোপন করেন না, বিষয়াবিভবে ভীত ও সঙ্কোচিত হয়েন না)। এতদ্ বৈতৎ (ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম)।

আত্মার জীবাভিমানহেতু তাহার কর্ম্ম ও কর্ম্মফলভোগ। যিনি নচিকেতার দর্শিত পথে যোগারোহণ করিয়া, আত্মাকে জৈব স্বভাব হইতে পৃথক্ দর্শন করিতে সমর্থ, তাহার সকল সংসার-বন্ধন বিনষ্ট হয়। হৃদয়ের বন্ধনগ্রন্থি ও সকলসংশয় ছিন্ন হইয়া আসিলে, এই জীবদেহেরই সহস্রারে আত্মা আত্মজ্যোতিতে ও অতুল আনন্দ ও চিদ্-রসে বিভাসিতও পরিপ্লুত হইয়া থাকেন। তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সত্যতঃ বিশ্বব্যাপী একাত্মা হইয়া, অতীত-আগত-অনাগত-সকল-কালব্যাপী স্বীয় এক-নিত্যতা দর্শন করেন; তখন দ্বিতীয় সত্ত্বের অনবস্থানহেতু একসত্য আত্মার কোন ভয়েরই কারণ থাকে না; জগতের অসত্যতাহেতু তিনি জগদাবরণে আত্মগোপন করেন না। তিনি দর্শন করেন যে, এই বিশ্বের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার তাঁহার

স্বরূপ হইতেই বিকাশ পাইতেছে, আবার তাঁহার স্বরূপেই সঙ্কোচিত হইতেছে। ইহাই নচিকেতার লব্ধ ব্রহ্ম। ৭৬।

যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭৭ ॥

যঃ তপসঃ পূর্ব্বং জাতম্ (জগৎ-সৃষ্টিকাম, তপস্যাকারী জ্ঞানময় ব্রহ্মার পূর্ব্বে যিনি সৎ-রূপে অবস্থান করিতেছিলেন), অদ্ভ্যঃ পূর্ব্বং অজায়ত (সৃষ্ট পঞ্চভূতপঞ্চবিকারময় বিশ্বের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন)। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং (তং) যঃ (মুমুক্ষুঃ) ব্যপশ্যত (মুমুক্ষু সাধক তাঁহাকে জীবহৃদয়গুহায় অবস্থিত দর্শন করে—জীবদেহ হইতে পৃথক্ করিয়া জ্ঞাত হয়)। এতদ্বৈ তৎ (ইহাই নচিকেতার পৃষ্ট ব্রহ্ম)

দৃষ্টজগৎ ও জীবদেহের বিলোম যোগপথে নচিকেতা যোগারোহণ করিয়া দেখিলেন যে, যদি তাঁহাকে আবার জীবদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, তবে তাঁহাকে অনুলোম তপস্যা অর্থাৎ নিম্নক্রম-জীবাভিমান-স্বীকার-রূপ তপস্যা করিতে হইবে। অবশ্য, জীবদেহবিচ্ছেদক তপস্যা জীবদেহস্বীকার-তপস্যা হইতে প্রভূত কঠিনতর। নচিকেতা আত্মব্রহ্মজ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, উক্তবিষয়ক জ্ঞান লাভ করতঃ সৃষ্টির আদিকারণ অবগত হইলেন। তিনি দেখিলেন, অনাদি নিষ্কল ব্রহ্ম আনন্দ, চিৎ ও সৎ রূপে বিকাশমান ছিলেন; তিনি সৃষ্টিকাম হইয়া সৃষ্টির অনুলোম তপস্যা করতঃ, ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব ঘটাইয়াছেন। উৎপন্ন জগৎ তাঁহারই স্থিতির মধ্যে বুদ্‌বুদ্‌সদৃশ। সেই বুদ্‌বুদের অণুতে অণুতে তিনি অনুস্যূত। নচিকেতা সেই অনুস্যূত, জীবহৃদয়-

নিহিত জীবাত্মা ছিলেন ; তিনি জীবদেহবিচ্ছেদক তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া, বিশ্বাত্মার সহিত সম চিৎ, সম আনন্দ, সম স্থিতি লাভ করতঃ ব্রহ্মাত্মা হইয়াছেন।

ইহাই নচিকেতার লব্ধ ব্রহ্ম ॥ ৭৭ ॥

যা প্রাণেন সংভবতি অদিতি দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত।
এতদ্বৈ তৎ ॥৭৮॥

যা দেবতাময়ী অদিতি প্রাণেন সংভবতি (যেই সর্ব্বদেবতাময়ী অদিতি প্রাণারূঢ় ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ হইতে সম্ভূতা হইয়াছেন) যা ভূতেভিঃ ব্যজায়ত (যে অদিতি সর্ব্বভূতরূপে উৎপন্না) গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং (গুহায় প্রবিষ্টা ও অবস্থিতা তাঁহাকে মুমুক্ষু দর্শন করে)। এতদ্বৈ তৎ (ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম)।

হৃদয়ে যখন আত্মা জাগ্রত হন, তিনি জাগ্রত হন প্রাণের সহিত। তিনি নিষ্কল ব্রহ্ম নহেন, তিনি সোপাধিক আত্মা। প্রাণারূঢ় সেই আত্মা জাগ্রত হইয়া, প্রাণের ব্যাকুল ছন্দে জীবহৃদয় হইতে ঊর্দ্ধবাহী হইয়া, আপন শুদ্ধ স্বরূপাবস্থানভূমি সহস্রারে শুদ্ধ-স্বরূপ-দর্শননার্থ ধাবিত হন। ভ্রূসন্ধি পর্য্যন্ত প্রাণের প্রবাহ বর্ত্তমান থাকে ; ঐ ভ্রূসন্ধিতে প্রাণের পূর্ণ বিকাশ, পূর্ণ দহনও জীবদেহ-জীবাভিমান-শোষণ-মোচন-কারী পূর্ণাগ্নি। ঐ প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডে মানব আহুতি-শুদ্ধ হইয়া, দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রয়াণ করিতে পারে। সাধক ভ্রূসন্ধিতে যে শক্তিমান্ও দাহ্যমান প্রাণাগ্নি অনুভব করে, তাদৃশ প্রাণাগ্নি বিশ্ব জগতের যে যে স্থানে, যে যে লোকে বর্ত্তমান সেই সেই স্থানই দেবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি। জীবহৃদয়ে অনুভূত ক্ষীণস্পন্দন-

বিশিষ্ট প্রাণ জগতের যে যে স্থানে অবস্থান করে; সেই সেই স্থানই মর্ত্তলোক। এই বিশ্বসৃষ্টি প্রাণের খেলা। প্রাণ ও আকাশ নানা ছন্দে, নানা গতিতে বিশ্বাত্মাকে অবলম্বন করিয়া, সমবায়ে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে। সাধক এই আকাশ ও প্রাণের লীলাভূমি অতিক্রম করিয়া অথবা আপন দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া, আপন শুদ্ধস্বরূপ দর্শন করে। দেবলোক ও মর্ত্তলোক যে প্রাণময় আত্মা হইতে সম্ভূত, সেই আত্মা হৃদয়ে নিহিত; সেই আত্মাকে প্রাণ হইতে পৃথক্ করিয়া দর্শনই ব্রহ্মবিদ্যা। ইহাই নচিকতার পৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা।

অরণ্যো র্নিহিত জাতবেদা
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি
র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নি
এতদ্বৈ তৎ ॥৭৯॥

গর্ভিণীভিঃ সুভৃতঃ গর্ভঃ ইব (গর্ভিণী যেমন অতি যত্ন সহকারে আপন গর্ভ রক্ষা করে) জাগৃবদ্ভিঃ হবিষ্মদ্ভিঃ মনুষ্যেভিঃ অরণ্যোঃ নিহিতঃ জাতবেদাঃ অগ্নিঃ দিবে দিবে ঈড্যঃ (তদ্রূপ প্রমাদরহিত যজ্ঞপরায়ণ যোগী প্রত্যহ অরণী-নিহিত সর্ব্বজ্ঞ বিরাট্ পুরুষ অগ্নির আরাধনা করিবেন—অর্থাৎ সতত হৃদয়-নিহিত প্রাণাগ্নির দ্বারা বিরাট্ প্রাণ হিরণ্যগর্ভের উপাসনা, এবং অরণীর দ্বারা হোমকুণ্ডে প্রজ্বালিত অগ্নির উপাসনা করিবেন)। এতদ্বৈ তৎ (ইহাই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মতত্ত্ব)।

হৃদয়-পুণ্ডরীকে আত্মা অধিষ্ঠিত; আপ্তমুখে ইহা শুনিলেই বা শ্রুতিপাঠে ইহা জানিলেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইল না। যোগীকে সতত

স্বীয় প্রাণাগ্নি প্রজ্বালিত রাখিয়া, দেহ হইতে পৃথক্ আত্মচৈতন্য হৃদয়ে অনুভব করিতে হইবে।

কয়েকমুহূর্ত্তমাত্র যোগমার্গে আরূঢ় থাকিয়া আত্মানুভূতি লাভ করিলেই চলিবে না; আত্ম-শুদ্ধস্বরূপ-চিন্তন-স্মরণ-মনন-দ্বারা প্রাণাগ্নি প্রদীপ্ত করতঃ প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্ত, প্রতিপল, প্রতি অনুপলে দেহবিচ্ছিন্ন শুদ্ধাত্মাকে অনুভব করিতে হইবে। হৃদয়াগ্নিকে সতত শুদ্ধ ও প্রজ্বালিত রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রতীক অগ্নি—যজ্ঞাগ্নিতে নিয়ত হোম করিবে অর্থাৎ যোগকাম ব্যক্তি হৃদয়াগ্নি প্রজ্বালক অথবা শুদ্ধপ্রাণোদ্দীপক আত্মজ্ঞানানুকূল কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোনও বহিঃকর্ম্মে লিপ্ত হইবেন না।

আত্মতত্ত্বে সতত জাগরূক থাকা দরকার। জগতে বিচরণকালে প্রতিমুহূর্ত্তে চিত্তে বিষয়ের লেপ ও ছায়া পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে। তদ্ধেতু সাধক সতত আত্মলক্ষ্যে প্রবুদ্ধ বা জাগ্রত থাকিয়া আত্ম-স্বরূপ-স্মরণ-কীর্ত্তন-ধ্যান-পরায়ণ হইবেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই-ভাবে আত্মজ্ঞান বিশুদ্ধ ও অব্যাহত রাখেন; ইহাই ব্রহ্মতত্ত্ব।

যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন॥
এতদ্বৈ তৎ ॥৮০॥

সূর্য্যঃ যতঃ চ উদেতি (সূর্য্য যাঁহা হইতে উদিত হন) যত্র চ অস্তং গচ্ছতি (আবার যাঁহাতে অস্ত যান); সর্ব্বে দেবাঃ তং অর্পিতাঃ (সকল দেবতাগণ সেই প্রাণেরই আশ্রিত)। তৎ কশ্চন ন উ অত্যেতি (সেই প্রাণময় হিরণ্যগর্ভ আত্মাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না) এতৎ বৈ তৎ (ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম)।

প্রাণময় আত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড আকাশে ভ্রাম্যমান; অনন্ত আকাশে কল্পনাতীত সহস্র সৌরজগৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপে জ্যোতিষ্মান্। অনন্তাকাশব্যাপী আত্মচৈতন্যে প্রাণ ও আকাশের ওতপ্রোত কার্য্যকারণসংমিশ্রণে ঐ সৌরজগদ্বুদ্বুদগণের উদ্ভব। আবার কালপ্রবাহে প্রাণের বিপরীত গতিস্রোতে ঐ সকল জগৎ কেবল মাত্র আকাশে পরিণত হইবে। প্রাণ ও আকাশের ঈদৃশ সঙ্কোচ ও বিকাশ যে অব্যয়, নিত্য ও অক্ষর আত্মচৈতন্যস্বভাবকে আশ্রয় করিয়া, যে আত্মচৈতন্যে অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘটিত হইতেছে, তাঁহাকেই পরম ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। কেহই ঐ ব্রহ্মকে, এমন কি তাঁহার প্রাণময় হিরণ্যগর্ভরূপকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না।

সেই হিরণ্যগর্ভগত প্রাণ নচিকেতার জীবাত্ম-স্বভাবে অনুস্যূত। প্রাণ দেহকলুষ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া বিশ্ববিশুদ্ধপ্রাণের সহিত সম-প্রবাহও সমতরঙ্গ হইলে, হিরণ্যগর্ভের সহিত জীবের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, অতঃপর, প্রাণোপাধি-মোচনে জীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই জ্ঞাতব্য ব্রহ্ম।

যদেবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি॥৮১॥

ইহ যৎ অমুত্র তৎ; ইহ তৎ অমুত্র যৎ অনু (কার্য্যরূপ এই জগতে এবং জীবহৃদয়ে যে চৈতন্যের বিকাশ, কারণেও সেই চৈতন্যই অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান—উহা আত্মচৈতন্য) যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি (যে এই আত্মচৈতন্যকে বিভিন্ন উপাধি-হেতু ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করে, এবং 'আমি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্' এতদ্রূপ ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট হয়), স মৃত্যোঃ মৃত্যুং

আপ্নোতি (সে মৃত্যুর পর মৃত্যুর বশবর্ত্তী হয়—সে পুনঃ পুনঃ জীবাত্ম-রূপে স্বীয় জন্মজরামৃত্যু দর্শন করিয়া ম্রিয়মাণ হয়)।

অন্নময়কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন জীবাত্মা প্রাণময় কোষে 'আত্মা প্রাণময়' দর্শন করে, সে তখনই জানিতে পারে যে, কূটস্থ ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে সে অপৃথক্। বস্তুতঃ জীবহৃদয়নিহিত প্রাণ যখন অন্নময় দেহের ক্রিয়া স্তম্ভিত করিয়া, আপন বিশুদ্ধ আলোক ও শক্তিতে উদ্দীপিত ও সঞ্জীবিত হয়, তখন সে জীবহৃদয়দেশ পরিত্যাগ করিয়া, মূর্দ্ধায় আনন্দস্পন্দনে ও জ্ঞানাগ্নিতে বিভাসিত হইয়া, ব্রহ্মচৈতন্য হইতে স্বীয় অপৃথকৃত্ব দর্শন করে। যোগী দর্শন করেন যে, তিনি অন্নময় দেহের মূর্দ্ধায় অনুভূত ও প্রদীপ্ত প্রাণ মাত্র। তিনি দেখেন, সমগ্র বিশ্বের অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দ-প্রবাহের সহিত তিনি এক। তিনি ঐ অখণ্ড জ্ঞান ও আনন্দের সহিত সম-তরঙ্গ, সম-চৈতন্য ও সম-আনন্দময়। তখন তাঁহার দেহাস্তিত্ববোধ, এমন কি, শিরঃ-কঙ্কালের অস্তিত্ববোধ পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়। তখনই যোগী জ্ঞানসিদ্ধ হইয়া জানিতে পারেন যে, যে প্রাণের আশ্রয়ে তিনি জীবদেহে জীবস্বভাববিশিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই প্রাণই অখণ্ড ও বিশুদ্ধ ভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনুস্যূতে—এবং ঐ প্রাণ আত্মচিৎ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। তিনি জানিতে পারেন যে,এক বিশুদ্ধ পরমাত্মচৈতন্য হিরণ্যগর্ভোপাধিতে কূটস্থ হইয়া এবং সর্ব্ব আকাশে অনুস্যূত থাকিয়া, সর্ব্ব আকাশের সংঘাত, ধৃতি ও চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন।

উক্ত জ্ঞানের অভাবহেতু জীবের জীবস্বভাব ও ভেদবুদ্ধি। অজ্ঞানান্ধকারে সে ঘটে ঘটে ভিন্ন ভিন্ন জীবচৈতন্য দর্শন করে। জন্ম, জরা ও মৃত্যুর বশে দেহের পতনোত্থানকে, সে স্বীয় পতনোত্থান মনে করে এবং তদ্ধেতু শোকাভিভূত হয়।

ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥৮২॥

মনসা এব ইদং আপ্তব্যম্ (বিশুদ্ধ মনঃ-সমাধিবলেই এই ব্রহ্মৈকত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে হইবে)। ইহ কিঞ্চন নানা ন অস্তি (এই ব্রহ্মে নানাত্ব বলিয়া কিছুই নাই)। য ইহ নানা ইব পশ্যতি, স মৃত্যোঃ মৃত্যুং গচ্ছতি (যে ব্রহ্মের ভিন্নত্ব দর্শন করে, সে পুনঃ পুনঃ জরামরণ-শোকে অভিভূত হয়)। এতৎ বৈ তৎ (ইহাই সেই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম)।

এই জন্মজরামরণাতীত অভয় পার বা অমৃতের দেশ কি ভাবে লাভ করিতে হইবে? কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ লইয়া ভ্রাম্যমান জীবাত্মা কি ভাবে জীবস্বভাব হইতে মুক্ত হইয়া অখণ্ডব্রহ্মচৈতন্যে আপন স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করিবে? এক মনঃ-সংগ্রহেই সমস্ত সম্ভব হয়। 'যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী' (৬৭তম মন্ত্র) যোগপথে সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম, ইন্দ্রিয় গ্রামের ক্রিয়া স্তম্ভিত করিয়া, মন আপন শুদ্ধচিত্তে আপন নির্ম্মলস্বরূপ-ধ্যানে মগ্ন থাকিবে। ক্রমে ঐ মন্ত্র-দর্শিত সোপানাবলী আরোহণে বিশুদ্ধব্রহ্মস্বরূপের দর্শন ঘটে।

এই মনের উচ্ছৃঙ্খলগতিহেতুই জীবের শোকদুঃখ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি (অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত

পুরুষ দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করেন)। ভূতভব্যস্য ঈশানঃ (তিনি ত্রিকালের শাসক ও প্রবর্ত্তক) ততঃ ন বিজুগুপ্সতে (তাঁহাকে জানিলে আর ভেদবুদ্ধি হেতু আত্মা ব্রহ্মাত্মা হইতে পৃথক অনুভূত হয় না, ভয়ে আত্মগোপন করে না)। এতদ্বৈ তৎ (ইহাই সেই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম)।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৮৪॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অধূমকঃ জ্যোতিঃ ইব (অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত পুরুষ নির্ধূম জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপ)। ভূতভব্যস্য ঈশানঃ (তিনি ত্রিকালের কর্ত্তা)। সঃ এব অদ্য, শ্বঃ উ সঃ (তিনি আজও আছেন, কালও থাকিবেন; তিনি সনাতন)। এতৎ বৈ তৎ (ইহাই সেই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম)।

বলা হইয়াছে, মনের দ্বারা সেই ব্রহ্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। সেই ব্রহ্মস্বরূপে তো মনের অস্তিত্ব নাই; মন, বুদ্ধি ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি উপাধির বিলোপেই নিষ্কল ব্রহ্মজ্যোতি বিকাশ পান। তবে মনের দ্বারা কি ভাবে তিনি লভ্য? মনোবিলোপ পর্য্যন্ত মনের সাধনা করিতে হইবে। যোগপথে যতদূর পর্য্যন্ত মনের ছায়া থাকে, ততদূর পর্য্যন্ত মনকেই যোগস্থ ও আত্মসন্ধানপর হইয়া চলিতে হইবে। মনই সাধক, মনই সাধনভূমি; মনই আপন মনকে ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মনেতে স্থাপিত করিবে। সতত শুদ্ধভাব দ্বারা মনকে ধৌত করিয়া ইন্দ্রিয়গন্ধ মুছিয়া ফেলিতে হইবে। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানপিপাসার দ্বারা সকল পিপাসা বিদূরীত করিতে হইবে। মনকে রাখিতে হইবে সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞান-

পিপাসায় তীব্র তৃষ্ণাতুর। সেই তৃষ্ণাগ্নি সকল পার্থিব অভিলাষ, পার্থিব আহরণ ও পার্থিব গন্ধ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। বিশুদ্ধ মন আপনাতে আস্থাপিত হইয়া দেখিবে, তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি মন নয়—বুদ্ধিযুক্ত আত্মা। ঐ বুদ্ধ্যাত্মাই মনের মন্তা। মন ঐ মন্তার আশ্রয় লইয়া মন্তাকে মনন করিবে। ঐ বুদ্ধ্যাত্মার আবাস হৃদয়পুণ্ডরীকে। শুদ্ধ হৃৎকমলে মন নিবিষ্ট, নিহিত, ও আত্মবিস্মৃত হইয়া যাহাকে দর্শন করিবে, তিনি হয়েন জীবাত্মা। জীবাত্মা মনের জিজ্ঞাসাপ্রাবল্যে সচকিত, জাগ্রতও তরঙ্গায়িত হইয়া, মনকে তীব্র প্রেম ও আনন্দ বন্যায় আপনার মধ্যে আকর্ষণ করেন। এই জীবাত্মা সোপাধিক ব্রহ্ম। তাঁহার হৃদয়াবস্থানভূমি প্রাদেশপরিমাণ। ঐ জাগ্রত পুরুষের স্বরূপ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত।

যিনি বিশ্বব্যাপী বিরাট্ পুরুষ, তিনি প্রাদেশপরিমাণ স্থানে কি ভাবে অবস্থান করেন এবং তিনি কিরূপে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত হইতে পারেন? ব্রহ্মসূত্রে এই জটিল প্রশ্নের সমাধান আছে, যথা:—

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥১।২।২৯॥

আশ্মরথ্য মুনি বলেন, পরমব্রহ্মাত্মা বিরাট্ বিশ্বব্যাপী হইলেও, তিনি সাধকগণের প্রাদেশপরিমিত হৃন্মণ্ডলে অভিব্যক্ত হয়েন।

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥১।৩।২৫॥

পরমব্রহ্মপুরুষ সর্ব্বত্র ব্যাপী হইয়াও মনুষ্যহৃদয়পরিমাণাপেক্ষায় হৃৎপদ্মে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণে অনুভূত হয়েন।

ঐ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষই জ্যোতির্ম্ময়ও আনন্দময় পরমব্রহ্ম। সর্ব্বব্যাপী আনন্দ-জ্ঞান-ব্রহ্ম ও হৃদয়স্থ অঙ্গুষ্ঠমাত্র জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের মধ্যে ব্যবধান দেহের মিথ্যাবরণ। হৃদাকাশ ছিন্ন করিয়া যখন অঙ্গুষ্ঠমাত্র অনুভূত আত্মা বিশ্ব বিরাটাত্মার সহিত মিলনপিপাসু হন, তখন হইতেই দেহের বিলুপ্তি হইতে থাকে এবং পূর্ণাত্মপ্রতিষ্ঠায় দেহাস্তিত্ববোধের

বিলোপ ঘটে। মন তাঁহারই অনুসন্ধানে আত্মসমাহিত হইবে। মন তাঁহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, সমাধিভূমে আত্মার চিরাস্তিত্বে আপনার বিলোপসাধন করিবে; তৎপর বিকশিত হইয়া উঠিবে আত্মার শাশ্বত শুদ্ধ জ্যোতীরাশি, চিদ্‌ঘনও আনন্দঘন রূপ। সুতরাং মনের দ্বারাই প্রথম তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে।

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥৮৫॥

পর্ব্বতেষু দুর্গে বৃষ্টং উদকং যথা বিধাবতি (পর্ব্বতের দুর্গম শিখরে বারি বর্ষিত হইয়া যেমন ইতস্ততঃ নিম্নদিকে ধাবিত হয়), এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্ (এই আত্মাকে বিভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট বিভিন্ন দর্শন করিয়া) তান্ এব অনু বিধাবতি (অজ্ঞ ব্যক্তি ভেদজ্ঞানহেতু বিভিন্ন দেহধর্ম্মের অনুগত হয়—জন্ম-জরা-শোক-শঙ্কা-মৃত্যুর কবলে পতিত হয়)।

ব্রহ্মৈকত্ব-নিত্যত্ব-প্রতিষ্ঠাই ব্রহ্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা। তৎ-প্রতিষ্ঠায় সকল ভেদজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া যোগী নির্ভয় দেশে বিচরণ করে। ভেদভাবহেতু জীবের সকল দুঃখরাশির উদ্ভব এবং ত্রাসিত আত্মা অপর জীবাত্মা হইতে আত্মগোপন করে, ক্লিষ্ট হয় এবং অপরে বিদ্বেষাপন্ন হয়। ব্রহ্মৈকত্ব-সম্পাদানে এতৎসমুদায় তিরোহিত হয়। একই বারি যেমন ভেদসম্পাদক উচ্চ শৈলশিরে বর্ষিত হইয়া বিভিন্ন স্রোতে নিম্নগ হয়, তদ্রূপ একই আত্মা অজ্ঞানতাহেতু ভেদবুদ্ধিবশতঃ বিভিন্ন জীবস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া অধোগামী হয়।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৮৬ ॥

হে গৌতম! যথা শুদ্ধম্ উদকং শুদ্ধে আসিক্তং তাদৃক্ এব ভবতি (হে নচিকেতঃ, শুদ্ধজল শুদ্ধজলে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেমন শুদ্ধই থাকে), বিজানতঃ মুনেঃ আত্মা এবং ভবতি (মননশীল আত্মজ্ঞ আত্মা আত্মাই হয়েন)।

জীবদেহে শুদ্ধ ব্রহ্ম বিশুদ্ধ ভাবেই আছেন। তাঁহার স্বরূপ নিষ্কলুষ। জীবাত্মা দেহাভিমান ও জীবমোহে আপনাকে জীবাত্মা ও পৃথক্ মনে কর। মোহ যখন কাটিয়া যায়, তখন আত্মা আপন শুদ্ধস্বরূপ দর্শন করেন; অন্য কিছুই দর্শন করেন না। আত্মা আত্মাই ছিলেন; তাঁহার জৈবধর্ম্ম মিথ্যা মোহ মাত্র।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী সমাপ্তা।

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥
এতদ্বৈ তৎ ॥৮৭॥

একাদশদ্বারম্ পুরং (চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ, ব্রহ্মরন্ধ্র, নাভি, মলমূত্রদ্বারদ্বয়, এই একাদশ দ্বারবিশিষ্ট দেহপুরকে) অবক্রচেতসঃ অজস্য ব্রহ্মণঃ (বিশুদ্ধ অখণ্ডচৈতন্য, জন্মরহিত, সনাতন ব্রহ্মের অধীন রাখিয়া, সনাতন ব্রহ্মে সমর্পিত মনোবুদ্ধি হইয়া) অনুষ্ঠায় (ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ ধ্যানানুষ্ঠানে পরিজ্ঞাত হইয়া) বিমুক্তঃ চ বিমুচ্যতে (যোগী এই দেহেই দেহাত্মবোধবিবর্জ্জিত হইয়া, দেহান্তে পরমমুক্তি বা কৈবল্যপদ লাভ করেন)

কেবল মনকে সাধনসহায় করিয়া লইতে হইবে বলা হইল, কিন্তু যে জীবদেহ জীবাত্মা পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া লইয়াছে,—যেই দেহেতে জন্মহেতু মানবের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি, কর্ম্ম, কর্ম্মফলভোগ, যজ্ঞানুষ্ঠান, ও স্বর্গলোকভোগ,—সেই দেহের সহিত মুমুক্ষু জীবাত্মা কি ভাব এবং কি সম্বন্ধ রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবে? সে কি এই দেহকে ক্লিষ্টও শুষ্ক করিয়া অবশেষে পরিত্যাগ করিবে? না, তাহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবে? না, তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া তাহার ঈপ্সিত আহার্য্য যোগাইবে? দেখা যায়, প্রায়ই দেহ সাধন-পথে প্রতিকূল হয়, এক্ষেত্রে জীব কি উপায় অবলম্বন করিবে?

দেহকে সুস্থ, সবল, কর্ম্মক্ষম, ক্লেশসহও সংযত রাখিয়া চলিতে

হইবে, ইহা আমরা ৫৭তম মন্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি। মুমুক্ষু জীবাত্মা যে দেহ লাভ করিয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে না, বরং তাহাকে সাধনসহায় করিয়া লইতে হইবে। যে কর্ম্মরাশির মধ্যে ও যে সংসারক্ষেত্রে জীব আপতিত, তাহাও মুমুক্ষু পরিত্যাগ করিবে না, বরং সে-কর্ম্মরাশি সম্পাদন এবং সে-সংসারে দৈহিক অবস্থান করিয়া, সাধনমার্গে তাহাকে চলিতে হইবে। ক্ষুৎপিপাসাদি দেহের ধর্ম্ম, তাহাও নিরোধ করা উচিত নয়; পশুবিহঙ্গাদির মত ক্ষুৎপিপাসায় তাড়িত হইলেও তাহার নিবৃত্তি এবং নিবৃত্তির জন্য আহার্য্য আহরণ করিতে হইবে।

তবে, মুমুক্ষুর জীবনে একটা বিশেষত্ব আছে। সাধারণ জীব ও ইতর জীবকুল যথেচ্ছ গমনাগমন ও আহার বিহারে প্রমত্ত থাকে; তাহাদের অভিরুচিগত পার্থিব ভোগ্য ব্যতীত অপর কিছু লভ্য নাই। কিন্তু মুমুক্ষু জীবকে সকল দেহধর্ম্ম, তদ্ধেতু সকল কর্ম্ম, সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি অর্থাৎ সমগ্র দেহটি হৃৎস্থিত পরমাত্মস্বরূপে জিজ্ঞাসামন্ত্রে চির-সমর্পিত করিতে হইবে। তাহার আপন কর্ম্ম, মমত্ব বা অহঙ্কার বলিয়া কিছুই থাকিবে না; সমগ্রই, তাঁহার অভীষ্ট পরমপুরুষে চিরার্পিত হইবে। তাঁহারই কর্ম্ম, তাঁহারই অনুষ্ঠান, তাঁহারই কর্ম্মফল এবং তাঁহারই দ্বারা সে কর্ম্মনিযুক্ত। তাঁহার প্রদত্ত কর্ম্ম অতি সুন্দর, উজ্জ্বল ও নিষ্কলুষভাবে সম্পাদন করিতে হইবে; তাহা অবহেলা বা পরিত্যাগ করিলে, সাধনপথে ব্যাঘাত ব্যতীত সহায়তা হয় না। এইভাবে সমগ্র কর্ম্মেন্দ্রিয় সেই ব্রহ্মে অর্পিত করিয়া, মনকে জিজ্ঞাসা-পর রাখিয়া, সিদ্ধিমার্গে জীবাত্মা দেহাত্মবোধবিলুপ্তিতে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করে এবং দেহান্তে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। সেই দেশ হইতে আর পুনরাগমন নাই ॥ ৮৭ ॥

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্-
হোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমস-
দব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ৮৮ ॥

হংসঃ (তিনি সর্ব্বত্রগ—হংস এবং তিনি সূর্য্যরূপী)। শুচিষৎ (দিব্যলোকে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি শুচিষৎ)। বসুঃ (সর্ব্বলোকে বাস বা অবস্থান করেন বলিয়া তিনি বসু)। অন্তরিক্ষসৎ বায়ুমণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া তিনি অন্তরিক্ষসৎ)। হোতা (তিনি অগ্নিরূপে সকল আহুতি গ্রহণ করেন, তাই তিনি হোতা)। বেদিষৎ (পৃথ্বীরূপ বেদীতে তিনি বিরাজমান, তাই তিনি বেদিষৎ)। অতিথিঃ দুরোণসৎ (তিনি অতিথি বা সোমরস হইয়া দুরোণে বা কুম্ভে বাস করেন, তাই তিনি দুরোণসৎ)। নৃষৎ (তিনি মনুষ্যলোকে বাস করেন, তাই তিনি নৃষৎ)। বরসৎ (সকল শ্রেষ্ঠবস্তুতে বাস করেন, তাই তিনি বরসৎ) ঋতসৎ (সর্ব্বযজ্ঞে ও বেদে অবস্থান করেন বলিয়া তিনি ঋতসৎ), অব্জা (তিনি মীনরূপে জলে অবস্থান করেন, তাই তিনি অব্জা) গোজা (পৃথিবীতে জীবপরিত্রাণার্থ অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া তিনি গোজা) ঋতজা (কর্ম্মফলরূপে জীবের গতিনিয়ন্তা বলিয়া তিনি ঋতজা)। অদ্রিজা (তিনি বিশাল পর্ব্বতে প্রকাশ পান, তাই তিনি অদ্রিজা) ঋতং (তিনি স্বয়ং একমাত্র সত্য), বৃহৎ (তিনি সর্ব্বজগতের কারণ রূপে বৃহৎ)।

যে সাধক তাঁহাকে এখনও জানিতে পারে নাই; তিনি কোথায় আছেন সাধক তাহাও জানে না; তাঁহার স্বরূপ ও অবস্থান সম্বন্ধে এখনও যাহার কোন স্থির জ্ঞান, বুদ্ধি বা ধারণা হয় নাই; যে এই

জ্ঞানপথের পথিকমাত্র, পথে এখনও চলা হয় নাই, সে কাহাতে আত্মসমর্পণ করিবে? অজ্ঞাত পুরুষে আত্মসমর্পণ কিরূপে সম্ভবে? যাঁহাতে আত্মসমর্পিত হইলাম, তিনি আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে অভয় দিয়াছেন কি না, তিনি আমার সমর্পণে প্রীত হইয়াছেন কি না,, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব?

তিনি সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী; তিনি সর্ব্বঘটে প্রকটিত। পার্থিব জগতের বহু বিশাল, উজ্জ্বল, গৌরবময়, পুণ্যদর্শন, পবিত্রস্বভাব ও বিস্ময়জনক সৃষ্টি সেই বিরাট্ ও মহান্ পুরুষের মহিমা ঘোষণা করে। তুমি একনিষ্ঠ হইয়া, যে কোনও পবিত্র মূর্ত্তিকে হৃদয়াধিষ্ঠিত পরমাত্মারই প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করতঃ, সমর্পিত ইন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণে তাঁহার স্বরূপধ্যানে মগ্ন হও। ক্রমে হৃদয়বিশুদ্ধিতে, ও আত্মজাগরণে ধ্যাত প্রতীক ও মূর্ত্তি মুছিয়া গিয়া, আত্মবিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্যোতিতে পরিণত হইবে। তখন তোমার প্রতীকধ্যানের আবশ্যক হইবে না। যে কোনও ভাবে এবং যে কোন ধ্যেয় মূর্ত্তিতে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা সম্ভবে। সরসীর জলে হংস যেমন আত্মগৌরবে সন্তরণশীল, শুদ্ধচিত্ত-সাগরে পরমাত্মা তেমনি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণে বিভাসমান; তুমি তাহাকে হংসরূপে ধ্যান করিতে পার। ঐ উজ্জ্বল আদিত্য তাঁহারই অত্যুজ্জ্বল কিরণে প্রকাশমান এবং তাঁহারই স্বরূপবোধক—;তুমি ঐ আদিত্যের ধ্যান করিতে পার। ক্রমে ধ্যানগভীরতায় ঐ দ্যুতিমানের দ্যোতক পরম-জ্যোতির্ম্ময়ের দর্শন ঘটিবে। ঐ দ্যুলোকের যে কোনও চিত্তাকর্ষক দেবতা-বিশেষে আত্মসমর্পণ করিয়া, ক্রমে আত্মস্বরূপজ্ঞানে উপনীত হইতে পার। অন্তরীক্ষের যে কোন গ্রহমণ্ডলকে আত্ম-প্রতীকরূপে বরণ করিতে পার। ঐ হোমাগ্নি অতি পরম পবিত্র,

পবিত্রকারী ও পরত্মাস্বভাবের অবভাসক, তুমি তাহাকেও আত্মস্বরূপ-প্রতীকরূপে গ্রহণ করিতে পার। হৃৎ-হোমকুণ্ডে তোমার সমগ্র প্রাণমন অর্পণ করিয়া, শুদ্ধ আত্মস্বরূপ দর্শন কর। ঐ যে বেদিকাতে পুষ্পপল্লবফলযুক্ত ঘট স্থাপিত হইয়াছে, ঐ বেদিকাকে আত্মপ্রতীক রূপে হৃদয়ে ভাবনা করিতে পার। এই যে শক্তিশালী সোমরস ও সোমকুম্ভ, ইহাকে তুমি হৃদয়বেদিকায় ধ্যান করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ-সান্নিধ্যে উপনীত হইতে পার। তিনি সর্ব্বজগতে সর্ব্বঘটে অবস্থান করিতেছেন, অতি পবিত্র, শ্রেষ্ঠ, উজ্জ্বল ও বিস্ময়কর সৃষ্টি তাহার মহিমা কীর্ত্তন করে, তুমি তাহাদের যে কোনও রূপকে শুদ্ধ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া যোগপথে অগ্রসর হইতে পার।

এই মন্ত্রে পরমব্রহ্মকে নানা লিঙ্গবোধক নানা বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে। সর্ব্বগত ও সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মে সর্ব্ব বিশেষণের প্রয়োগ হইতে পারে। যথা :—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমি সেই বৃদ্ধ, যে যষ্টি অবলম্বনে গমন করে। যে সদ্যঃপ্রসূত বালক, সেও তুমি। বিশ্বব্যাপিয়া তোমার প্রকাশ।

ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥৮৭॥

ঊর্দ্ধং প্রাণম্ উন্নয়তি (যিনি প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধগতিশীল করেন) অপানং প্রত্যক্ অস্যতি (অপানবায়ুকে অধঃ ক্ষেপণ করেন) মধ্যে আসীনং বামনং দেবা উপাসতে (তাঁহার হৃদয়কমলে আসীন অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ সেই বামনরূপী আত্মপুরুষকে সকল ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করে)।

ব্রহ্মজ্ঞ নচিকেতা ব্রহ্মবিজ্ঞানের উত্তম যোগপথ দর্শন করিলেন। হৃদয়পুণ্ডরীকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ ও জ্যোতির্ময় বামন আত্মপুরুষ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া, দেহকলুষ হইতে নির্মুক্ত করিয়া দর্শন করিতে হইবে। তাঁহার দর্শনোপায়ের প্রথম সোপান; ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে পূর্ণ বিরক্ত ও ব্যাবৃত্ত করিয়া, মনের সহিত হৃদয়স্থিত প্রাণচৈতন্যময় অনুভূতিপ্রদেশে আস্থাপিত করা। অনুভূত প্রদেশে জাগিয়া উঠিবেন আত্মপুরুষ। তাঁহার শিহরণ, স্পন্দন, নর্ত্তন ও কম্পনে মুগ্ধ ইন্দ্রিয়গণ আপন সর্ব্ব দর্শনস্পর্শনাদি লইয়া তাঁহার প্রতি পূর্ণ আকৃষ্ট, আসক্ত ও তাঁহার ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকিবে। স্তম্ভিত ইন্দ্রিয়বর্গ লইয়া মন যখন আত্মসমাহিত হইবে, তখন প্রাণবায়ু সংযত চিন্তাধারার সহিত ঊর্দ্ধলক্ষ্যে অপূর্ব্ব, অচিন্ত্য ও অনন্ত আনন্দসিন্ধুর প্রতি বিপুল ব্যাকুলতার সহিত ধাবিত হইবে। হৃদয়ের পবিত্র চিন্তাধারা, যখন পবিত্র আনন্দস্পর্শ প্রাণবায়ুসহ জীবাত্মাকে ঊর্দ্ধে সহস্রারে অনুভবগম্য ও প্রাপ্য স্বরূপের দিকে বহন লইয়া যায়, তখন জীবাত্মার বন্ধন, হৃদয়ের মলিনতা ও চিন্তাধারার মলিনতা অপান বায়ুর সহিত অধোনিক্ষিপ্ত হয়। প্রাণবায়ুর সহিত জীবাত্মা মুক্তির দিকে ধাবিত হয়; আর অপান বায়ুর সহিত সে বিষয়ে লিপ্তভাবে বিচরণ করে। প্রাণ ও অপানের সংমিশ্রণ ব্যতীত জীবাত্মা পার্থিব রাজ্যে আসক্ত হইতে অক্ষম। প্রাণ অপরাপর বায়ু হইতে, বস্তুতঃ, দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া আত্মজ্ঞান-পিপাসু হইলে, মানুষের বাসনারাশি স্বতঃই ছিন্ন হইয়া যায় এবং উন্নত প্রাণের পূর্ণ ঊর্দ্ধপ্রবাহে জীবাত্মা শীঘ্রই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অপান যখন জীবাত্মাকে নিম্নগ করে, প্রাণও সেই আত্মার সহিত অপানের বাসনানুগ হয়।

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥৯০॥

শরীরস্থস্য, অস্য দেহিনঃ বিস্রংসমানস্য (এ দেহ হইতে দেহী বিভ্রষ্ট হইলে) দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য অত্র (দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে) কিং পরিশিষ্যতে (কি অবশিষ্ট থাকে?) এতৎ বৈ তৎ (ইহাই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম)।

প্রাণও আত্মা নয়, অপানও আত্মা নয়। প্রাণশক্তিতে আত্মা ঊর্দ্ধগ হইয়া ব্রহ্মাত্মস্বরূপ দর্শন করে, অপানে অনুগত আত্মা দেহাসক্ত হয়। আত্মা যখন দেহ পরিত্যাগ করে, তখন প্রাণও অপান কিছুই থাকে না; কেবল পচ্যমান জড় দেহ পড়িয়া থাকে। যাঁহার অভাবে প্রাণাপানের ক্রিয়া তিরোহিত এবং দেহ পচ্যমান হয়, তিনিই হৃদয়নিহিত অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণ পুরুষ—আত্মা। সর্ব্বব্যাপী আত্মা কিরূপে দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন? তদুত্তরে বুঝিতে হইবে—শুদ্ধাত্মা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় হইলেও, দেহের স্বভাব ও ধর্ম্ম অনুযায়ী ঐ দেহে ক্রিয়াশীল ছিলেন,—নানাবাসানুগত হইয়া সতত ভ্রাম্যমান জীবরূপে প্রকাশিত ছিলেন। সেই দেহধর্ম্মের অপচয়ে, আত্মা তথায় তদ্রূপ ক্রিয়ায় অসমর্থ। সে-দেহধর্ম্মের মলিনতা লইয়া গন্ধবহের মত আত্মা এখন আত্মমণ্ডলে ভ্রাম্যমান। আত্মমণ্ডলের আত্মা এখন পচ্যমান দেহের স্বভাবগত হইয়া ঐ দেহেই ভিন্নভাবে,—পচনশীল হইয়া ক্রিয়াশীল। দেহী আত্মা ঐ মৃতদেহে থাকেন না; ভিন্নরূপে প্রকাশমান আত্মা ঐ মৃতদেহে বর্ত্তমান। যে দেহী আত্মা দেহবিমুক্ত হইয়া চলিয়া যান, তাঁহার দেহাভিমান এখনও সূক্ষ্মভাবে নিজের

সঙ্গে বর্ত্তমান। সে-সূক্ষ্মদেহাভিমানবিমুক্তিতে, ঐ দেহী আত্মার সচ্চিদানন্দ-স্বভাব-প্রাপ্তি ঘটে। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতেরণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥৯১॥

কশ্চন মর্ত্ত্যঃ প্রাণেন ন জীবতি, অপানেন ন (কোনও মরণশীল মনুষ্য প্রাণবায়ুর দ্বারাও জীবিত থাকে না, অপান বায়ুর দ্বারা ও জীবিত থাকে না), ইতরেণ তু জীবন্তি (অন্য কাঁহারও অবস্থানে জীবগণ জীবন ধারণ করে)—যস্মিন্ এতৌ উপাশ্রিতৌ (যাঁহাকে এই প্রাণ ও অপান আশ্রয় করিয়া আছে)।

ব্রহ্মপদপ্রতিষ্ঠিত নচিকেতা দেখিলেন, অপান পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়া দেহে অধোগ হইয়া অবস্থান করিতেছে। যে ঊর্দ্ধগামী প্রাণবায়ুতে আরোহণ করিয়া তিনি ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছেন. তাহাও সহস্রারে পৌছিবার পূর্ব্বেই স্তিমিত। সুতরাং প্রাণও অপান উভয় বায়ুই পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল সচ্চিদানন্দ সাগরে তিনি ভাসমান। তথায় তিনি স্বীয় বিশ্বব্যাপিত্ব, চিরনিত্যত্ব, সৎ, চিৎ, ও আনন্দ স্বরূপ লাভ করিয়াছেন; তথায় প্রাণ বা অপান কোন বায়ুরই অস্তিত্বের প্রয়োজন হয় না। হিরণ্ময়ব্রহ্ম পর্য্যন্ত প্রাণের খেলা বিদ্যমান, তদতীতে শুদ্ধ চিদানন্দস্বরূপ। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জ্ঞেয়, তল্লাভই ব্রহ্মবিদ্যা।

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥৯২॥

গৌতম হন্ত ইদং তে গুহ্যং সনাতনং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামি (হে নচিকেতঃ, আচ্ছা, তোমাকে এখন অতি গোপনীয় নিত্যব্রহ্মস্বরূপকথা

বলিতেছি)। আত্মা মরণং প্রাপ্য যথা চ ভবতি (অমুক্ত আত্মা দেহত্যাগ করিয়া যে গতি লাভ করে তাহাও বলিতেছি।)

অনন্ত বিরাট্ পুরুষ প্রাণও আকাশের সংঘাতে অনন্ত বিভূতিতে দ্যুতিমান্ ও অনন্তভাবে প্রকাশমান। এই বহুরূপের মধ্যে তিনি অরূপ ও একরূপ। নচিকেতার জ্ঞানদৃষ্টি তদ্দর্শনে প্রসারিত হইল। অধিকন্তু তিনি দেখিলেন, অমুক্তজীবের দেহত্যাগের পর কোথায় গতি এবং কেন তাহারা পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহে নিক্ষিপ্ত হয় :—স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত পরমাত্মা জাগতিক জীবের গতিবিধি স্মরণ করিলেন।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥৭॥

অন্যে দেহিনঃ যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ শরীরত্বায় যোনিং প্রপদ্যন্তে (অমুক্ত জীবাত্মগণ যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, যেরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছে, তদনুযায়ী তৎকর্ম্মফলদ তৎজ্ঞানজ ও তৎবাসনাচরিতার্থক মাতাপিতৃশুক্র আশ্রয় করে)। অন্যে স্থাণুম্ অনুসংযন্তি (অন্যান্য দেহিগণ বৃক্ষপ্রস্তরাদি স্থাবর স্বভাব প্রাপ্ত হয়)।

অমুক্ত জীবাত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়াও জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তি পায় না। তাহার কর্ম্মস্পৃহা, কর্ম্মাভাব ও কামনা তাহাকে তাহার ঈপ্সিত-পার্থিব বাসনা চরিতার্থকারী দেহাভিমুখে প্রেরিত করে। তাহার বাসনাবরণই তাহার জ্ঞানের সীমা, সেই জ্ঞানের বলে সে উপযুক্ত দেহানুসন্ধানার্থ জনক জননীর আশ্রয় লয়। জীবাণু, পরমাণু, বৃক্ষলতা ও স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বের উদ্ভব ঐ হেতু।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।

তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতা সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্ বৈ তৎ ॥৯৪॥

সপ্তেষু যঃ এষঃ পুরুষঃ কামং কামং নির্ম্মিমাণঃ জাগর্ত্তি (দেহ প্রাণাদি সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় হইলেও যিনি ঐ স্বপ্নাবস্থায় নানা বিচিত্র কাম্য বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া জাগ্রত থাকেন), তৎ এব শুক্রং তৎ ব্রহ্ম, তৎ এব অমৃতম্ উচ্যতে (তিনিই শুদ্ধ, নিষ্কল, শুভ্র ও সনাতন ব্রহ্ম কথিত হন, নিশ্চিত জানিবে)। সর্ব্বে লোকাঃ তস্মিন্ শ্রিতাঃ (সমগ্র বিশ্ব ঐ শুদ্ধ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে)। কশ্চন উ তৎ ন অত্যেতি (কেহই তাহাকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে পারে না।) এতৎ বৈ তৎ (ইহাই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম)।

অগ্রে ব্রহ্মচর্য্য, স্বাধ্যায় ও ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ববিচার করিতে হয়, অতঃপর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মবস্তু প্রত্যক্ষ করিতে হয়। অনুমান ও শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার্য্য। অনুমান দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ কল্পিত হয় মাত্র, শাস্ত্র সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ব্রহ্মস্বরূপ কীর্ত্তন করে এবং যোগিগণ প্রত্যক্ষদর্শনদ্বারা সকলসংশয়মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হয়েন। শাস্ত্র একমাত্র শ্রুতিকেই বুঝায়—শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের দৃষ্টব্রহ্মস্বরূপব্যঞ্জক মন্ত্র।

যোগসমাধি এমন কি শ্রুতিপ্রমাণ ব্যতীতও ব্রহ্মাস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে। অনুমানের জন্য দরকার কিঞ্চিৎ শুদ্ধবিচারবুদ্ধি। মানব যখন নিদ্রিত থাকে, দেহ যখন নিষ্ক্রিয়, প্রাণ যখন ক্ষীণস্পন্দনে মাত্র অবসিত, তখন কে স্বপ্ন দর্শন করে? মন একাকী স্বপ্ন দেখিতে পারে না; তাহার বুদ্ধিবল আবশ্যক। বুদ্ধিও একাকী অবস্থান করিতে পারে না, তাহার পরিপোষক আধার ও চৈতন্যবোধ দরকার। ঐ চৈতন্য যাঁহার ব্যঞ্জক তিনি আত্মা। তিনি বুদ্ধি ও

মনের সহায়তায়, দেহকে সুপ্ত রাখিয়া স্বচ্ছন্দে স্বেচ্ছায় নির্ম্মিত, কল্পিত বা বাস্তব ভোগরাশির মধ্যে বিচরণ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ ও অনুভব করেন। ইনিই জীবাত্মা। ইনিই যখন মন বুদ্ধি ও জীবস্বভাব হইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপে বিরাজ করেন, তখন তিনি শুদ্ধ নিত্য পরব্রহ্ম। শাস্ত্র ইঁহার অতুল মহিমা কীর্ত্তন করে। যোগিগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সংসার ও সংশয় হইতে বিমুক্ত হওতঃ অতুল চিদানন্দসাগরে বিরাজ করেন।

"নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ" এই সূত্র (ব্রহ্মসূত্র ৩।১।১) স্বপ্ন-দ্রষ্টাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। পরমাত্মা জীবদেহে জীব-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, দেহের সংস্কার, বাসনা ও অধ্যাস লইয়া আপন সুখদুঃখে বিচরণ করেন; নিষ্ক্রিয়দেহবস্থায়ও তিনি দেহের সংস্কারের অতীতে বিচরণ করিতে অসমর্থ। তাঁহার বন্ধন ও বন্ধনের স্বল্পত্ব বা কঠিনত্ব তাহার স্বপ্নগতসংস্কারানুমানে অধিগত হয়। যোগী তাঁহাকে এই দেহ-সংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শুদ্ধ নির্ম্মল আত্মজ্যোতিতে দর্শন করেন।

অগ্নি র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥৯৫॥

যথা একঃ অগ্নিঃ ভুবনং প্রবিষ্টঃ, রূপং রূপং (প্রতি) প্রতিরূপঃ বভূব (যেমন একই অগ্নি এই লোকে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন দাহ্যপদার্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে) তথা একঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বহিশ্চ (সেইরূপ এক আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান

করিয়া, দেহাধারানুযায়ী বিভিন্ন প্রতীয়মান হয়েন, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি সকল রূপের অতীতে একরূপ—এক পরমাত্মা)।

পূর্ব্বোক্ত অনুমানসিদ্ধ জ্ঞানে, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় এবং সর্ব্বভূতের অন্তরে আত্মা আছেন গ্রহণ করা যায়। স্বতঃই এই সন্দেহ হইতে পারে যে, বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন আত্মা বিদ্যমান। না, আত্মা বিভিন্ন নয়। সর্ব্বভূতে এক আত্মা। অগ্নির উদাহরণে উহা উপলব্ধ হইবে। একই অগ্নি নানা দাহ্য পদার্থের যোগে সূর্য্যোত্তাপ, দাবাগ্নি ও বাড়বাগ্নিরূপে নানা আকারে ও নানাভাবে কার্য্যকর হয় এবং নানা বর্ণের বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু সত্যতঃ, একই অগ্নি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। তদ্রূপ একই আত্মা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। বিভিন্নদেহ তাঁহাকে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করে, এইজন্যই তিনি বিভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়েন, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি এক সর্ব্বব্যাপী আত্মা।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥৯৬॥

একঃ বায়ুঃ যথা ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব (একই বায়ু যেমন জগতে প্রবেশ করিয়া ঘটে ঘটে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে), তথা একঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বহিশ্চ (সেইরূপ এক আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিয়া দেহাধারানুযায়ী বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি সকল রূপের অতীত একরূপ—এক আত্মা)।

আত্মার একত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্বের আর একটী উদাহরণ বায়ু। বায়ু

বিভিন্ন আধারে নিহিত থাকিয়া বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করে। একই বায়ু কোথাও বা সুগন্ধ বহন করে, কোথাও বা দুর্গন্ধময়, কোথাও বা বাঁশী বাজায়, কোথাও বা বজ্রনির্ঘোষে নাদিত হয়, কোথাও বা মৃদুহিল্লোলে সুখস্পর্শ হয়, আবার কোথাও বা ঝড় ও বাত্যারূপে ভীতিপ্রদ হয়। তদ্রূপ পরমাত্মাও একরূপ ও এক।"

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু
ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈ র্বাহ্যদোষৈঃ।
এক স্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥৯৭॥

সূর্য্যঃ সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ ন যথা লিপ্যতে চাক্ষুষৈঃ বাহ্যদোষৈঃ (সূর্য্য যেমন সকল জীবের চক্ষুর আলোকদাতা হইয়া ও পাপদর্শীর পাপদর্শনে অথবা আলোকোদ্ভাসিত অপবিত্র বস্তুর দ্বারা অপবিত্রীকৃত হয়েন না,) তথা একঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা লোকদুঃখেন ন লিপ্যতে (এক আত্মা সর্ব্বলোকে ব্যাপ্ত হইয়াও ঘটপটবিকারে বিকৃত হয়েন না, জগতের সুখদুঃখে মুহ্যমান হয়েন না)। বাহ্যঃ (তিনি সঙ্গ-বর্জ্জিত)।

বাজশ্রবস মুনির সহিত পুত্র-সম্বন্ধে সম্বন্ধ, ব্রাহ্মণবংশ জাত, নর-কায় ও কুমারবয়স নচিকেতা আত্মানুভূতি লাভ করিয়া দেখিলেন, এই আত্মার সর্ব্বদেহে "একই" স্বভাব—চিদানন্দস্বরূপ; ইহা বাহ্য সম্বন্ধ বংশ, বয়স ইত্যাদি হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। স্থান, কাল ও অবস্থার দ্বারা ইনি বিন্দুমাত্র বিকৃত বা অভিভূত হয়েন না। জীবদেহে ইনি অনুভবানন্দ-স্বরূপ, সেই স্বরূপ পূর্ণজ্ঞানে পর্য্যাসিত। সে পূর্ণানন্দ-পূর্ণজ্ঞান ও সনাতনত্ব বহির্জগদবয়বের সম্বন্ধবর্জ্জিত। যোগারূঢ়

নচিকেতা আত্মাকে পৃথকভাবে জ্ঞাত হইয়া দর্শন করিলেন,—সূর্য্যরশ্মির ও সূর্য্যের নির্ম্মলত্বসাদৃশ্য দেখাইয়া ব্রহ্মের শুদ্ধ স্বরূপ সাধারণের অনুমানগম্য হইতে পারে।

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥৯৮॥

যঃ বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একঃ, একং রূপং বহুধা করোতি (যে সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বভূতাত্মস্বরূপ আত্মা এক, এবং এক হইয়াও বিভিন্ন উপাধিতে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ পান)। আত্মস্থং তং যে ধীরাঃ অনুপশ্যন্তি, তেষাং শাশ্বতং সুখং (স্বহৃদয়স্থ সেই আত্মাকে যে সুধীগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন তাঁহারা চিরানন্দ লাভ করেন), ন ইতরেষাম্ (অন্য কেহ তাহা লাভ করিতে পারে না)।

সর্ব্বভূতে অবস্থিত এক আত্মাকে জীবগণ বাহ্য বুদ্ধির দ্বারা বিভিন্ন দর্শন করে, এবং ঈদৃশভেদদর্শনহেতু দ্বন্দ্বজড়িত হইয়া শোকদুঃখময় সংসারগতিতে সতত বিচরণ করে। কিন্তু আত্মার এক অভিন্নরূপ দর্শন করিবার জন্য যোগিগণ আপন শুদ্ধ হৃদয়সিন্ধুনীরের অতলতলে নিমগ্ন হইয়া, তাহার দর্শন ও প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করেন। ঈদৃশ যোগিগণের আর দেহবুদ্ধি থাকে না, তদ্ধেতু ভেদবুদ্ধির অবসান হয়। সতত এক আত্মার নিত্যত্ব ও চির নির্ম্মলত্ব দর্শন করতঃ তাঁহারা দেহান্তে চিরপ্রশান্তিময় চিদানন্দসিন্ধুনীরে বিচরণ করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকলকেই সংসারাবর্ত্তে ঘুর্ণ্যমান হইতে হয়।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥৯৯॥

অনিত্যানাং নিত্যঃ চেতনানাং চেতনঃ যঃ একঃ (বিনাশশীল জগতের কারণবীজ যাঁহাতে নিত্য অবস্থান করে, এবং যিনি সমগ্র চেতন-সম্পন্ন জীবের চেতনাসম্পাদক ও একরূপবিশিষ্ট), যে ধীরাঃ আত্মস্থং তং অনুপশ্যন্তি, তেষাং শাশ্বতী শান্তিঃ (যে সুধীগণ সেই অখণ্ড চৈতন্যকে আত্মহৃদয়ে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা চির শান্তি লাভ করেন), ইতরেষাং ন (অপর কেহ তাহা লাভ করিতে পারে না)।

ব্রহ্মজ্ঞ নচিকেতা বিনাশশীল জগতের সৃষ্টিকারণ ও সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়াবর্ত্তনতত্ত্ব অবগত হইলেন। সমগ্র বিনাশশীল জগতের কারণবীজ কূটস্থ ব্রহ্মে নিহিত। কূটস্থ ব্রহ্ম সোপাধিক। তিনি সৃষ্টিকাম তাপস (তপোঽতপ্যত), তিনি শুদ্ধ নিষ্কল ব্রহ্ম নহেন। প্রলীয়মান জগতের কারণবীজ—পুনরুদ্ভবস্বভাবনিচয় কূটস্থ ব্রহ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে, আবার তাঁহার আশ্রয়েই সেই কারণবীজ পুনঃসৃষ্টি ঘটায়। তাঁহার সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ধারা সততই একরূপ, একছন্দে বহমান। পূর্ব্বে যাহার উদ্ভব হইয়াছিল প্রলয়ান্তে কারণ বীজ হইতে তাহারই উদ্ভব ঘটে (যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ)। এইরূপ অনিত্য জগতের কারণ বীজ তিনি নিত্য আপনার মধ্যে ধারণ করেন। সুতরাং তিনি অনিত্যের মধ্যে কারণবীজরূপে নিত্য।

সমস্ত জগৎ—ক্ষিতি-অপ-তেজ-ইত্যাদিপঞ্চভূতোদ্ভব ব্রহ্মাণ্ড অচেতন, কিন্তু তাহার অখণ্ডচৈতন্যে চেতনাসম্পন্ন হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

খণ্ড খণ্ড চৈতন্যরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ সর্ব্বাকাশে একমাত্র চৈতন্য বর্ত্তমান—তাহাঁ তিনি।*

সেই নিত্যকারণ বীজ হইতে নচিকেতা নররূপে আবির্ভূত; সেই চৈতন্য তাঁহার হৃদয়ে আত্মস্বরূপে নিহিত থাকিয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঈদৃশ আত্মতত্ত্ব যিনি দেহাবরণ হইতে পৃথক্ করিয়া দর্শন করেন, তিনি সনাতন চিন্ময় ও আনন্দময় ধামে চির শান্তি লাভ করেন। অপরাপর কেহই তাহা লাভে অসমর্থ।

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্‌বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥১০০॥

অনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং 'তৎ এতৎ' ইতি মন্যন্তে (যোগসিদ্ধ ব্রহ্ম-বিদ্‌গণ "এই সেই অখণ্ড চিদানন্দ" এতদ্রূপ ব্রহ্মকে অনুভব করেন)। নু কথং তৎ বিজানীয়াং (অহং-বোধহারা আত্মা কেমন করিয়া জানিবে) কিং উ ভাতি বিভাতি বা (সেই চিদানন্দ রাজ্যে অন্য কিছু বিকাশ পায় কি না?)

অপূর্ব্ব আনন্দময় সেই চিদানন্দরস। "এই সেই আনন্দ" "এই সেই পূর্ণজ্ঞান" "এই সেই চিরশান্তি" এতদ্রূপ তরঙ্গ ব্যতীত সেই চিদানন্দ সাগরে আর কিছুই থাকে না। যে অহং-অভিমানী জিজ্ঞাসু জ্ঞেয়কে, লভ্যকে, ও প্রাপ্যকে জানিতে, দেখিতে ও স্পর্শ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি হইলেন জ্ঞেয়ের সহিত একরূপ; তাঁহার অহং-চিহ্ন আর রহিল না। রহিল মাত্র স্বচ্চিদানন্দানুভূতি। নচিকেতা যোগ-সমাধিতে হিরণ্ময়রাজ্যে আপন দেহপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করতঃ, অনন্ত চিদানন্দ সিন্ধুনীরে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া "এই সেই" এতদ্রূপ তরঙ্গে পরিণত হইলেন। দেহাভিমানে পুনরাবৃত্ত হইয়া নচিকেতা সেই অপূর্ব্ব

দেশের কি বার্ত্তা বলিবেন? অহং-মলিনতাসম্পন্ন জীব সে দেশের বর্ণনা করিতে অসমর্থ।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥১৫॥

সূর্য্যঃ তত্র ন ভাতি (সেখানে সূর্য্য বলিয়া কিই নাই) ন চন্দ্রতারকম্ (চন্দ্র বা তারকারাজির কিরণ সে দেশে পৌঁছে না), ইমা বিদ্যুতঃ ন ভান্তি (সে দেশে চপলা চমকে না) কুতঃ অয়ং অগ্নি (এই অগ্নির কথা আর কি বলিব?)। সর্ব্বং তং ভান্তং অনুভাতি এব (সকল জ্যোতির্ম্মণ্ডল তাঁহার চির অখণ্ড জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিতে দীপ্তিমান্)। ইদং সর্ব্বং তস্য ভাসা বিভাতি (এই সমস্ত তাঁহার জ্যোতীরাশিতে জ্যোতিষ্মান্)।

পূর্ব্বমন্ত্রের প্রশ্ন সমাধান করিয়া বলা হইল, অন্য কোনও জ্যোতিষ্ক সে দেশে কিরণ দেয় না, তাহার কিরণ দেওয়ার আবশ্যকও হয় না। তিনি স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় একজ্যোতিঃ; সমগ্র জ্যোতির্ম্ময়ের অতীতে সে চিদানন্দ চির জ্যোতির্ম্ময় রাজ্য। নশ্বর জগতের তপন সেখানে কিরণ দেয় না, চন্দ্র সেদেশ জ্যোৎস্নাস্নাত করে না। নক্ষত্ররাজি ও চপলা সেখানে হাসে না; অগ্নি সেখানে আলোক দান করে না। সে অপূর্ব্ব সর্ব্বাহংজ্ঞান-বিলোপকারী চিদানন্দসিন্ধু!

এতৎ-স্বরূপ-ব্রহ্মে নচিকেতা ব্রহ্মপদসম্পন্ন হইলেন।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী সমাপ্তা

তৃতীয়া বল্লী

উর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥১০২॥

এষঃ অশ্বত্থঃ উর্দ্ধমূলঃ অবাক্‌-শাখঃ সনাতনঃ (এই দিন দিন পরিবর্ত্তনশীল সংসারবৃক্ষের মূল বা কারণবীজ উৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদে নিহিত এবং সনাতন কাল ধরিয়া ইহার কারণবীজ হইতে উৎপত্তি ও কারণবীজে নিলয় এতদ্রূপ প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে)। তৎ এব শুক্রং তৎ ব্রহ্ম তৎ এব অমৃতং উচ্যতে (ঐ মূলকারণ শুদ্ধ, নিষ্কল, শুভ্র ও সনাতন ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন, নিশ্চিত জানিবে) সর্ব্বে লোকাঃ তস্মিন্ শ্রিতাঃ (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঐ শুদ্ধ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে) কশ্চন উ তৎ ন অত্যেতি (কেহই তাহাকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে পারে না)। এতৎ বৈ তৎ (ইনিই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম)।

নচিকেতা পরমব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অধে সংসার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ তাহার কারণ, আশ্রয়, নশ্বরত্ব ও স্বভাব দর্শন করিলেন। জীবদেহে তাঁহাকে পুনরাবৃত্তি করিতে হইলে, তাঁহাকে সেই মূল-প্রকৃতি হইতে ক্রমে ক্রমে সংসারবৃক্ষের কাণ্ড বাহিয়া নিম্নদিকে অবতরণ করতঃ, নানা শাখাপল্লববিশিষ্ট বৃক্ষশিরে বিচরণ করিতে হইবে। ঐ বৃক্ষশির সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত। এই বৃক্ষের প্রতিষ্ঠাভূমি শুদ্ধ, নিষ্কল ব্রহ্ম। ইহার মূল কূটস্থ ব্রহ্মে নিহিত। কূটস্থব্রহ্মনিহিত

অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকাশমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত অশ্বত্থ বৃক্ষ। আজ আছে কাল নাই বৃক্ষের এরূপ স্বভাব বলিয়া বৃক্ষের নাম অশ্বত্থ। সনাতন কাল হইতে এই বৃক্ষ কারণবীজে আত্মগোপন করিয়া, পুনঃ পুনঃ বৃক্ষরূপে উদ্ভব হইতেছে। তাই চির নিরন্তর এই সংসার।

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূল-
শ্চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো
দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।২।২৭

আদি বৃক্ষরূপ প্রপঞ্চের আশ্রয় একজন, তিনি পরমব্রহ্ম। তিনি অদ্বৈত সত্তারূপে সর্ব্বসৃষ্টির আদিকারণ। এই বৃক্ষের সুখ ও দুঃখ দুইটী ফল; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনটী মূল। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারি রসে পুষ্ট। পঞ্চেন্দ্রিয় ইহা পঞ্চবিধ ভাবে বিজ্ঞাপিত করে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও আনন্দ, ইহার ছয় আত্মা। সপ্তধাতু ইহার সপ্তত্বক্। পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইহার অষ্ট শাখা। নবদ্বার ইহার নবছিদ্র। দশপ্রাণ ইহার পত্রচ্ছদ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুই বিহঙ্গম ঐ বৃক্ষে অবস্থান করেন।

বৃক্ষস্থ বিহঙ্গম দুইটীর বর্ণনা আমরা মুণ্ডকশ্রুতিতে পাইয়া থাকি (৫৫ তম মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। নির্লিপ্ত পরমাত্মবিহঙ্গম সর্ব্ববৃক্ষে মূল হইতে পত্র পর্য্যন্ত অনুস্যূত হইয়া বর্ত্তমান। জীবরূপী আত্মা বৃসংসারক্ষের ফলভোক্তা, বৃক্ষে আসক্ত ও শোকদুঃখে মুহ্যমান।

আপন সত্যস্বরূপ, পরমাত্মার সন্ধান লাভ করিতে হইলে, তাহাকে এই অশ্বত্থ ছেদন করিতে হইবে; পরমপুরুষকে সংসার হইতে পৃথক্‌ভাবে দর্শনকরতঃ সংসারমুক্ত হইতে হইবে।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদি র্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥৩॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে,
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৫শ অধ্যায়।

যেমন তেমন করিয়া ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষের স্বরূপ জানা যায় না, বৃক্ষের মূলে বা আদিকারণে পৌঁছা যায় না এবং ইহার প্রতিষ্ঠাভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া বিচরণ করা যায় না। এই দৃঢ়মূল অশ্বত্থবৃক্ষকে অনাসক্তি অস্ত্রে ছেদন করতঃ, যোগমার্গে প্রতিষ্ঠাভূমি পরমব্রহ্মে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। সেই প্রতিষ্ঠাভূমি একবার প্রাপ্ত হইলে আর কাহাকেও পুনরায় বৃক্ষে আরোহণ করিতে হয় না।

ঐ শুদ্ধ ও নিষ্কল ব্রহ্মই অভয়পার ও অমৃত। সংসারবৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া ঐ পরমপদে বিচরণ করিবার উপায়—বৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক যোগমার্গ অবলম্বন। ইনিই জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১০৩॥

যৎ ইদং কিং চ সর্ব্বং জগৎ প্রাণে নিঃসৃতং এজতি (সকল চরাচর বিশ্ব, যাহা কিছু বিদ্যমান, সমস্ত প্রাণাখ্য ব্রহ্মে উৎপন্ন ও প্রাণাখ্য ব্রহ্মে চলাচল করে)। এতৎ মহৎ ভয়ং উদ্যতং বজ্রং ইব যে বিদুঃ (যাহারা এই জগদুৎপত্তিকারণ ব্রহ্মকে উদ্যত বজ্রের মত মহা ভয়াবহ বলিয়া জানে,—তাহারা তাঁহার যথার্থ তথা সম্যক্ অবগত হয়), তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তাহারা মৃত্যুরহিত হয়)।

নচিকেতা শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ অবগতির পর, দেহে পুনরাবর্ত্তনকালে, প্রথমতঃ জগৎকারণের অব্যক্ত রূপ দর্শন করিলেন। তদনন্তর সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ প্রাণাখ্য ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইলেন ; সেই প্রাণারূঢ় ব্রহ্ম বা প্রজাপতি মহাশক্তিশালী জগদ্ব্যাপক বিরাট্ পুরুষ। তাঁহার আজ্ঞাধীন বা নিয়মাধীন অনন্ত সৌর জগৎ কক্ষগত হইয়া সতত ভ্রাম্যমান। তাঁহারই ইঙ্গিতে পঞ্চভূতের অতীব বিস্ময়কর লীলাখেলা, ধ্বংসনর্ত্তন ও সৃষ্টিবিলাস। মাত্র এই প্রজাপতির স্বরূপ অবগত হইয়া, তদূর্দ্ধে আরোহণে অসমর্থ যোগী মৃত্যুবিহীন ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন।

ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত যোগী সহসা নরদেহাত্মবোধবিশিষ্ট লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন না, তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে সোপানবাহী হইয়া নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে অবতরণ করিতে হয়। নচিকেতা তদ্রূপ অবতরণ করিতেছেন।

ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥১০৪॥

অগ্নিঃ অস্য ভয়াৎ তপতি (অগ্নি এই জগৎকারণ ব্রহ্মের ভয়ে তাপ দান করেন), সূর্য্যঃ ভয়াৎ তপতি (সূর্য্য ও ভয়ে তাপ দান করেন),

ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ, বায়ুঃ, পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ চ ধাবতি (তাঁহারই ভয়ে ইন্দ্র বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যু নিজ নিজ কর্ম্মে ধাবিত হয়েন)।

অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, বর্ষণ ও কাল প্রজাপতির বিভিন্নরূপ। প্রজাপতির নিদেশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডচক্র সতত নিয়মাধীন হইয়া ঘূর্ণ্যমান। সে চক্রের এক এক প্রদেশে অগ্নিরূপ'অগ্নিদেব, সূর্য্যরূপ সূর্য্যদেব, বায়ুরূপী বায়ুদেবতা, বর্ষণরূপী ইন্দ্রদেব এবং কালরূপী যম সতত নির্দ্দিষ্ট নিয়মিত কর্ম্মে ব্যাপৃত। সে নিয়মের তিল মাত্র ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা ঐ সব দেবতাদের নাই। এই সমস্তই প্রাণের লীলা। এক প্রাণ আকাশের সহিত ওতপ্রোত সংমিশ্রণে সতত এক চক্রবর্ত্তে গড়নভাঙন-লীলা সম্পন্ন করিতেছে। তাহার তিলমাত্র এদিক ওদিক নাই।

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥১০৫॥

ইহ শরীরস্য বিস্রসঃ প্রাক্ চেৎ বোদ্ধুং অশকৎ (এই লোকে শরীরের পতনের পূর্ব্বে যোগী যদি ঐ জগৎকারণ প্রাণাখ্য-ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভে অসমর্থ হয়), ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে (তবে তাহাকে ব্রহ্মলোক হইতে নিম্নতর যে কোন সৃষ্ট লোকে শরীর পরিগ্রহ করিতে হইবে)।

সকল সাধক সাধনায় সিদ্ধ হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করতঃ শুদ্ধ পরব্রহ্মের দর্শন লাভ করেন না। কেহ কেহ তদধস্তর যোগসোপানে উপনীত হইতে না হইতেই দেহত্যাগ করেন। ক্রম যোগারোহণ-সোপানশ্রেণীর এক এক সোপানে আত্মা ক্রমশঃ নির্ম্মলতর হইয়া আইসে, এবং তাহার স্বরূপ ও অনুভূতি ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠানুভূতির বিষয় হয়। সাধকদের মধ্যে যাঁহারা হিরণ্ময় ব্রহ্মেরও সাক্ষাৎ-কার লাভ

করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে মর্ত্যলোক হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চতর লোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে, তথা গন্ধর্ব্বলোকে,
চ্ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥১০৬॥

আদর্শে যথা আত্মনি তথা (দর্পণে মুখ যেমন দৃষ্ট হয়, বুদ্ধিতে আত্মা তদ্রূপ দৃষ্ট বা প্রতীত হয়) স্বপ্নে যথা পিতৃলোকে তথা (স্বপ্নাবস্থায় আত্মার সেচ্ছাবিচরণ ও ভোগসংগ্রহের দ্বারা আত্মার যদ্রূপ স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, পিতৃলোকেও তদ্রূপ) অপ্সু যথা পরিদদৃশে (জলে যেরূপ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়) গন্ধর্ব্বলোকে তথা ইব (গন্ধর্ব্বলোকেও তদ্রূপ); ব্রহ্মলোকে ছায়াতপয়োঃ ইব (ব্রহ্মলোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ছায়া ও আলোকর মত স্পষ্ট, পৃথক্ দৃষ্ট হয়)।

কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় আত্মানুসন্ধান করিলে, স্বল্পজ্ঞান-হেতু পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বলোক দেবলোক ইত্যাদি লোকে গমন করিতে হয়, এবং তথায় বুদ্ধিদৃষ্ট, স্বপ্নদৃষ্ট, বিম্বানুমিত আত্মার তত্ত্ব লাভ করিয়া বাস করিতে হয়। ব্রহ্মলোকে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী অবস্থান করেন; তথায় জ্ঞাতা আপন শেষমলিনাবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া জ্ঞেয়ের সহিত অবিচ্ছেদ্য মিলনের প্রয়াসী হন। তথায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য ছায়া ও আলোকের ন্যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

যোগাবতরণে নচিকেতা বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনঃ স্বীকার করিয়া বুদ্ধি-বৃত্তিলভ্য আত্মদর্শনফল আলোচনা করিলেন।

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥১০৭॥

পৃথক্ উৎপদ্যমানান্যাং ইন্দ্রিয়াণাং পৃথক্ ভাবম্ উদয়াস্তময়ৌ চ যৎ (আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের বিভিন্ন চৈতন্যবোধ শুদ্ধ আত্মচৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং সেই ইন্দ্রিয়-চৈতন্যের জাগরণস্বপ্নানুগত উৎপত্তি ও বিলোপ আছে।) ধীরঃ এতৎ মত্বা ন শোচতি (ধীর ব্যক্তি ইহা বিবেকদ্বারা অবগত হইয়া শোকদুঃখাপন্ন হয়েন না)।

নচিকেতা ইন্দ্রিয়গণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি; তদ্রূপ রাজস অংশ হইতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থের উৎপত্তি, পঞ্চভূতে সম্মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তকরণ উৎপন্ন হইয়াছে।

পরমাত্মসত্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব জ্ঞান দ্বারা স্বাধীন-ভাবে পার্থিব বস্তু সম্বন্ধেও যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। আকাশাদির বিকারজাত ইন্দ্রিয়গণ শুদ্ধব্রহ্মের ধারণা করিতে অক্ষম। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের বৃদ্ধি, লোপ ও বিস্মৃতি আছে, সুতরাং তাহা ক্ষণিক ও মিথ্যা। ধীর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকে পরিহার করিয়া পৃথগাত্মস্বরূপদর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকেন। সুতরাং ইন্দ্রিয়ানুভূত শোকদুঃখ তাঁহাকে অভিভূত করে না।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥১০৮॥
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥১০৯॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ (ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ) মনসঃ সত্ত্বম

উত্তমং (মন হইতে বুদ্ধি উত্তম) সত্ত্বাৎ মহান্ আত্মা অধি (বুদ্ধির উচ্চে হিরণ্যগর্ভ পুরুষ) মহতঃ অব্যক্তম্ উত্তমম্ (হিরণ্যগর্ভপুরুষ হইতে অব্যক্ত জগৎকারণ কূটস্থ ব্রহ্ম উত্তম)। অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ তু (কূটস্থ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ)। ব্যাপকঃ অলিঙ্গ এব চ (সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত)। জন্তুঃ তং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে (জীবগণ তাহাকে জানিয়া সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হয়)। অমৃতত্বং চ গচ্ছতি (মোক্ষলাভ করে)।

পূর্ব্বালোচিত যোগপন্থা নচিকেতা পুনরায় অনুদর্শন করিলেন। যোগারোহণ বা দেহাবরণপরিহার, একই অর্থ। ইন্দ্রিয়াবরণ পরিহার করিয়া মনে আশ্রয় লইবে, মনের আবরণ, ক্রমে বুদ্ধির আবরণ, প্রাণের আবরণ, অব্যক্ত কারণাবরণ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ নিরুপাধিক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম লাভ করিতে হয়, ইহাই মোক্ষ।

ন সংদৃশে তিষ্ঠতে রূপমস্য,
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্ৢপ্তো
য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১১০॥

অস্য রূপং ন সংদৃশে তিষ্ঠতে (এই অলিঙ্গ পুরুষের রূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না), ন কশ্চিৎ এনম্ চক্ষুষা পশ্যতি (কেহ কখনও ইহাকে নয়ন দ্বারা দর্শন করে নাই, বা কোনও ইন্দ্রিয়দ্বারা অবগত হয় নাই) মনীষা হৃদা মনসা অভিক্ৢপ্তঃ (বিকল্পবিহীন একনিষ্ঠ হৃদয়স্থ বুদ্ধির দ্বারা, একাগ্র মনন দ্বারা তিনি হৃদয়ে বিজ্ঞাত হয়েন)। যে এনং বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি (যাঁহারা তাঁহাকে এইভাবে জানেন তাঁহারা বিজর, বিশোক ও বিমৃত্যু হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন)।

নচিকেতা ব্রহ্মদর্শন করিলেনও ব্রহ্মপদ অধিগত করিলেন। সহস্রারে ব্রহ্মদর্শনান্তর হৃদ্বয়ভূমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপানুভূতিতে পরমানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া, বিজ্ঞাপিত করিলেন, ব্রহ্মদর্শন কোনও ইন্দ্রিয়বিশেষের দ্বারা সম্ভব তো নয়ই, মনের দ্বারা নয়, বুদ্ধির দ্বারা ও নয়। যে বস্তু ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির বিষয়ীভূত তাহা পার্থিব, তাহা জড়, তাহা জগদতীত সত্য বস্তু নয়। সে সত্যবস্তু,—সে জগদতীত সনাতন সত্য কেবল হৃদয়ানুভূতির বিষয় ;—জ্ঞানানুভূতির বিষয়। পরম শুদ্ধ ও বিষয়লেশবিমুক্ত হৃদয়ে সেই সত্যাত্মা পরমানন্দবন্যার প্রবল প্রবাহ জাগাইয়া, চিরতরঙ্গে ও অনুভূতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। উক্ত অনুভূতির আনন্দ দশেন্দ্রিয়ের দশবিধ আনন্দের বিষয়ীভূত নয়। ঐ দশবিধ আনন্দের সমষ্টি-গত আনন্দ বা সুখ ঐ হৃদয়লব্ধ আনন্দের নিকট অতীব হীন, ঘৃণ্য ও পশুপুরীষবৎ। আত্মা আনন্দদানে হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া, সমগ্র প্রবল ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্তব্ধ, বিমূঢ়, অকর্ম্মঠ করিয়া আপনার দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখেন। তখন দেহীর দেহবোধবিলুপ্তি ঘটে, সকল মমত্ব ছিন্ন হয়, সকল সংশয় ভস্মীভূত হয়, নির্ম্মল আত্মস্বরূপ আনন্দ লহরীতে উর্দ্ধস্রোতে অতুল সুখসিন্ধুর অভিমুখে ধাবিত। জ্ঞানভূমে ভ্রূসন্ধিতে জ্ঞানানুভূতি সকল-সংশয়-বিনাশী ; তীব্র আনন্দধারা জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবের জীবাত্ম বোধ লোপ করিয়া আত্মাকে শুদ্ধ পরমাত্মায় আহুতি প্রদান করে। তখন শুদ্ধাত্মা অনুভব করে, আমি চিরানন্দে প্রতিষ্ঠিত, অভয় পারে আগত, চিরপ্রাজ্ঞ ও বিশ্বজ্ঞ। যেমন,—

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩।১৩

আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি। আপনি প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, আমার প্রত্যক্ষভূত পরমপুরুষ। কেবল অনুভব ও আনন্দ আপনার স্বরূপ ; আপনি সর্ব্ববুদ্ধির দ্রষ্টা।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান্ সতত জাগ্রত। তিনি অনুভূত আনন্দরূপে তাঁহার হৃদয়ে সতত আনন্দলহরী তুলিয়া তাঁহার জীবদেহ শুদ্ধ মঙ্গল পথে চালিত করেন।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥১১১॥

যদা পঞ্চ জ্ঞানানি মনসা সহ অবতিষ্ঠন্তে (যখন জাগতিক জ্ঞানের সহায়ক পঞ্চেন্দ্রিয় বিষয় হইতে বিরত হইয়া, মনের সহিত হৃৎস্থিত হইয়া আত্মাভিমুখী অবস্থান করে) বুদ্ধি ন বিচেষ্টতে (এবং মনঃপ্রযোক্তা বুদ্ধি মনকে বিষয়ে প্রয়োগ করে না) তাং পরমাং গতিং আহুঃ (যোগিগণ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির ঈদৃশ আত্মসমাহিত অবস্থাকে উত্তম যোগপন্থা বলিয়া থাকেন)।

একনিষ্ঠ আত্মচিন্তা মানবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। যে আনন্দ বা শান্তি কোনও পার্থিব বস্তুর অপেক্ষা রাখে না, যে অবস্থা সমগ্র ইন্দ্রিয়-গ্রামকে জাগতিক সর্ব্ববিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া স্বাধীনভাবে আত্ম-চিন্তারত আত্মার সহিত সংযোজিত রাখে, তাহা অতি উত্তম অবস্থা। কারণ তখন আত্মা নিজে ইচ্ছা না করিলে, বাহিরের কিছুই তাহার আনন্দের ব্যাঘাত করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ যোগ পথ—ব্রহ্মবিদ্যা পথ ইন্দ্রিয় প্রত্যাহারে, মনোনিবেশে ও বুদ্ধির আত্মানুচিন্তনে। ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর পন্থা নাই।

সাধারণতঃ, ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইলেই তাহারা

মনকে বিষয়ের ছায়া ও কালিমারাশি উপহার দেয় এবং তৎসঙ্গে নিজ নিজ কামনা জানায়; মন তখন বুদ্ধির শরণ লয়; এবং ইন্দ্রিয়গণকে তিরস্কৃত করিয়া আহৃত আবর্জ্জনা দূরে নিক্ষেপ করে। বুদ্ধি মনকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্যধন, চেষ্টা ও যত্নের রত্ন—অতুল সুখের নিধি কোথায়, কি ভাবে লভ্য, কোন স্থানে অবস্থিত। বুদ্ধি এইভাবে মনকে আয়ত্ত করিয়া হৃৎস্থিত জীবাত্মপুরুষের অস্তিত্ব চিন্তা করে এবং তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ধ্যানমগ্ন হয়। তখন জাগিয়া উঠে সর্ব্বেন্দ্রিয়কর্ম্মরোধী সর্ব্ববাসনাবিনাশী, মনোনিষ্ঠাকারী বুদ্ধ্যেকাগ্রতাকারী উদ্দীপিত প্রাণ। তখন বুদ্ধি অনন্যচেষ্ট হইয়া প্রবল আত্মপ্রেরণায় কেবল আত্মচিন্তারত হয়। ইহাই প্রকৃষ্ট যোগপথ।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্ত স্তদা ভবতি, যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥১১২॥

তাং স্থিরাং ইন্দ্রিয়ধারণাম্ যোগম্ ইতি মন্যন্তে (পূর্ব্বমন্ত্রে দর্শিত বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত মনইন্দ্রিয়বুদ্ধির আত্মাতে আস্থাপনের নাম যোগ)। তদা অপ্রমত্তঃ ভবতি (যোগাসীন ব্যক্তি তখন অপ্রমত্ত হইয়া যোগাভ্যাস করেন)। হি যোগঃ প্রভবাপ্যায়ৌ (যেহেতু যোগই উন্নতি ও পতনের কারণ)।

বিষয়ে বিষয়ে ধাবিত ইন্দ্রিয়গ্রাম, বহুধা বিতর্ক মন এবং বিষয়-সুখে আসক্ত বুদ্ধি; ইহাদের শুদ্ধিসাধন যোগের প্রথম সোপান ও প্রধান সাধনা। চিত্তপ্রশান্তি বা আত্মদৃষ্টি ইহা ব্যতীত অন্য কিছুরই দ্বারা সম্ভবে না। পূর্ণবিরাগ-সম্পন্ন, নির্লিপ্ত বুদ্ধি স্বচ্ছন্দে মন ও ইন্দ্রিয়চয়কে আহরণ করিয়া, আত্মধ্যানপর হয়েন, ইহাই যোগ।

কিন্তু যোগ উত্থান ও পতন দুইয়েরই কারণ। তজ্জন্য অতীব সতর্ক হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। যোগ পতনের কারণ—ইহা অতীব গুরুতর ও গূঢ়তম কথা। কোনও পার্থিব লোভনীয় বিষয় বিশেষে আসক্ত হইয়াও মানব যোগাভ্যাস করিতে পারে। ঐ বিষয়, তাহার স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রামের বিষয়ীভূত না হইলেও তাহার সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে। অনেক মূঢ় জীব আছে, যাহারা কোনও পার্থিব লোভণীয় ও রমণীয় বস্তু স্থূলেন্দ্রিয়সমক্ষে প্রাপ্ত না হইয়া, যোগবলে মনের সহিত সূক্ষ্মেন্দ্রিয় লইয়া তাহা উপভোগ করে। স্থূলেন্দ্রিয়ের আসক্তির চেয়ে সূক্ষ্ম মন ও ইন্দ্রিয়ের আসক্তি অধিকতর। সূক্ষ্ম মন-ইন্দ্রিয়ের ভোগ অধিকতর সুখদ। শঠ যোগী আকৃষ্ট বিষয়ে সর্ব্বমনইন্দ্রিয় অর্পণ করিয়া ধ্যানস্থ থাকে; অন্যান্য পার্থিব বিষয় তাহার নিকট তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া তাহার আহরণীয় হয় না। সুতরাং সে ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রত্যাহৃত করিয়া মাত্র একটি পার্থিব ভোগ্যবস্তুতে মনোনিবেশ করিয়া, তাহা অনুধ্যান করতঃ উপভোগ করে। ঈদৃশ যোগে সে স্থূলেন্দ্রিয়ভোগাসক্তি হইতে অধিকতর আসক্তিহেতু অধিকতর অধোগামী হয়। সুতরাং যোগাভ্যাসের পূর্ব্বে লক্ষ্য সম্বন্ধে—ধ্যেয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধিতালাভ করিতে হইবে। যিনি ধ্যেয় হইবেন তিনি স্থূলসূক্ষ্মদেহগন্ধবিবর্জ্জিত, ত্রিগুণমুক্ত, অতুল শুদ্ধ পরম জ্ঞানানন্দ-জ্যোতি।" যোগী বিষয়বিরক্ত হইয়া ঈদৃশ আত্মস্বরূপে ধ্যানমগ্ন হইবেন। ইহাই অপ্রমত্ততা। এতদ্রূপ অপ্রমত্ত শুদ্ধ সাধনায় যোগী অচিরাৎ সিদ্ধিলাভ করেন।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥১২॥

বাচা ন এব প্রাপ্তুং শক্যঃ ন মনসা, ন চক্ষুষা (বাক্য তাঁহাকে পাইতে

পারে না, মন তাঁহাকে পাইতে পারে না, চক্ষু ও তাঁহাকে পাইতে পারে না)। 'অস্তি ইতি' ব্রুবতঃ অন্যত্র তৎ কথং উপলভ্যতে ("তিনি আছেন, আছেন" এইমাত্র সিদ্ধযোগী বলিতে সক্ষম, এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও অভিব্যক্তিতে তিনি লভ্য নহেন)।

পরমব্রহ্মপুরুষ হৃদয়ের ধন। হৃদয় তাঁহাকে জানে, হৃদয় তাঁহাকে পরশ করে, হৃদয় তাঁহার পরশ-রসে অতুলানন্দসাগরে ভাসে। হৃদয়ই বলিতে গেলে যোগীর সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়। হৃদয়ের শুদ্ধি তাহার চক্ষু, প্রেম স্পর্শেন্দ্রিয়, হৃদয়পঞ্জর শ্রুতি, প্রাণ ঘ্রাণ এবং হৃদয়ই রসেন্দ্রিয়; আনন্দ হয় রস। হৃদয়ের উক্ত অনুভূতিতে সিদ্ধ ব্রহ্মযোগী বলেন, "তিনি আছেন, তিনি আছেন,—তিনি অতুলরসময়—আমার হৃদয় রতন।"

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥১১৪॥

উভয়োঃ তত্ত্বভাবেন 'অস্তি' ইতি উপলব্ধব্যঃ অস্তি (জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে—সোপাধিক ও নিরুপাধিক ব্রহ্মের মধ্যে একজন মাত্র আছেন এতদ্রূপ উপলব্ধির বিষয়ীভূত সৎ বস্তু আছেন) ইতি উপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ('আছেন' এতদ্রূপ জ্ঞাতা জ্ঞাতৃত্ববিলোপকারী সৎস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হন।)

আনন্দ ব্রহ্মের প্রধান অনুভূতিপ্রদেশ হৃদ্দেশ। তথায় হৃদ্দেশের সমস্ত জড়ত্ব বিনাশ করিয়া—সমস্ত হৃদয়বন্ধনগ্রন্থি ছেদন করিয়া একমাত্র প্রবলপ্লাবী আনন্দস্বরূপের আনন্দবন্যা বিরাজ করিতে থাকে। আনন্দ পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া ভ্রূমণ্ডলে আপন জ্ঞান-স্বরূপের সন্ধান পায়। ভ্রূসন্ধিতে অবস্থান করেন জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা।

এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের যে পার্থক্য, উহার বিলোপে সৎ-এর প্রতিষ্ঠা হয়। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে জ্ঞাতা আপন সংশয় ছিন্ন করিতে থাকে, জ্ঞাতৃত্বাভিমান তীব্র আত্মবিজয়ানুভূতি লইয়া জ্ঞেয়ের সহিত একাধিষ্ঠিত হইবার জন্য ধাবিত হন। অতি ধীর, নিঃসংশয় ও দৃঢ় উপসর্পণে জ্ঞাতা জ্ঞান ও আনন্দের পূর্ণ নির্ম্মল প্রশান্তি লইয়া, সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া, আপন বিলোপের শেষ মুহূর্ত্ত বা শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত দর্শন করে। তারপর সেই এক সনাতন পূর্ণ সচ্চিদানন্দের চিরবিকাশ। দ্বিতীয় কেহ নাই।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥১১৫॥

যদা অস্য হৃদি স্থিতাঃ সর্ব্বে কামাঃ প্রমুচ্যন্তে (মুমুক্ষুর হৃদয়স্থিত সকল কামনা যখন বিনষ্ট হইয়া যায়)। অথ মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি (তখন মরণশীল মনুষ্য মৃত্যুরহিত হয়েন)। অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে (এই দেহেই ব্রহ্মস্বভাব প্রাপ্ত হয়েন)।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্ ॥১১৬॥

ইহ হৃদয়স্য সর্ব্বে গ্রন্থয়ঃ যদা প্রভিদ্যন্তে (এই মানবদেহেই যখন হৃদয়ের সমস্ত অবিদ্যাগ্রন্থিবিনষ্ট হয়) অথ মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি (তখন মরণশীল জীব মৃত্যুরহিত হয়েন)। এতাবদনুশাসনম্ (এই পর্য্যন্তই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ)।

পূর্ব্বমন্ত্রে এক সদ্‌ব্রহ্মাত্মার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। জীবৎকালে মুমুক্ষু ব্রহ্মবিদ্যায় বিচরণ করিয়া শোকদুঃখবিমুক্ত ও জরামৃত্যু-

শঙ্কারহিত হইতে পারেন। তজ্জন্য আবশ্যক পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি। চিত্তরাজ্য হইতে বহির্জগতের সমস্ত বিষয়লেশ, বাসনার শেষছায়া নির্ম্মূলভাবেও নির্ম্মমভাবে উৎপাটন করা অতীব প্রয়োজন। শুদ্ধ হৃদয়মন্দিরে তখন না ডাকিতেই আত্মশুদ্ধপুরুষ জাগ্রত হয়েন, আপন আনন্দস্বরূপের বার্ত্তা হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে মুমুক্ষুকে জানাইয়া দেন। আপন আনন্দস্বরূপের বার্ত্তা, সন্ধান ও প্রত্যক্ষতা লাভ করিয়া জীব তখন জীবৎকালেই দ্বন্দ্বাতীত হইয়া প্রশান্তি লাভ করেন। এই হৃদয়শুদ্ধি ও পরমাত্মপুরুষের জাগরণ পর্য্যন্তই মুমুক্ষুকে বলিয়া দিতে হয়, তারপর মুমুক্ষু যে অতুল আনন্দ-সাগরে ভাসমান হয়েন বা যে চিদানন্দরাজ্যে প্রয়াণ করেন, সেই সম্বন্ধে বেদবেদান্তের বা ব্রহ্মজ্ঞের উপদেশ তিনি আবশ্যক মনে করেন না। প্রবুদ্ধ আত্মা আপনিই আপনার পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য-
স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি,
বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥১১৭॥

হৃদয়স্য শতং চ একা চ নাড্যঃ (হৃদয়ে একশত একটী নাড়ী আছে)। তাসাং একা মূর্দ্ধানম্ অভিনিঃসৃতা (তাহাদের মধ্যে একটী মূর্দ্ধা অভিমুখে নিঃসৃত হইয়াছে)। তয়া ঊর্দ্ধম্ আয়ন্ অমৃতত্বম্ এতি (সেই নাড়ী বাহিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়) অন্যাঃ বিষ্বক্ উৎক্রমণে ভবন্তি (অন্যান্য একশত নাড়ী বিভিন্ন লোক প্রাপক হইয়া থাকে)।

অশুদ্ধ হৃদয়ের বাসনা একশত নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া, জীবাত্মাকে

নানা পার্থিব ভোগে তাড়িত করিয়া লইয়া যায়। বহু কামনা, বহু প্রবৃত্তি, বহু ইচ্ছা. কামভোগ-পর-বুদ্ধি অশুদ্ধ মানুবের অশুদ্ধ হৃদয়কে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাইয়া থাকে। ঈদৃশ ব্যক্তি জীবৎকালে সুখদুঃখ, শীতাতপ ও পাপপুণ্য দ্বন্দ্বে সতত জড়িত থাকিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়। দেহান্তে নাড়ীর প্রবৃত্তি অনুযায়ী লোকান্তরে প্রস্থান করিয়া তদ্রূপ জীবত্বই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শুদ্ধহৃদয়ের প্রাণ মাত্র একটা নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া, দেহবন্ধন-ছেদক ও শ্রেষ্ঠগতি-পিপাসু হইয়া থাকে। এই নাড়ীর নাম সুষুম্না। যোগারূঢ় ব্যক্তি ইড়াপিঙ্গলা বাহী প্রাণকে বিশুদ্ধ করিয়া সুষুম্না-পথবাহী করেন। সেই সুষুম্নাবাহী প্রাণের প্রবল ধারায় প্রণোদিত শুদ্ধ হৃদয়ের একমাত্র মুক্তি-পিপাসার দ্বারা যোগী হৃদয়নিহিত পরমপুরুষের সন্ধান করিয়া থাকেন। ঈদৃশ যোগারোহণে সিদ্ধ সাধক শ্রেষ্ঠলোকে গমন করেন, এমন কি নিষ্কলব্রহ্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারা চিরমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥১:৮॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ অন্তর্য্যামিরূপে জীবগণের হৃদয়ে অবস্থিত)। মুঞ্জাৎ ইষীকাং ইব ধৈর্য্যেণ স্বাৎ শরীরাৎ তং প্রবৃহেৎ (আত্ম-জিজ্ঞাসুগণ অতি ধৈর্য্যের সহিত সেই অন্তরাত্মপুরুষকে আপনকার দেহ হইতে পৃথক্ করিবেন) তং বিদ্যাৎ শুক্রম্ অমৃতম্ তং বিদ্যাৎ

শুক্রম্ অমৃতম্ ইতি (এবং তাঁহাকেই আনন্দ সনাতন ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন, তাঁহাকেই আনন্দ সনাতন ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন।)

নচিকেতা স্বহৃদয়গুহাস্থ পরমপুরুষকে পুনরায় স্মরণ করিলেন:— হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণরূপে জ্যোতির্ম্ময় নিষ্কল ব্রহ্ম সমাসীন। তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে বাসনামূলক সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে হইবে। ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা দ্বারা,—সুষুম্নাগত সংযত প্রাণের দ্বারা, শুদ্ধ হৃদয় হইতে ঐ জ্যোতির্ম্ময় বামন পরমাত্মাকে পৃথক করিয়া—দেহবোধ বিলুপ্তির দ্বারা—একমাত্র ঐ পরমপুরুষের অস্তিত্ব ও আনন্দের অনুভূতি দ্বারা, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। ঈদৃশ সাধন-সিদ্ধির চরমে নিরুপাধিক ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এবং তদ্ধেতু সংসারে অপুনরাবৃত্তি। শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত দেহের কোন সম্বন্ধ নাই। অতুল, অক্ষর ও অব্যয় আনন্দ দেহবিলুপ্তিতেই উথলিয়া উঠে। অসীম অমৃতসিন্ধু দেহসম্বন্ধের ওপারে। দেহজ্ঞান-বর্ত্তমানে আনন্দের অতি ক্ষীণ বদ্ধ সমীরণ মাত্র অনুভূত হয়। পূর্ণানন্দ দেহবোধবিলুপ্তিতে। শুদ্ধ পরাবিদ্যা ও সর্ব্বজ্ঞান দেহবোধবিধ্বংসেই সম্ভব। দেহবোধ থাকিতে জ্ঞানের অস্পষ্ট উন্মেষের ছায়া মাত্র দৃষ্ট হয়। শুদ্ধ পরমব্রহ্ম সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়াও নির্লিপ্ত ভাবে,—দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতেছেন। জীবের জীবত্বকে পশ্চাতে ও দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঐ শুদ্ধ-ব্রহ্ম-স্বরূপে লীন হওয়াই সকল ধর্ম্ম ও তপস্যার লক্ষ্য। অমৃত-পিপাসু ও জ্ঞানবিবিদিষু ব্যক্তিমাত্রকেই আপনার পৃথক্ স্বরূপ দর্শন করিতে হইবে। সেই আত্মনির্ম্মল-স্বরূপ দর্শনের জন্য দেহপিঞ্জরাবদ্ধ জীবের কতখানি ধৈর্য্য, ত্যাগ, তপস্যা ও একনিষ্ঠা দরকার তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ব্রহ্মদ্রষ্টা নচিকেতা দেখাইয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যা

বাক্যে লভ্য নয়, তর্কে লভ্য নয়, দর্শনপাণ্ডিত্যে নয়। ব্রহ্মবিদ্যা লভ্য আত্ম ব্রহ্মপুরে, অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া তাঁহার গূঢ়ানুসন্ধানে। সে-অনুসন্ধান-লভ্য কাঙ্ক্ষিত ধন লাভের জন্য চাই—সর্ব্বত্যাগ, দেহ-দেহবুদ্ধি-দেহকারণরূপ সকল বেশভূষা পরিত্যাগ। নিঃসঙ্গ উলঙ্গ জীবাত্মাই আপন প্রেমরতন, সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। ঐ ব্রহ্মই চিরামৃত সিন্ধু।

এই অমৃত—এই অমূল্য নিধি অতি সত্য বস্তু। পার্থিব বস্তু যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অনুভবনীয়; ততোলক্ষাধিক আত্মবোধ্য পরমাত্মস্বরূপ বস্তু। তাঁহাকে জানিলে আর জানিবার কিছু থাকে না, প্রাপ্ত হইলে আর প্রাপ্তব্য কিছু থাকে না। নিঃশঙ্ক, নির্ভয়, চিরানন্দ চিরচৈতন্য ও চিরজ্ঞান সেই অমৃত রাজ্য।

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্ বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥১১৯॥

অথ নচিকেতঃ মৃত্যুপ্রোক্তাং এতাং বিদ্যাং কৃৎস্নং যোগবিধিং চ লব্ধা (তারপর নচিকেতা যমদত্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা ও সমস্ত যোগবিধি লাভ করিয়া), বিরজঃ বিমৃত্যুঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ অভূৎ (বিশুদ্ধ স্বরূপ সনাতন ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন)। অন্যোঽপি যঃ অধ্যাত্মং আত্মানং এবংবিৎ (অন্য যিনি এই যোগানুশাসন অনুসরণ করিয়া আত্মবিদ্যা লাভ করেন তিনিও ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠালাভ করেন)

সত্যপরায়ণ, ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ, যোগযুক্ত, তাপস নচিকেতা, ইহামুত্র-ভোগবিরাগ দ্বারা, তীব্র বিবিদিষার দ্বারা ও একাগ্র আত্মানুসন্ধান দ্বারা আজ অতুল শাশ্বত আনন্দময়, চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার

কুমারবীর্য্য সার্থক, তাঁহার বালসুলভ সরলতা ও নিষ্কলুষতা সার্থক, তাঁহার পিতৃকুল গৌরবান্বিত এবং পরবর্ত্তী পদাঙ্কানুসারী শিষ্যানুশিষ্যগণ মহিমান্বিত। তাঁহার সংসারে গতাগতিকারণ চিরতরে বিনষ্ট।

স্বর্গলোকের ভোগমোহ হেয়জ্ঞানে পরিত্যক্ত ও শুভ্র-জ্যোতি চিদানন্দ চিরতরে আত্মস্বরূপে বিভাসিত। নচিকেতা ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধ হইয়া মুমুক্ষুজীবের হিতার্থে চিরচিহ্নিত গৌরবময় পদাঙ্ক পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি অন্যতম ব্রহ্মদ্রষ্টা ঋষির মত বলিতে পারেন :—

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

* * *

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

শুনরে বিশ্ববাসিগণ! শুনরে অমৃতের পুত্রগণ! শুন ওহে দিব্যধাম-বাসিগণ! আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিতে পারিয়াছি। তিনি জ্যোতির্ম্ময়ও (সহস্র) রবির কিরণ-কারণ। তিনি সকল তিমির রাশির পরপারে। জীবগণ তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুপাশ অতিক্রম করে। ইহা ব্যতীত অমৃতত্ব লাভের অন্য পথ নাই।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ॥

ইতি কঠোপনিষদাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্তা।

লেখকের অন্য গ্রন্থ—

সাধনা ও পরমানন্দ

শ্রেষ্ঠ সাধনামূলক গ্রন্থ। কি ভাবে চিত্তের বিশুদ্ধি আনয়ন করিতে হয়, হৃদয়কে কি ভাবে ভগবৎপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিতে হয়, বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠ ভগবৎপ্রেম কি ভাবে চিরজাগ্রত রাখিতে হয়, কোন্ পথে কর্ম্মত্যাগ, কোন্ পথে ও কোন্ সাধনায় আনন্দময় রাজ্যের সন্ধান মিলে এবং আনন্দময় রাজ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত প্রেমিক সমাধিবলে কি ভাবে সচ্চিদানন্দস্বরূপে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করে, প্রথম যোগসোপান হইতে ব্রহ্মানন্দে চিরাবসান পর্য্যন্ত সমস্ত যোগস্তর বিশদভাবে যোগানুভূতির দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অবোধ্য বাগাড়ম্বর নাই, ইহাতে প্রাণস্পর্শী ভাষায় সুবোধ্য ও সুগম যোগ সাধনার কথা আছে। বিশুদ্ধ যোগ-পথের পথিকমাত্রই প্রভূত উপকৃত হইবেন। সাম্প্রদায়িক ভাবের লেশমাত্র এই গ্রন্থে নাই।

মূল্য ১৲ এক টাকা

শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

পরম কল্যাণীয়বরেষু

প্রিয় দেবেন্দ্র ! তোমার 'সাধনাও পরমানন্দ' পুস্তকখানা পাইয়াছি এবং পাঠ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি। গ্রন্থখানাতে তোমার জীবন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, ইহা বড়ই আনন্দের কথা। তুমি সাধনার পন্থা যাহা লিখিয়াছ—শাস্ত্রের উপদেশ তাহাই। মন ইন্দ্রিয়মধ্যে

পরিগণিত ও সকলের প্রধান। মনকে সংযত করিতে পারিলেই—আত্মার বল সঞ্চয় হয়। আত্মা বলীয়ান্ হইলে তবেই পরমার্থ সম্পদ্‌লাভে অধিকার জন্মে—তাহাতেই শাস্ত্র বলিতেছে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"; "আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ। তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গঃ ॥

আত্মা ইন্দ্রিয়দিগের উপর "সারথি" হইয়াই বিজয় লাভ করিয়া থাকে "আত্মানং সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ ॥" জীবনে সিদ্ধির ইহাই রহস্য। ভূমানন্দ ইহারই অমৃত-ফল। এই অমৃতফল যে আস্বাদন করিয়াছে—ব্রহ্মানন্দ তাহাতে পুঞ্জীভূত—সে বিশ্ববিজয়ী—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন" এখানেই জীবনের চরম লক্ষ্য—এখানেই জীবনের পরিপূর্ণ সফলতা। আশীর্ব্বাদ করি, সৎ বিষয়ের আলোচনা ও সদ্‌গ্রন্থ এইরূপে রচনা করিয়া চরিতার্থতা লাভ কর।

ইতি,—তোমার চিরকুশলাকাঙ্ক্ষী
আশীর্ব্বাদক—
(স্বাঃ) শ্রীশীতলচন্দ্র দেবশর্ম্মা,
আগরতলা;
১৪ই পৌষ ১৩৩৭ বাং।

প্রবাসী—এই গ্রন্থে লেখক সাধনার বিভিন্ন স্তর ও তাহাদের ক্রম ধারাবাহিকভাবে বিশদ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং কেমন করিয়া সাধনার সিদ্ধি অর্থাৎ আনন্দ লাভ করা যাইতে পারে তাহা…সহজভাবে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন।…আমরা সচরাচর

সাধনা ও আনন্দ সম্পর্কিত যে-ধরণের বই দেখি, এটি তাহা হইতে অন্য ধরণের। সহজ বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়া শুধু তত্ত্বকথার সমাবেশ ইহাতে নাই। মাঘ, ১৩৩৭।

The Amrita Bazar Patrika—Truths of spiritual culture have been excellently laid out to create a keen thirst in the heart of true aspirants for emulating the life that soars above the trammels of the world. Glimpses of the realised Transcendental Self have been clearly visioned and laid open to tell the fellow-voyagers of the Glory of the Land Beyond and to soothe the hearts of the toilers of the path. . . . The book has been written in an elegant Bengali style . . . 12-4-31.

Advance— . . . The language of the book is as simple as the arguments adducd in pressing forth a doctrine are convincing . . . The Book is divided into eleven useful Chapters, of course, with the exclusion of the 'Introduction' and 'Conclusion.' The Chapters have been so arranged and subject matters have been so lucidly discussed that a thoughtful reader will find them immensely helpful to from an estimate of the value of the psychology and ethics on which the whole system of the Hinnu spiritual culture has been securly based from the days of high antiquity. It is impossible to go into details of all the highly important questions which are implied and invoved in the practice of the things which are prescribed in the book . . . 1. 2. 31.

Liberty—The author is a thinker of clarity and has been able to put down his thoughts and ideas in a logical and interesting manner. He has discussed the theme of 'Yoga Sadhana'—a very difficult philosophical problem, in a way easily understandable by the reader of average intelligence. His extensive knowledge of various philosophical and religions systems has been great help to him in elucidating his points. . . 13-4-31.

প্রাপ্তিস্থান—**গ্রন্থকার**

৯-বি, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা ;

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এবং কলিকাতার

অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়